নাগা জাতি

ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার এল. এম. এস.
আসাম মেডিকেল সার্ভিস—সিনিয়র (অবসর প্রাপ্ত)
প্রণীত

॥ একমাত্র পরিবেশক ॥
সাহিত্য-ভারতী
৪৮, অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
আ্যগষ্ট, ১৯৪৬

প্রকাশক :
ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার
৮৫।১।৬ ইব্রাহিমপুর রোড
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

পরিবেশক :
সাহিত্য-ভারতী
৪৮ অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীপরেশ নাথ গোস্বামী
শ্রীআর্ট প্রেস
৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

সমর্পণ

জগতবরণ্যা, ভারতবিধাত্রী, বঙ্গবিজেতা, লোকহিতৈষিনী, জনপ্রিয়া, নানাবিধ দেশ ও জনকল্যাণকব কার্য্যের প্রতিষ্ঠাত্রী, "ভারত বত্না" এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী, মাতৃরূপিণী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর করকমলে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার কর্তৃক আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাব অর্ঘ্য স্বরূপ 'নাগা জাতি' পুস্তকখানি অর্পিত হইল।

ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯১৩ সনের মার্চ্চ হইতে ১৯১৫ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্যোপলক্ষে নাগা পাহাড়ে অবস্থান করিয়াছিলাম। সেই সময় অবসর কালে এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছিলাম; কোন কোন প্রবন্ধ তৎকালীন বাংলা ও আসাম কতিপয় মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ বিঘ্ন বাধা প্রযুক্ত এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিবার অবকাশ ঘটে নাই।

গৌহাটির সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণের অনুরোধে ও সাহায্যে অবশেষে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছিলাম; কিন্তু নানা বিপর্যয়ে তাহাও কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। বাস্তবিক তাহাদের সাহায্য ও উৎসাহ না পাইলে আমার জীবনের এই আশা কিছুতেই ফলবতী হইত না; বিশেষতঃ সাহিত্য পরিষদের সুযোগ্য সভ্য এবং সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয় অত্যন্ত আনন্দের সহিত প্রবন্ধগুলি দেখিয়া এবং স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নাগা পাহাড়ের লোকপ্রিয় ও প্রজারঞ্জন ডেপুটি কমিশনার শ্রীল শ্রীযুক্ত ডাক্তার জে, এইচ, হাটন, সি, আই, ই, আই, সি, এস্, ডি, লিট্, মহোদয় বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের ফটোগুলি প্রদান করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আমি সরকারী কার্যোপলক্ষে নাগা ভূমির বহু স্থান ভ্রমন করিয়াছি। স্থানীয় নাগা জাতির বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া 'নাগা জাতি' পুস্তক প্রণয়নে চেষ্টিত হইয়াছি। দোভাষী হিসাবে আমার পিয়ন মিয়ালেপটন আউ ও

পাচক হোভেকেসেমা এবং ঘোড়ার সহিস্ ইমমি মাথং আউ-আঙ্গামী Dr. Haraloo L. M. F. itinarating S. A. S. এবং ফক্‌জুলু আঙ্গামী কোহিমা হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

গৌহাটী কটন কলেজের ইংরেজীর প্রফেসর এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটী শাখার সম্পাদক পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক উৎসাহ পাইয়াছি। বহুদিন পরে কলিকাতা আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Archæology-র প্রফেসর শ্রীদিলীপ চক্রবর্ত্তী পি. এইচ. ডি. মহাশয়ের সহায়তায় আমি দিল্লীতে প্রফেসর স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র বসু (Retired Commissioner, Scheduled Castes and Tribes) মহাশয়ের সান্নিধ্য লাভ করি। তিনি নানাভাবে আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন, তাহারই সহায়তায় আমি Dr. S. C. Sinha, Ph. D. Director, Anthropological Survey of India-র সঙ্গে পরিচিত হই।

আমি তাহাদের সকলের উচ্চ প্রশংসিত মন্তব্যগুলি পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই পুস্তকে সন্নিহিত করিলাম।

Shri M. Alemchiba Ao, Senior Research Officer, Naga Institute of Culture, Nagaland, Kohima, Shri P. K. Bhattacharyya, Cultural Research Officer, Nagaland, Kohima এবং Shri Kika Ao, Executive Engineer, Mokok Chung, Nagaland,—আমার অনুরোধে বর্তমান অগ্রগতির কিছু তত্ত্ব এবং তৎসহ কয়েকটি ফটো পাঠাইয়াছেন। উহা আমি "নাগা জাতি" পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম।

সর্বপ্রথম ভারতীয় (বাঙ্গালী) হিসাবে 'নাগা জাতি' সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি এবং সেজন্য গর্ব বোধ করিতেছি। আমার ইংরেজীতে লিখিত 'আউ নাগা' বিষয়ে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। 'আউ নাগা' বাংলা 'প্রবাসী' পত্রিকাতে মুদ্রিত হয়। শ্রদ্ধেয় বিচক্ষণ সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহা 'Modern Review'তে ছাপিবার জন্য ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিতে লিখেন। আমি তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া পাঠাই ; উহা সেখানে ছাপা হয়। ইতিমধ্যে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র রায় M.A., B.L., M. L. C., রাঁচি, সম্পাদক "Man-in-India", মহাশয়ের সহিত গৌহাটীতে দেখা হয়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহা তাঁহার Man-in-India পত্রিকাতে প্রকাশ করেন। উহা Anthropological paper, Man-in-India (Vol IV, No. 1-2-1924) দ্রষ্টব্য। উক্ত পত্রিকা পড়িয়া লণ্ডন হইতে ডঃ জে. এইচ হাটন সি. আই. ই. আই. সি. এস. ডি. লিট্. উক্ত মুদ্রিত ছয় কপি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে দিবার জন্য আমাকে চিঠি দেন। আমি ছয় কপি পাঠাইয়া দেই। তৎপর আমি বন্ধু বান্ধবদের উৎসাহে প্রণোদিত হইয়া ১৯২৫ সনে ইউ রায় এণ্ড সন্‌স্ এর সাহায্যে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করি। পরে উহা বেঙ্গল (No. 32 30 C. T. B. C. Dt. 15. 12. 26), আসাম (No. 5271 Dt. 25. 3. 26., D. P. I. Assam), নাগপুর C. P. (No. 3545 Dt. 17. 5. 26., D. P. I. নাগপুর, C. P.) বিহার, উড়িষ্যা, এবং বরদা ষ্টেট Prize এবং Library পুস্তক হিসাবে গৃহীত হয়। কাল প্রবাহে আমি নানাবিধ দুর্জ্জয়ের সম্মুখীন হইয়া উক্ত পুস্তক আর দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করি নাই। ইদানিং সদাশয় Nagaland

গভর্ণমেণ্ট উক্ত পুস্তক ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমার নামে প্রতি বৎসর সর্ব প্রথম মেট্রিক ছাত্রকে একটী রৌপ্য Medal পুরস্কার দিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

সর্ব্বশেষে এই 'নাগা জাতি' পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ, ব্লক প্রস্তুত, প্রুফ সংশোধন এবং অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি যাবতীয় দায়িত্বপূর্ণ কাজ শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র গুহ মহাশয় দক্ষতার সহিত পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। যাহারা আমার পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের সকলের নিকটই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পাঠকবৃন্দ, যদি এই পুস্তকে লিখিত সুদূর পর্ব্বতে অবস্থিত, অজ্ঞাত, উপেক্ষিত নাগা জাতির প্রাচীন বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ এবং বর্তমানে তাহাদের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতির ইতিহাস পাঠ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন তবে এই ক্ষুদ্র লেখকের অধ্যবসায় সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং তিনি পাঠক বৃন্দের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

ইতি —

অভিমত

'নাগা জাতি' সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রফেসার স্বর্গীয় আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম. এ., প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রফেসার স্বর্গীয় নির্ম্মলচন্দ্র বসু Commissioner, Scheduled Castes and Tribes এবং Dr. S. C. Sinha Ph. D., Director, Anthropological Survey of India, মহোদয়দের মন্তব্য।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার এল, এম, এস, মহাশয় এ্যাসিষ্টেন্ট সার্জনের পদে গর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল নাগা পাহাড় জেলার কহিমা নামক সদর ষ্টেশনে ও মককচঙ্ সাবডিভিসনে অবস্থান করিয়া নাগা জাতি সম্বন্ধে অবসর কালে যে সকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন তাহাই প্রবন্ধাকারে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন "নাগা পাহাড় জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হৃদয় মন মুগ্ধকারী, কিন্তু এ-স্থানের অধিবাসী নাগা জাতির আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি ও ততোধিক চিত্তাকর্ষক। এই জাতির তত্ত্বকথা যদি বঙ্গ ভাষায় লিখিয়া বঙ্গজননীর চরণে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করিতে পারি, তবে স্বীয় জীবন ধন্য মনে করিতে পারি, এই আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।" এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়াও তিনি যে এত দীর্ঘকাল কেন জনসাধারণের নিকট ইহা প্রচার করেন নাই ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহার লেখার বহুবর্ষ পরে ইংরাজীতে এ-সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি যথা সময়ে ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলে প্রথম প্রকাশের গৌরব আমাদের

ভাষা জননীই লাভ করিতে পারিতেন। ইহার জন্য তাঁহার উপর একটু অভিমান করিতেছি। যাহাহউক, এতদিনের পরেও যে তিনি নবীন উদ্যমে ইহা প্রকাশ করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদও করিতেছি। গবর্ণমেণ্টের বেতন-ভুক চিকিৎসা ব্যবসায়ীর গুরুতর দায়িত্ব, অশেষ পরিশ্রম ও অবসর মাত্রহীন জীবন লইয়াও যে এরূপ পরিশ্রম সাধ্য তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারিয়াছেন ইহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। এই চেষ্টা, উদ্যম ও পরিশ্রমের ফল বঙ্গ জননীর চরণে অর্পণ করিয়া যে তিনি ধন্য হইয়াছেন তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে সঙ্কোচ করিবার কোনও কারণ দেখি না। প্রবন্ধগুলির কয়েকটি যথা :—আউ নাগা, আঙ্গামী নাগা, মেমি নাগা, "প্রবাসী" "সৌরভ" ও "শ্রীভূমি" পত্রিকাতে বহুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্টগুলি গৌহাটীস্থ বঙ্গসাহিত্য পরিষদ শাখার অধিবেশনে পঠিত হইয়াছে।

প্রবন্ধগুলি শ্রবণে সকলেই যে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ ও নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

গৌহাটী
১লা বৈশাখ, ১৩৩৩ সন

Sd/- আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, এম.এ.
প্রফেসর, কটন কলেজ, গৌহাটী,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখার সম্পাদক

Professor N. K. Bose.
Commissioner of Scheduled Castes and Tribes (Retd)

37 A, Bosepara Lane
Calcutta-3

ডাক্তার এস্. এন. মজুমদার মহাশয়ের সহিত নাগা জাতির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তিনি নিজে বৈজ্ঞানিক এবং বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া কয়েকটি নাগা জাতি সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতা লব্ধ

বর্ণনা দান করিয়াছেন। ডাক্তার মজুমদার যে সময় নাগাদের মধ্যে চিকিৎসার ভার লইয়াছিলেন তাহার পর সে দেশে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্ট নাগা জাতি আজ উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ের চিত্র লোকে ভুলিতে বসিয়াছে। আমার মনে হয় বর্তমান পুস্তকখানি বিগত দিনের চিত্র হিসাবে অতিশয় মূল্যবান। আশা করি বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দ ইহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইতি—

Sd/- নির্ম্মল কুমার বসু

Feb. 1, 1972

Shri B. K. Jha, W. B. C. S.,
Assistant Secretary to the Government of West Bengal,
Education Department, Miscellaneous Branch,
Writers' Buildings,
Calcutta.

Dear Shri Jha,

Ref : Your letter No. $\frac{\text{2203 Edn/M}}{\text{M. 4B-70/71}}$

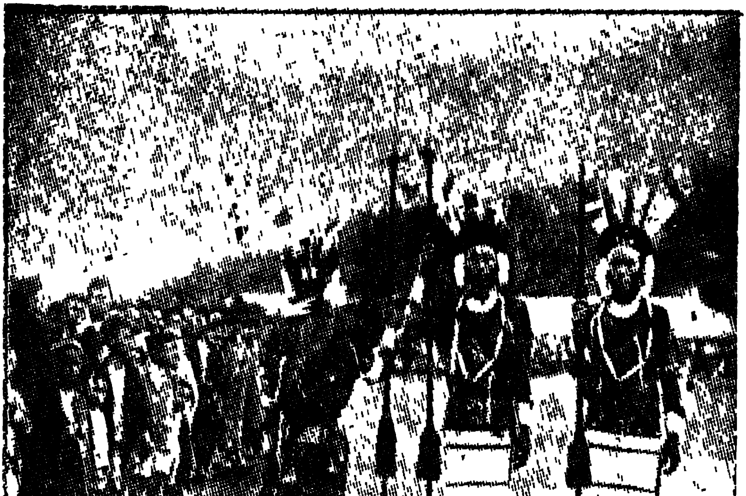
Sub : Proposal for financial assistance towards the publication of the book 'Nagajati'.

I have carefully gone through the Bengali book 'Nagajati' written by Dr. Surendra Nath Majumdar who had spent about 3 years in the Naga Hills as an Assistant Surgeon. The book provides very useful information on the little known Naga Tribes who live in the N. E. Frontier region of our country and has been written in a very lucid style. Dr. Majumdar is now 87 years old and his book is a very worthy record of an Indian Government servant during British Rule whose contribution in ethnography is comparable to that of the British civilians who were posted in this outlying region. I strongly feel that the Government of West Bengal should provide financial assistance towards the publication of this book which will not only make the readers in West Bengal aware about citizens in a remote corner of our country, it is also a record of a scholar who has gone into the subject with great devotion and competence merely out of thirst for knowledge. *Since Dr. Majumdar is already 87 years old, we are anxious that a very early decision should be taken in this matter.*

With kind regards,

Yours sincerely.
Sd/- Surajit Sinha
President
(Anthropological Survey of India)

নাগা জাতি



বিষয় সূচী



বরাক নদীর পুল

[পৃঃ ৩]



পাহাড়িয়া পুল

[পৃঃ ৫]



অন্ধকার সুরংয়ের ভিতর দিয়া রেল গাড়ী চলিয়াছে [পৃঃ ৬]



পাহাড় কাটা রেল পথ

[পৃঃ ৬]

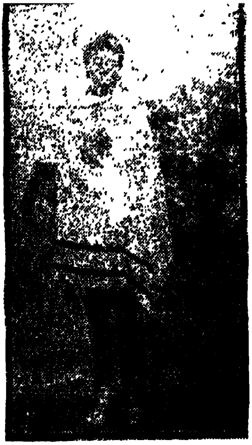


গাড়ী হইতে নিম্ন ভূমির দৃশ্য

[পৃঃ ৬]



আঙ্গামী গৃহ [পৃঃ ১২



আঙ্গামী পুরুষ [পৃঃ ১৪]



আঙ্গামী স্ত্রীলোক [পৃঃ ১৫]



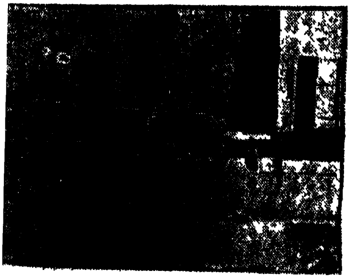
যাকে আঙ্গামী নাগা

[পৃঃ ৩৫]



নৃত্য বেশে আঙ্গামী নাগা

[পৃঃ ৩৫]



আঙ্গামী নাগাদের বিভিন্ন রকমের ঢাল

[পৃঃ ৩৮]



মেমি নাগাদ্বয় [পৃঃ ৪২

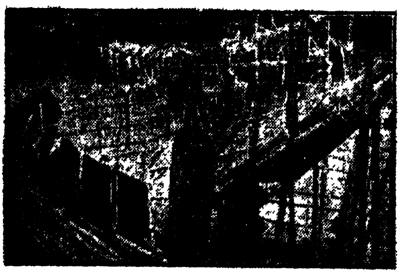


মেমি গ্রামে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর

[পৃঃ ৪৮]



'ছিরো' গেনা সম্পাদনকারী
লোটা নাগা ও তাহার দুইটি র
গৃহ প্রাঙ্গণে প্রস্তর প্রোথিত
করিতেছে [পৃঃ ৬০]



লোটাদের কবর [পৃঃ ৬৩]



ফোম নাগাদ্বয়

[পৃঃ ৬৬]



চাং দোভাষী [পৃঃ ৬৮]



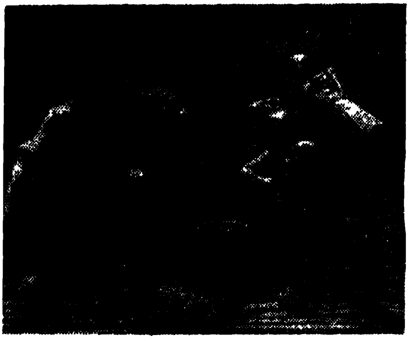
ফোম নাগা [পৃঃ ৬৯



ফোম মরং গৃহ [পৃঃ ৬৯]



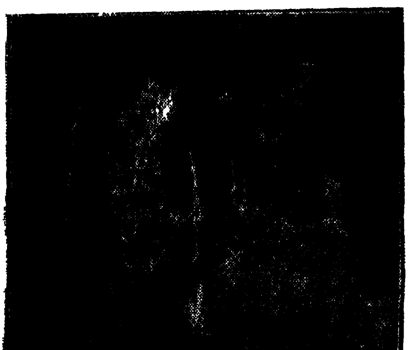
নৃত্যবেশে চাং পুরুষেরা [পৃঃ ৭১]



ফোম পুরুষেরা মধু পান করিতেছে [পৃঃ ৭১]



ফোম স্ত্রীলোকেরা [পৃঃ ৭৬]



বাঁশের খাণ্ড [পৃঃ ৮৫]



আউ নাগা সর্দার [পৃঃ ৮৭]



জুলুসংবা (নোনকাম নিবাস)
।পৃঃ ৯৫।



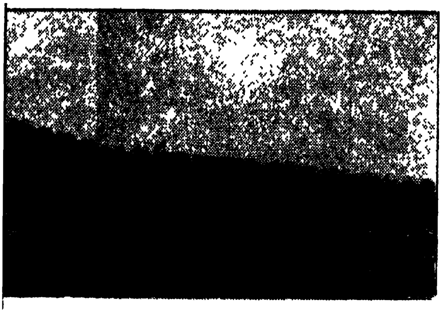
সঙ্গতিপন্ন সুসজ্জিত আউ সম্পতী
ছিচ্যাটাং গেনা সমপাদন করিতেছে
[পৃঃ ১০৭]



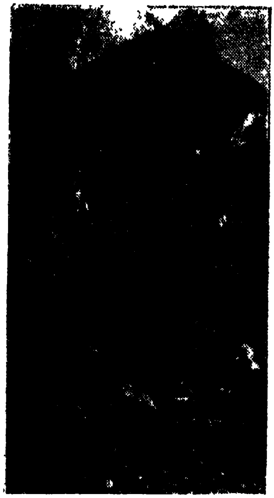
ছিচ্যাটাং গেনা সম্পাদনকারী
আউ নাগা গৃহ
[পৃঃ ১০৪]



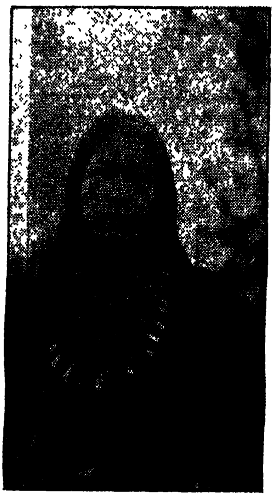
ঈশ্বরোপাসনান্তে বৃদ্ধ আউ নাগা
[পৃঃ ১০৬]



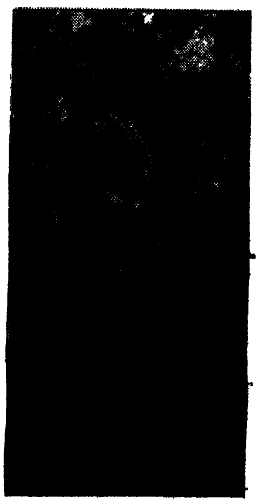
আউদের গ্রাম [পৃঃ ১১০]



গ্রামের প্রবেশ পথে সিংহ দরজা
[পৃঃ ১১১]



চিবুকে ও হস্তে উল্কি পরিহিতা
আউ বালিকা [পৃঃ ১১২]



পায়ে উল্কি পরিহিতা আউ স্ত্রীলোক
[পৃঃ ১১২]



আও নাগা
ধান প্রস্তুত করিতেছে (পৃঃ ১১২)



আও মরুং গৃহ (পৃঃ ১১৩)



আও মরুং গৃহের সম্মুখ ভাগে কাষ্ঠে খোদিত ব্যাঘ্র মূর্তি
(পৃঃ ১১৪)





নাগা মিথুন (পৃঃ ১১৮)

আউ মরং গৃহের সম্মুখ ভাগ
(পৃঃ ১১৪)



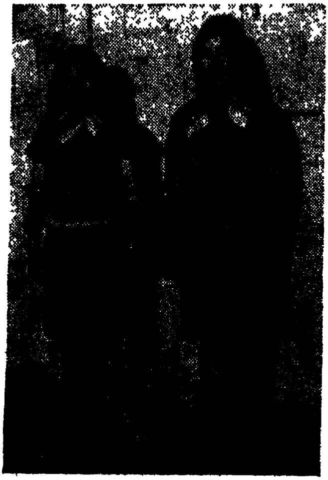
বাঁশের চোঙা দিয়া জল আনিতেছে
(পৃঃ ১২০)



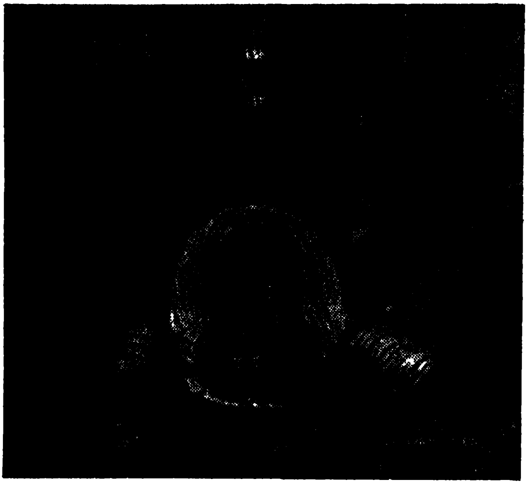
আউদের শ্মশান (পৃঃ ১২৬)



আউদের শ্মশান (পৃঃ ১২৬)



সেমা স্ত্রীলোকদ্বয় (পৃঃ ১৩৩)



সেমা বালিকার পোষাক (পৃঃ ১৩৩)



সেমা যুবতী কোথেলি বস্ত্র বয়ন করিতেছে
(পৃঃ ১৪৫)



আউ যুবতী (পৃঃ ১৫৩)



গ্রন্থকার

(কহিমা—নাগাপাহাড়, ১৯১৪)

নাগা জাতি

আসাম যাত্রা

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হইতে আসাম যাত্রার আদেশ-পত্র পাইয়া যথা সময়ে নারায়ণগঞ্জ পৌছিলাম ; এখান হইতে ষ্টিমারে চাঁদপুর যাইতে হইবে, পুনরায় রেল। শীতকাল, নদী বক্ষ আলোড়ন করিতে করিতে আসাম-মেল আমাদিগকে লইয়া চাঁদপুর অভিমুখে ছুটিয়া চলিল। এতক্ষণ মানসিক অশান্তি উপলব্ধি করি নাই। সেই চির পরিচিত পথে পরিভ্রমণ করিয়াছি মাত্র। এখন বুঝিলাম, সঙ্গীহীন আমি আসামের কোন্ পার্ব্বত্য প্রদেশে চলিয়াছি। মনটা বড়ই নীরস হইয়া পড়িল। শতাধিক আরোহীর মধ্যেও নিজেকে আজ সঙ্গীহীন মনে হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সকলেই গল্প গুজবে, হাস্য কৌতুকে ব্যস্ত ; কেবল আমারই প্রাণে শান্তি নাই—আমার হৃদয়ের নিভৃত খবর কেহ লইল না—আমার আশা নৈরাশ্য কেহ জানিতে পারিল না। ভাবনার জটিলতায় নিজকে নিজে হারাইয়া ফেলিলাম।

এ ভাবে কতক্ষণ কাটিল বলিতে পারি না; কিন্তু যখন নিজকে বাস্তব রাজ্যে ফিরিয়া পাইলাম, তখন বেলা প্রায় অবসান। সূর্য্যদেব অস্তাচল চূড়াবলম্বী। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। আদি অন্তহীন নীলিমার বুকে অস্তগামী সূর্য্যের বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনপ্রাণ আপনা হইতেই নাচিয়া উঠিল। সে অপরিসীম সুন্দর দৃশ্য ব্যক্ত করিবার নহে। উর্দ্ধে অনন্ত সুনীল আকাশ, নিম্নে বিশালকায় নদী—দিগন্তে উভয়ের আলিঙ্গন। গগনের বুকের ভিতর হইতে দিনমণি হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে নদীর ক্রোড়ে ডুবিয়া যাইতেছে। কি মহিমাময় দৃশ্য! কি গরিমাময় প্রেম! দুইয়েরই আদি অন্তহীন বিরাট হৃদয়—একের বুক হইতে অন্যের বুকে সেই শ্রান্ত, ক্লান্ত শিশুকে টানিয়া লইতেছে। কত কোমল, কত প্রাণ-জুড়ানো সেই মহান উদার-ভাব। দেখিতে দেখিতে সারাদিনের পরিশ্রান্ত শিশু চক্ষু মুদিয়া নীরবে নদীর ক্রোড়ে-ঢলিয়া পড়িল। ধরার বুকে অন্ধকার নামিয়া তাহার রাজসিংহাসন পাতিয়া বসিল। উদাস প্রাণে উপরে চলিয়া গেলাম।

রাত্রি নয়টার সময়ে আসাম আপ-মেইল ট্রেন অসংখ্য কুলি বোঝাই করিয়া চাঁদপুর ছাড়িল। রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি গাড়ীতে একাকী বসিয়া বসিয়া দুইপার্শ্বে নিবিড় অন্ধকার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম—আকাশে তারকানিচয় ক্ষীণালোক বিতরণ করিতেছিল—আমি আকাশ পাতাল কত কিছু ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম। সাড়ে দশটার সময় "লাকসাম" পৌঁছিলাম। তখন বেশ শীত বোধ হইতেছিল। সঙ্গে খাবার ছিল, জলযোগ করিলাম। তারপর জানালাগুলি বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না। প্রভাতে যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, তখন দেখি ট্রেনখানা ১টি ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়াছে।

এবং আরও দুইটি ভদ্রলোক গাড়ীতে আছেন। একজন নাসিকা-ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন—অপরটি তামাক সাজিতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন—ট্রেন "কুলাউরা" ছাড়িয়াছে; তাহারা "সায়াস্তগঞ্জ" হইতে আসিতেছেন—জোরহাট যাইবেন। এতক্ষণ একা ছিলাম, এখন নবাগত সঙ্গীদের সহিত কথা প্রসঙ্গে, জমাট-বাঁধা মানসিক অশান্তি মন্দীভূত হইতে লাগিল।

সূর্য্য-কিরণে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেন দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে। দুইদিকে বিস্তৃত মাঠ, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়-স্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোথাও বিস্তৃত চা বাগান—কুলিরা গাছের নিম্নে মাটি খুঁড়িয়া দিতেছে, কোথাও কুলী রমণীগণ গান গাহিতে গাহিতে ঝোপরীতে চা-পাতা উঠাইতেছে, কোথাও ২।৪ জন কুলী আড়ালে বসিয়া গল্প করিতেছে। কুলীদের লম্বা লম্বা চালা-নির্ম্মিত গৃহগুলি দূর হইতে বাজারের ন্যায় দেখাইতেছে। দেখিতে দেখিতে নটার সময় বদরপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। এখান হইতে শিলচরে একটি ব্রাঞ্চ লাইন গিয়াছে। আমার সহ-যাত্রীদের পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত তাঁহাদের জন্য দুই থালা ভাত ও ডাল, তরকারী আসিল। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে ২৪ ঘণ্টা পরে আমারও অন্ন জুটিল। পরিতৃপ্তির সহিত উদর-পূর্ত্তি করিলাম। কুলিদেরও এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত দেখিলাম।

আসাম বেঙ্গল-রেলওয়ের মেইন-লাইন চট্টগ্রাম হইতে তিনসুকিয়া পর্য্যন্ত ৫৭৪ মাইল বিস্তৃত। এই লাইনই আসামের প্রধান রেলপথ। মেইন-লাইনের সহিত কতকগুলি শাখা লাইন সংযুক্ত আছে। "লাকসাম জংসন হইতে নোয়াখালী, আখাউরা জংসন হইতে ভৈরব বাজার, কুলাউরা জংসন হইতে শ্রীহট্ট, বদরপুর জংসন হইতে শিলচর এবং লামডিং জংসন হইতে গৌহাটী

প্রভৃতি শাখা লাইনগুলি গিয়াছে। মেইন লাইনটী উত্তর কাছাড় পাহাড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে। বদরপুর স্থানটি দেখিতে বড় সুন্দর। বদরপুরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া 'বরাক' নদী প্রবাহিত হইতেছে। 'বরাক' পার্ব্বত্য নদী। ইহা নাগা পাহাড়ের দক্ষিণাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে; তৎপর উত্তর বাহিনী হইয়া কাছাড় জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। 'কাছাড়ে' এই নদীর গতি বক্র বলিয়া উহাকে 'বরাক' নদী বলে। 'বরাকের' সুরমা নামে ১টী শাখা বদরপুর হইতে শ্রীহট্ট জেলার উত্তর সীমা দিয়া সমতল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এজন্যই 'সুরমা' উপত্যকা নাম। আসাম রাজ্যটী দুইভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা বা আসাম-ভ্যালি এবং সুরমা উপত্যকা। প্রত্যেক উপত্যকায় এক একজন কমিশনার আছেন। ব্রহ্মপুত্র—উপত্যকার কমিশনার গৌহাটী বাস করেন। বদরপুর স্থানটী বেশ সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। উহা সমতল ভূভাগে অবস্থিত—কিন্তু দূরে কাছাড়ের পর্ব্বত-মালার রেখা স্পষ্ট দেখা যায়। 'বদরপুরে' 'বরাকের' উপর একটি বিস্তৃত রেল-সেতু আছে। মেইন-লাইনটী এই সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। বদরপুর ছাড়িয়া আধঘণ্টার মধ্যে 'বিহারা' ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। 'বিহারা' হইতে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের পার্ব্বত্য পথ আরম্ভ হইয়াছে এবং উহা 'লামডিং' পর্য্যন্ত ১০৫ মাইল বিস্তৃত। যতই যাইতে লগিলাম এক নবীন অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলাম; পূর্ব্ব গ্লানি বিস্মৃত হইলাম। বোধ হইল যেন এক স্বপ্ন-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি যতদূর যায় অনন্ত বিস্তৃত শৈল-শ্রেণী পাহাড়ের পর পাহাড়, তারপর পাহাড়, শ্রেণী-বদ্ধ, তরঙ্গায়িত, অবিচ্ছিন্ন, অফুরন্ত পর্ব্বতশ্রেণী চলিয়াছে। ভাবিলাম পাহাড়ের দেশে প্রবেশ করিয়াছি। এই পার্ব্বত্য রেল-

রাস্তাটি 'বিহারা' হইতে 'জাঠিঙ্গা' উপত্যকার মধ্য দিয়া উত্তর-কাছাড় পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং 'হাফলং' এর নিকট আসাম এবং কাছাড়ের নদী সমূহের উৎপত্তিস্থান পর্ব্বত-সমূহের উপর দিয়া গিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল অতিশয় চমৎকার। 'জাঠিঙ্গা' নদীর গতিপথ অবলম্বন করিয়া রেল-রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। নদী পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্নে অবতীর্ণা হইয়াছে এবং নিম্ন হইতে ক্রমে ক্রমে পর্ব্বতশৃঙ্গ উঠিয়াছে; পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য স্থানে স্থানে পর্ব্বত গাত্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে উপরে উঠিয়াছে—স্থানে স্থানে সুদৃঢ় সেতুর সাহায্যে রেলপথ পাহাড় হইতে পাহাড়ান্তরে নীত হইয়াছে। কোথাও পাহাড়ের ভিতর সুরঙ্গ খনন করিয়া, কোথাও বা পাহাড় কাটিয়া এই অদ্ভুত রেলপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই চিত্ত-বিমোহন স্বপ্ন-রাজ্যের কি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কোথাও কলকল-নাদিনী ক্ষুদ্রকায়া স্বল্পতোয়া স্রোতস্বতী বৃক্ষলতা প্রস্তর-খণ্ডের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তরতর বেগে রজত-ধারার ন্যায় ছুটিয়াছে। কোথাও অযত্ন সম্ভূত নানা বর্ণের প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি, গভীর পর্ব্বতারণ্যে দর্শকের নয়ন, মন মুগ্ধ করিতেছে, কোথাও প্রস্রবণ-ধারা পর্ব্বত-গাত্রে পড়িয়া সহস্র স্ফটিকচূর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। বিচিত্র বর্ণের অসংখ্য পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে একবার আকাশ পানে উঠিয়াছে, আবার পর্ব্বত পানে, বৃক্ষ শাখায় বসিতেছে—তাহাদের কাকলি সুস্নিগ্ধ পার্ব্বত্য মারুত দিগন্তে বহিয়া নিতেছে। বিচিত্র বৃক্ষলতা বিচিত্র ফল পুষ্প-ভরে হাসিতেছে। কোথাও অমল ধবল মেঘমালা পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া, কোথাও বা পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলাম। মনে হইতে লাগিল—

নাগা জাতি

পাহাড়ে ঘেরা সারাটা দেশ,
স্তরের উপর স্তর।
যোজন ব্যাপী বিটপী রাজি,
নিবিড় বনের ঘর।
তরু লতার জন্ম সেথা,
উর্দ্ধে অধেঃ বাড়ী।
শৈলে শৈলে মহীরুহ,
দাঁড়িয়ে সারি সারি।
উচ্ছৃঙ্খল ঝরণাগুলি
ছুটছে আপন মনে।
হেথা হোথা কইছে কথা,
গানের লহর প্রাণে।
নানা রঙের পাখীগুলি,
ধাইছে আকাশ পানে,
সুধা হাসি পীযূষ রাশি,
ছড়ায় বনে বনে।

এই পার্ব্বত্য রেল লাইনে ৩২ টা সুরঙ্গ ও ৮০ টা সেতু আছে। মাহুরের নিকটবর্ত্তী ২২ নম্বর সুরঙ্গটা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা অতিক্রম করিতে ট্রেনের তিন মিনিট সময় লাগে। যখন সুরঙ্গ মধ্যে ট্রেন চলিতে থাকে, তখন সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকার ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব বোধ হয় না। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি পার্ব্বত্য রেলপথটা পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। 'হারাংগাজাও' (Haranggajao) এবং জাটিঙ্গা (Jatinga) ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী মাইলংডিসা (Mailongdisa) ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এক স্থান হইতে একসঙ্গে তিনটি রেল লাইন দেখিতে পাওয়া যায়। একই

লাইন পাহাড় ঘুরিয়া আসিবার দরুণ তিনটি লাইন বলিয়া বোধ হয়। 'মাইলংডিসা' হইতে জাঠিংঙ্গা পর্য্যন্ত রেলপথ এত খাড়া যে অগ্র পশ্চাৎ দুইটি ইঞ্জিনের সাহায্যে ট্রেনের গতি ঠিক রাখিতে হয়। মিঃ রায়ারের কার্য্যকুশলতায় এই অদ্ভুত লাইনটি নির্ম্মিত হয়। এই দুর্গম প্রদেশে এই রেল পথটা প্রস্তুত হইতে পারিবে এইরূপ বিশ্বাস পূর্ব্বে কাহারও ছিল না। ১৮৮২—৮৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথমে এই পথের জরীপ আরম্ভ হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন এই লাইনটা খোলেন।

পার্ব্বত্য রেল রাস্তার ষ্টেশনগুলিতে ঘৃতপক্ক জল খাবার প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর বেশ মিলে। অপরাহ্নে দেড় ঘটিকার সময় আমরা 'হাফলং' পৌছিলাম। উহা উত্তর কাছাড় মহকুমার প্রধান স্থান। স্থানটি স্বাস্থ্যকর এবং তূলার একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক ইংরেজ পরিবার এখানে আসিয়া বাস করেন।

হাফলং ষ্টেশনে বহুকাল পরে একজন বাল্য-সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধুটি 'রেলী ব্রাদার্স' কোম্পানীর অধীনে কাজ করেন। তূলা ক্রয় করিতে হাফলংএ আসিয়াছেন। সাক্ষাতের পর অতীতের স্মৃতি উভয়ের প্রাণে জাগিয়া উঠিল। সে স্মৃতি কত মধুর! বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে আদি অন্তহীন কত কথা বলিলাম। বন্ধুটি আমাকে নামিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, ইচ্ছা সত্বেও পারিলাম না; ট্রেন ছাড়িবার ৩।৪ মিনিট পূর্ব্বে বন্ধুটী নানাবিধ মিষ্টান্ন গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; ট্রেন ছাড়িয়া দিল। স্মৃতি-সাগর মথিত করিয়া সুদূর অতীতের বাল্য-স্মৃতি হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিল। আবার প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে বিভোর হইলাম। অপরাহ্ন প্রায় ৪ টার সময়

'মাইবং' ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। 'মাইবং' এর নিকটে কাছাড়ি রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। আহম এবং নাগা জাতীর উপদ্রবে কাছাড়ি রাজার রাজধানী ডিমাপুর পরিত্যাগ করিয়া অত্যল্পকাল মাইবংএ অবস্থান করে। মাইবং হইতে নাগা পাহাড়ের 'হেনেমা' অধিক দূর নয়। এখানে অনেক কুকি নাগা দেখিলাম। ইহারা 'হেনেমা' অঞ্চল হইতে তূলা আনিয়া বিক্রয় করে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ৬টার সময় 'লামডিং' পৌঁছিলাম। বায়স্কোপের ন্যায় অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশি কোথায় মিশিয়া গেল। লামডিংএ ট্রেন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে। এ অঞ্চলে ম্যালেরিয়া এবং 'ব্ল্যাক ওয়াটার' জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, এখানকার জল অব্যবহার্য্য! চতুর্দ্দিক জঙ্গলাকীর্ণ। এখান হইতে সুবিস্তৃত 'নামুর' জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধকারের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। লামডিং ছাড়িলে সকলেই আপন আপন শয্যায় দেহ ভার ন্যস্ত করিয়া গল্প গুজবে সময় কাটাইতে লাগিলাম; 'মণিপুর রোড' ষ্টেশনে আমাকে নামিতে হইবে। এখান হইতে ৪৬ মাইল টাঙ্গায় যাইতে হইবে। তারপর আমার গন্তব্যস্থান কোহিমা। রাত্রি অনুমান দুইটায় মণিপুর রোডে গাড়ী থামিল, আমি অপরাপর যাত্রীদিগের নিকট বিদায় নিলাম এবং যথাসময়ে কোহিমায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

কোহিমা আসামের নাগাপাহাড় জেলার প্রধান নগর। নাগাপাহাড় জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, হৃদয়-মনমুগ্ধকারী; এ স্থানের অধিবাসী নাগাজাতির আচার ব্যবহার রীতিনীতি ততোধিক চিত্তাকর্ষক। এ জাতির তত্ত্ব-কথা বঙ্গভাষায় লিখিয়া রাখা উচিত মনে করিয়া সরকারী চাকুরী ব্যাপদেশে কোহিমায় বাস কালে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম।

আঙ্গামী নাগা

সীমা ও শ্রেণী বিভাগ

নাগা পাহাড়ের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, দক্ষিণে মণিপুর, পশ্চিমে ধনশ্রী উপত্যকা এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ, ইহার পশ্চিমাংশ বৃটিশরাজ্যভুক্ত, অদ্যাপি স্বাধীন নাগাজাতি অবস্থিতি করিতেছে। বৃটিশ রাজ্যভুক্ত নাগাদিগকে প্রধানতঃ ৭টি বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

১। দক্ষিণ পশ্চিমাংশে কাচ্চানাগা (Kachanaga),

২। মণিপুরের উত্তরাংশে আঙ্গামী (Angami),

৩। আঙ্গামীদের উত্তর পশ্চিমাংশে রেঙ্গমা (Rengama),

৪। রেঙ্গমাদিগের উত্তরে লোটা (Lota) এবং পূর্ব্বে ও উত্তর পূর্ব্বে সেমা, (Sema),

৫। সেমা ও লোটাদের উত্তরে আউ (Ao),

৬। আউদের পূর্ব্ব উত্তরাংশে চঙ্ বা লেংটা নাগা (Chango or naked) এবং আউদের দক্ষিণাংশে চঙ্ নাগাদের অবস্থিতি স্থান।

৭। স্বাধীন নাগা।

উৎপত্তি

কাহারও কাহারও মতে আঙ্গামী নাগারা "জ্যাকোমা" গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সেই হ্রদের চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও মতে "খনসা" গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষ হইতে উহারা উৎপন্ন হইয়াছে, অধুনা সেই বৃক্ষের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। হ্রদ বা বৃক্ষ, যে স্থান

হইতেই উহারা উৎপন্ন হইয়া থাকুক, সর্ব্বপ্রথমে একটা পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের অবির্ভাব হইয়াছিল। ক্রমে উহাদের সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ "পেপোমা" (Pepoma) এবং কনিষ্ঠ "পিপুমা" (Peppuma) বলিয়া অভিহিত হয়। উহাদের নাম অনুসারে "পেপোমা" এবং "পিপুমা" এই দুই বৃহৎ বংশের উৎপত্তি হয়। পেপোমারা জ্যেষ্ঠের বংশজাত বলিয়া কোন 'গেণার' উপলক্ষে প্রথমে উহাদিগকেই খাওয়াইতে হয়। এরূপ নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

আঙ্গামী নাগাজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে যে,খেজেখেনোমা (Kezekenoma) গ্রামের এক বৃহৎ প্রস্তরের ভিতর হইতে তাহারা উৎপন্ন হইয়াছে। কোন সময়ে এক বৃদ্ধ দম্পতি বাস করিত। তাহাদের তিন পুত্র ছিল। প্রত্যহ তাহারা একটা বিস্তৃত প্রস্তরের উপরে ধান শুকাইত; সায়ংকালে এক বোঝা ধান শুকাইয়া, দুই বোঝাতে পরিণত হইত। পুত্রেরা পালা ক্রমে ধান শুকাইত। একদা পুত্রদের মধ্যে কোন কারণে ঝগড়া আরম্ভ হয়। পিতামাতা অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া প্রস্তরখণ্ড খড় দ্বারা আবৃত করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করে। ইহার ফলে বজ্রের ন্যায় গম্ভীর নিনাদে প্রস্তরখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়; তখন প্রস্তর অভ্যন্তরস্থ দৈত্য স্বর্গে চলিয়া গেল এবং প্রস্তরখণ্ডের লুক্কায়িত মহিমা লোপ পাইল। ভ্রাতাদের মধ্যে বিরোধের ফলে তাহারা পৃথক হইয়া পৃথক পৃথক স্থানে চলিয়া গেল। এই তিন ভ্রাতার সন্তান সন্ততিরা যথাক্রমে আঙ্গামী, সেমা এবং লোটা নাগা বলিয়া পরিচিত। আঙ্গামীরা আপনাদিগকে "(Tengina)" বলে। তাহারা এখন নাগা পাহাড়ের অধিকাংশ স্থান দখল করিয়া বসবাস করিতেছে এবং তাহাদের জনসংখ্যাও সর্ব্বপেক্ষা অধিক।

কৃষিকার্য্য

মার্চ্চ মাসের শেষ ও এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগেই উহাদের ধান বপন করিবার সময়; জুন মাসের মধ্যভাগে উহারা ক্ষেত্রে চারা রোপন করে। উহারা ভুট্টা, যব, সিম, কুমড়া, শশা, লঙ্কা, সরিষা প্রভৃতির এবং কখন কখন পাটেরও চাষ করিয়া থাকে। ঐ পাট হইতে সুতা প্রস্তুত করিয়া উহারা মোটা বস্ত্র বয়ন করে।

গৃহপালিত পশু

মিথুন সাধারণতঃ জঙ্গলে থাকে। "গেণার" উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য মিথুন রাখা হয়। মালিক আহ্বান করিলে মিথুন জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসে। মিথুনকে লবণ খাইতে দেওয়া হয়। উহারা গেণায় খাবার জন্য ও বিক্রয়ের জন্য গরু পালন করিয়া থাকে। উহারা কখনই দুগ্ধ দোহন করে না এবং দুগ্ধ পানও করে না। গ্রামের যে সকল বালকের বুদ্ধি কম তাহাদিগকেই সাধারণতঃ গোচারণে নিযুক্ত করা হয়। উহারা প্রত্যেক গরুর নিমিত্ত বৎসরে দুই ঝুড়ি ধান প্রাপ্ত হয়।

গরীব লোকেরাও শূকর পালন করিয়া থাকে। তিন মাস হওয়ার পূর্ব্বেই শূকরের বাচ্ছাগুলিকে খাসী করিয়া দেওয়া হয়।

আঙ্গামীরা কুকুরের মাংস খুব ভালবাসে। সেক্রেনী গেণাতে বড় কুকুর হত্যা করা হয়। উহাদের কুকুরগুলি খুব শিকারী। শিকারী কুকুরদিগকে খাওয়ার নিমিত্ত হত্যা করা হয় না। উহারা মরিলে একখণ্ড বস্ত্র জড়াইয়া শবদেহ মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখা হয়। কুকুরেরা সাধারণতঃ তিন বৎসরে শিকার শিক্ষা করে এবং ৫ হইতে ৭ বৎসর পর্যন্ত শিকারের উপযুক্ত থাকে। কুকুরের লেজ ও কান কাটিয়া দেওয়া হয়।

বিড়াল দেখা যায় না। আঙ্গামীরা কখন কখন বিড়ালের মাংস খাইয়া থাকে। কখন কখন রোগ হওয়ার আশঙ্কায় বিড়াল হত্যা করা হয়।

সকলেই মোরগ পুষিয়া থাকে। ইহা ছাড়া কেহ কেহ মহিষ, হাঁসও পুষিয়া থাকে।

উহারা পাষাণের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে। গৃহ দৈর্ঘ্যে ৩০ হইতে ৬০ ফুট এবং প্রস্থে ২০ হইতে ৪০ ফুট হয়। গৃহের সম্মুখভাগ পশ্চাৎভাগ হইতে উচ্চ। সম্মুখ ভাগ ১৫ হইতে ৩০ ফুট এবং পশ্চাৎভাগ ১০ হইতে ১৫ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দুইটি বৃহৎ কাঠ (Kika or house horns) লম্বভাবে গৃহের সম্মুখে মৃত্তিকা হইতে চালের উপরেও ৫।৬ হাত পর্য্যন্ত উত্থিত থাকে, উহার উপরিভাগ চওড়া এবং উহা নানাপ্রকার কারুকার্য্য বিশিষ্ট। পশ্চাৎ এবং পার্শ্বের বেড়া বংশনির্ম্মিত। গৃহের সম্মুখে কাঠ বা বংশ নির্ম্মিত দেওয়াল এবং বৃহৎ দরজা। সম্মুখে নানা প্রকার চিত্র অঙ্কিত থাকে। মনুষ্যের মস্তক, মিথুন, ব্যাঘ্র, শূকর প্রভৃতির চিত্র কাঠের দেওয়ালে খোদিত থাকে।

সাধারণতঃ গৃহাভ্যন্তর দুই কিম্বা তিনটি কোঠায় বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠ সাধারণতঃ সমস্ত গৃহের অর্দ্ধেক এবং এই কোঠায় ধান্য রক্ষিত হয়। ধানের ঝুড়ি ৫।৬ ফুট লম্বা এবং ধান কুটিবার একটি যন্ত্রও উহাতে থাকে। উহাদের ঢেকি একটি বৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড—ইহাতে ২ বা ১ ফুট গভীর ৮।১০টি গর্ত্ত থাকে। দ্বিতীয় কোঠা প্রথম কোঠা হইতে কাঠের বেড়া দ্বারা পৃথকী-কৃত ; এই দুই কোঠার মধ্যে যাতায়াতের জন্য একটি ক্ষুদ্র দরজা আছে। দ্বিতীয় কোঠার মধ্যস্থলে তিনটি প্রস্তর-খণ্ড থাকে, উহার উপর ভোজ্য দ্রব্য পরিষ্কার করা হয়, উনানের পার্শ্বে একটি উচ্চ বেদী থাকে, উহাই ইহাদের শয্যা। দ্বিতীয় কোঠার পশ্চাতে একটা

ক্ষুদ্র কোঠা থাকে। ইহাতে মধু (মদ্য) রক্ষিত হয়। সম্মুখের কোঠাতে শূকর, গরু, মুরগী, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু থাকে এবং উহারা গৃহের অভ্যন্তরে ইচ্ছামত ঘুরিয়াও বেড়ায়; ইহাতে গৃহের অধিবাসীরা কোন প্রকার অসুবিধা বা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে না। কখন কখন বেড়াইতে আসিয়া একই গৃহে অন্য পরিবারের লোকও অবস্থান করে। গৃহের অগ্নি কদাপি নির্ব্বাপিত হয় না; হইলে উহা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়।

গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে মনোনীত স্থানের চতুস্পার্শ্বে চারিটি বাঁশ প্রোথিত করে; উদ্দেশ্য—যেন কোন শয়তান গৃহে প্রবেশ করিয়া অধিবাসীর অনিষ্ট না ঘটায়। মনুষ্যের দৃষ্টি লাগিয়া শস্য নষ্ট না হয়, এ জন্যও উক্ত প্রকার বংশ কখন কখন ক্ষেত্রে প্রোথিত থাকিতে দেখা যায়। উহাদের বাদ্যযন্ত্র কাঠ, বাঁশ এবং মহিষের শিং হইতে উহারা প্রস্তুত করে।

বিবাহ প্রথা

আঙ্গামীদের মধ্যে, স্বজাতী এবং অন্যান্য নাগাদের সহিতও বিবাহ প্রথা প্রচলিক আছে কিন্তু একাধিক বিবাহের রীতি নাই। পত্নীর ভগ্নীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। উহাদের মধ্যে বিবাহ দ্বিবিধ—(১) নাগা পদ্ধতি অনুযায়ী বিবাহ এবং (২) রীতি-বিগর্হিত বিবাহ। সমাজে যাহাদের সম্মান আছে, তাহাদের মধ্যে নাগা পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এইরূপ বিবাহে ব্যয়ও আছে। দ্বিতীয় প্রকারের বিবাহ সাধারণতঃ যুবক যুবতীর অবৈধ প্রণয় জাত মিলন মাত্র। স্বামী বিবাহান্তে স্ত্রীকে নিজ গৃহে লইয়া যায়, ইহাতে কোন প্রকার আড়ম্বর অনুষ্ঠান নাই। রীতি সঙ্গত বিবাহও কখনও কখনও দারিদ্রতা নিবন্ধন বিনা আয়োজনেই সম্পন্ন হইতে দেখা যায়।

কোন যুবক কোন যুবতীর পাণিগ্রহনেচ্ছু হইলে আপন পিতা মাতাকে জানায়। তখন যুবকের মাতাপিতা—যুবক পিতৃমাতৃ-হীন হইলে স্বয়ং গ্রামের কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের যোগে—যুবতীর মাতাপিতার নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করে; কন্যার মাতাপিতা কন্যাকে জানায়। কন্যার আপত্তি থাকিলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। বিবাহ স্থিরীকৃত হইলে বর এবং কন্যা সর্ব্বপ্রথমে পৃথকভাবে এক একটি মোরগ, গলায় ফাঁসি দিয়া হত্যা করে। মৃত্যুর সময়ে যদি মোরগের দক্ষিণপদ বামপদের উপরে আড়ভাবে থাকে, তবে বিবাহের ফল শুভ হইবে বলিয়া বিবেচিত হয়। তৎপর সেই রাত্রিতে যুবক যে স্বপ্ন দেখে তাহা যদি শুভ হয়—(ক্রন্দন, অবসাদ ইত্যাদি স্বপ্ন অশুভ) তবে উক্ত বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি যুবতীর গৃহে গমন করিয়া তাহাকে তাহার স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করে। তাহার স্বপ্ন অশুভ হইলে যুবকের সহিত এই কন্যার বিবাহ হইবে না। উভয়ের স্বপ্ন শুভ-জনক হইলে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কন্যার পিতার সহিত বিবাহের পণ সম্বন্ধে আলোচনা করে। তৎপর যুবক একখণ্ড জাঠি, একটি শূকর এবং কয়েকটি মোরগ ক্রয় করিয়া আপন গৃহে আনিয়া রাখে; কন্যা মধু প্রস্তুত করিয়া রাখে। বিবাহ-দিনে কন্যার পিতা একটি পাত্র, টুকরা মাংস দ্বারা ও কতকগুলি লাউ মধু পূর্ণ করিয়া রাখে। নির্দ্ধারিত দিবসে কন্যা স্বজাতীয়া ও সমবয়সী কয়েকজন যুবতীসহ যুবকের গৃহে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গৃহ হইতে জাঠি, শূকর ও মোরগ লইয়া আপন গৃহে চলিয়া আসে। তথায় সকলে পানাহার করে। তৎপর গোধূলিতে দুইজন লোক মাংসের পাত্র ও মধুপূর্ণ লাউগুলি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বরের গৃহে গমন করে। সর্ব্বপ্রথম কন্যা, তৎপর ক্রমান্বয়ে একটি বালক, তিনটি বালিকা, মধু ও মাংসবাহী দুইজন লোক, কন্যার সমজাতীয় ও "কেলের" যুবকেরা

নৃত্যগীত করিতে করিতে গমন করে। প্রথম ৭ জন গৃহে প্রবেশ করে, অন্যান্যেরা বাহিরে অপেক্ষা করে। বরের গৃহে সেই সময়ে তাহার পিতামাতা ব্যতীত আর কেহই থাকে না। বর শ্বশুর গৃহ হইতে আনীত মদ্য ও মাংস ভোজন করে। তৎপর বরের মাতা-পিতা পানাহার করে। সর্ব্বশেষে অন্যান্য সকলে প্রীতিভোজন সম্পন্ন করে। সকলের খাওয়া দাওয়ার পর বর মরং গৃহে গ্রাম্য যুবক সাধারণের জন্য নির্দ্ধারিত শয়ন গৃহে রাত্রি যাপন করে। বরের পিতামাতা কন্যার সঙ্গীয় বালক ও বালিকাদিগকে এবং মদ্য মাংসবাহী লোক দুইটিকে একটি একটি মুরগী প্রদান করে; তৎপর সকলে গৃহে চলিয়া যায়। কন্যা ও তাহার সঙ্গীয় বালক ও বালিকা তিনটি বরের গৃহে রজনী যাপন করে। পরদিন সকালে বরের মাতা কন্যাকে কদলী পত্রে মধু পান করিতে দেয়। কন্যা সেদিন আপন গৃহে গিয়া রন্ধন করে। তৃতীয় দিবসে বর-কন্যা একত্রে ক্ষেত্রে গমন করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে, তৎপর তিনদিন তাহারা গ্রামের বাহিরে যায় না। এইরূপে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বিবাহের পরে ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত বর কন্যা একত্র বাস করে না; বর মরং গৃহে রাত্রি যাপন করে। বিবাহ স্থির হইলে বর কন্যার পিতাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ জাঠি, কোদালী, ধান, মুরগী এবং অবস্থানুযায়ী শূকর, গরু ও মিথুন প্রভৃতি দেয়। রীতি অনুযায়ী বিবাহে অবস্থানুসারে যৌতুকের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। রীতি বিগর্হিত বিবাহে যৌতুকের প্রথা নাই। ঐরূপ বিবাহে বর কন্যার পিতাকে একটি যষ্ঠি ও ৩।৪টি মাত্র মুরগী প্রদান করে। বালিকাদের সাধারণতঃ ১৫ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে এবং যুবকদের ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর মধ্যে প্রণয়ালাপ হয় না, কিন্তু পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ

কথোপকথনে বাধা নাই। চরিত্র দোষ ঘটিলে স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। স্বামী পরস্ত্রী গমণ করিলে, পত্নী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে এবং এরূপ স্থলে স্ত্রী স্বামীর গৃহ ব্যতীত সমস্ত আসবাব এবং কৃষিক্ষেত্রের এক তৃতীয়াংশ দাবী করিতে পারে। পুত্র থাকিলে সমস্ত আসবাব এবং কৃষিক্ষেত্র পাইবে। কন্যা সন্তান থাকিলে ঐগুলির তৃতীয়াংশ একমাত্র পাইবে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং অসতী স্ত্রীর নাক এবং চুল কাটিয়া দেয়। তাহার সমস্ত বস্ত্র এবং মাল কাড়িয়া লইয়া উহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এরূপ স্ত্রী, পুত্র কন্যার অধিকারিণী হয় না।

বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথা নাই বটে কিন্তু উহা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। বিবাহের পর ৫ দিন অতীত না হইলে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। যদি ইহার অন্যথা হয়, তবে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তি কাড়িয়া লয়। স্বামীর গৃহে থাকিয়া স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে কিংবা অন্যত্র বিবাহের প্রস্তাব করিলে স্বামী স্ত্রীর যৌতুক সামগ্রী কাড়িয়া লয়। স্ত্রীর বিনাদোষে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তাহাকে এক ডুলি ধান ও একটা গাভী ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রথা নাই। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী পত্যান্তর গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে, পিতার গৃহে আসিয়া বাস করে এবং দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করে। আঙ্গামী বালিকাদের জন্য মরং গৃহ নাই। আঙ্গামী বালিকাদের মধ্যে যাহাদের একাধিক প্রণয়ী জোটে তাহাদের বিবাহ সহজে ঘটে না। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকারা গর্ভবতী হইলে সাধারণতঃ তাহারা গোপনে গর্ভপাত করিয়া থাকে। কোন জারজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখা হয়, যেন ভবিষ্যতে তাহার মাতার এরূপ দুষ্কার্য্যের

কথা স্বপ্নেও মনে উদিত না হয়। তাহাদের এরূপ জারজ সন্তান জীবিত থাকিলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গ্রামের অমঙ্গল ঘটাইবে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। যদি ঐরূপ বধ করা সম্ভবপর না হয়, তবে বিবাহের পূর্ব্ব-জাত পুত্রসন্তান পিতা প্রাপ্ত হয় এবং কন্যা-সন্তান মাতার ভাগে পড়ে। উক্ত সন্তানের মাতা অবিবাহিতা বালিকাদের ন্যায় চুল লম্বা রাখিতে পারে না, রাখিলে কেহ তাহাকে পুনরায় বিবাহ করে না। স্ত্রীলোকেরা জমি ক্রয়:করিতে পারে কিন্তু তাহারা কখনও জমির মালিক হয় না। জমির স্বত্ব স্বামী অথবা পিতাতে গিয়া বর্ত্তে। গৃহে কোন অতিথি আসিলে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্বদা তাহাদের অভ্যর্থনা করে।

প্রসূতি ও নবজাত শিশু

প্রসূতির জন্য পৃথক উনান প্রস্তুত করা হয়। প্রসবের অব্যবহিত পরে এবং নাভিরজ্জু ছিন্ন করিবার পূর্বে মধু (মদ্য), ভাত এবং মুরগীর মাংস নবজাত সন্তান দ্বারা স্পর্শ করাইয়া প্রসূতিকে খাইতে দেওয়া হয়। পাঁচ দিন পর্যন্ত এবং প্রথম প্রসূতি হইলে দশদিন পর্যন্ত—প্রসূতি এই খাদ্যই আহার করে। মাংসের অকুলান হইলে আর একটী মুরগী কাটিয়া দিতে পারে। পাঁচদিন পর্যন্ত প্রসূতির স্বামী কার্যান্তরে যায় না। পাঁচদিন পরে প্রসূতি গৃহের পশ্চাৎভাগের দরজা দিয়া গৃহের বাহির হয়। গৃহের পশ্চাৎভাগে দরজা না থাকিলে নূতন দরজা কাটিয়া দিতে হয়। এই সময় বহির্গমন অথবা গৃহে প্রত্যাগমন কালে প্রসূতিকে কেহ দেখিবে না। প্রসূতি তাহার ব্যবহৃত মৃত্তিকায় পাত্রসমুদয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া আসে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনেই নাভি-রজ্জু কর্ত্তন করিয়া তাহাকে গরম জলে স্নান করান হয়। ষষ্ঠ দিবসে প্রসূতি মৃৎপাত্রাদি ফেলিয়া দেওয়ার পর স্বামী স্বজাতীয় একটি ছেলে কিম্বা মেয়ে সহ

(প্রসূতির পুত্র সন্তানের পক্ষে ছেলে, কন্যার পক্ষে মেয়ে) গ্রামের জল প্রবাহের ধারে যায়। ছোট ছেলেটি বা মেয়েটি জল আনে; প্রসূতি সেই জল বহন করিয়া গৃহে লইয়া গিয়া ঐ শীতল জল দ্বারাই শিশুকে স্নান করায়। প্রসূতি ছোচ্ (Fsohcin) গাছের ২।৩টি শাখা বা পল্লব ছিঁড়িয়া লয়। ঐ শাখা এবং এক ফোটা জল শিশুর কপালে স্পর্শ করাইয়া বলে যে ঐ বৃক্ষের ন্যায় শিশুর কপাল যেন দৃঢ় হয়। অষ্টম দিবসে প্রসূতি নবজাত সন্তান সহ স্বামীর জ্ঞাতির মধ্যে নব বিবাহিত কোন সুখী ব্যক্তির গৃহে গমন করে। উক্ত ব্যক্তি নবজাত শিশুর মুখে অল্প মধু, ভাত এবং এক টুকরা কুমড়া প্রদান করে; তৎপর প্রসূতি সন্তান সহ গৃহে ফিরিয়া যায়। সন্তান বড় হইলে এই দম্পতিকে সে মাতাপিতার ন্যায় দেখিয়া থাকে। নবম দিবসে শিশুর মাতাপিতা ক্ষেত্রে বহিঃর্গত হয় এবং সামান্য কাজ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে।

যদি মৃত সন্তান প্রসূত হয় অথবা পাঁচদিনের মধ্যে নবজাত শিশুর মৃত্যু ঘটে, তবে শবদেহ গৃহের ভিতরেই পুতিয়া রাখা হয় এবং একদিন গেনা (পূজা উৎসবাদিকে গেনা বলে) ধার্য্য হয়। পিতা শিশুকে গোর দেওয়ার সময় উপস্থিত থাকে, পিতা কার্য্যান্তরে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার জন্য অপেক্ষা করা হয়। প্রসবকালে অথবা প্রসবের পাঁচদিনের মধ্যে প্রসূতির মৃত্যু হইলে ঘরের ভিতর সিঁদ কাটিয়া শবদেহ বাহিরে আনা হয় এবং তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহার সহিত সমাহিত করা হয়। শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকেও প্রসূতির সহিত সমাহিত করা হয়।

নামা-করণ

আঙ্গামীদের মধ্যে কর্ণভেদ উপলক্ষে কোন উৎসব নাই। বালিকাদিগের তিন বৎসর বয়সের সময় এবং বালকেরা ফলমূল

খাইতে আরম্ভ করিলেই তাহাদেয় কর্ণভেদ করা হয়। সদ্‌গুণ এবং সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করিয়া শিশুদের নামাকরণ হয়।

উত্তরাধিকার স্বত্ব

পিতার সম্পত্তি পুত্রেরা প্রাপ্ত হয়। কন্যারা ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয় না। পিতা ইচ্ছা করিলে কন্যাদিগকেও ভূ-সম্পত্তি দিতে পারে। কিন্তু পুত্রগণ বিবাহ করিলে পিতা তাহাদিগকে কন্যার মত জমি পৃথক করিয়া দেয়। পুত্র না থাকিলে ভ্রাতৃতনয়াগণ তুল্যাংশে জমি প্রাপ্ত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র পিতার জমি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পিতার মৃত্যুর পরেই সে পিতার গৃহ ও পিতার কর্ষিত জমি প্রাপ্ত হয়। কোন পুত্র পিতার জীবিতাবস্থায় অপুত্রক মরিলে তাহার সম্পত্তি পিতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়; পিতার অবর্ত্তমানে ঐ জমি ভ্রাতৃগণ তুল্যাংশে প্রাপ্ত হয়। কোন কোন গ্রামে কন্যাদের পিতৃদত্ত ভূমি-সম্পত্তি তাহাদের পুত্রগণ প্রাপ্ত হয় কিন্তু পুত্রদের মৃত্যু হইলে উহা পুনরায় মাতুল বংশে আসে।

এই প্রথাকে "Mengu" কহে। যুদ্ধে কেহ ধৃত অবস্থায় কোন গ্রামে আবদ্ধ থাকিলে সেই কেলের কোন লোক তাহাকে দাসের ন্যায় রাখে এবং তাহাকে জমি দেয়। সে রীতিমত বিবাহ করে এবং গৃহস্থধর্ম্ম পালন করে। সে কিম্বা তাহার বংশধরগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে পূর্ব্ব প্রাপ্ত জমি ফিরাইয়া দিয়া যায়। এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে ৫।৭ পুরুষ পরে কেহ ঐরূপ অবস্থায় জমির স্বত্ব ত্যাগ করিয়া নিজ গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। আঙ্গামীদের মধ্যে দত্তক গ্রহণের প্রথা কদাচিৎ দেখা যায়।

মৃত দেহের ব্যবস্থা

আঙ্গামীরা সেমা ও লোটা নাগাদের ন্যায় মৃতদেহ গ্রামের ভিতর পুতিয়া রাখে। মৃত ব্যক্তি, স্ত্রী পুরুষের বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইলে তাহাকে গৃহ সম্মুখে নিজ ভূমিতে গোর দেওয়া হয়। অন্যথা বাড়ীর দক্ষিণে বামে কোন স্থানে প্রোথিত করা হয়।

সাধারণতঃ আঙ্গামীরা মরিলে তাহাদিগকে গ্রামের বাহিরে গোর দেওয়া হয়। ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অবস্থানুযায়ী গরু কাটিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদিগকে প্রীতি-ভোজন করান হয়।

ধনী লোক মরিলে কাষ্ঠ-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার হাতে লাঠি, ঢাল দিয়া উহাকে আঙ্গামী পোষাক পরাইয়া দেওয়া হয়।

আঙ্গামীদের মৃত্যুদিনে যে পশু বলি দেওয়া হয়, তাহার মাংস বৃদ্ধ ভিন্ন কেহ খাইতে পারে না। মৃত্যুর পরে সর্ব্বপ্রথমে স্বজাতীয় বালক কিম্বা বালিকা (মৃত ব্যক্তি পুরুষ হইলে বালক, স্ত্রীলোক হইলে বালিকা) মৃতদেহকে উত্তমরূপে ধৌত করে। পরে মৃতদেহ শয্যায় শায়িত করিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করে এবং তাহার সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ শয্যার পার্শ্বে রাখে। মস্তকের দিকে একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ধান, যব, কলাই এবং মৃত ব্যক্তির সর্ব্বপ্রধান বন্ধু কর্তৃক আনীত মাংস ও মধুপূর্ণ লাউ রাখা হয়। তৎপর মৃত ব্যক্তির গাভী, শূকর প্রভৃতি আনীত হয়। Thevo (থেভো) এবং Pitsu (পিট্সৌ) সর্ব্বপ্রথমে উক্ত প্রাণীদিগকে আহত করে। তৎপর যুবকেরা উহাদিগকে হত্যা করে। হত্যার পর সমাগত আত্মীয়-স্বজন ঐ মাংস ভোজন করে। ইহার পরে যুবকেরা শবাধার প্রস্তুত করে। শবাধার সাধারণতঃ বৃক্ষখণ্ড খোল করিয়া তৈয়ার হয়। গৃহের সম্মুখে কিম্বা গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে গর্ত্ত করিয়া শবাধার

সমেত মৃতদেহ তাহাতে রক্ষিত হয়। মৃতদেহের সহিত কাঠি, একটি জাঠি, একখানি দা, একটা জীবন্ত মুরগী, এবং God-usi (গডুসি) নামক এক প্রকার তিক্ত বীজ দেওয়া হয়—উদ্দেশ্য "Metsima" (মেসিমো) উহা খাইয়া মৃত ব্যক্তির আত্মাকে স্বর্গে যাইতে দিবে। এই সমস্ত দ্রব্যাদি মৃত্তিকা গর্ভে স্থাপিত হইলে পর উহারা মৃতদেহের উপর প্রস্তর চাপা দেয় এবং তাহার উপর মৃত্তিকা দিয়া গোরস্থান সমতল করিয়া দেয়। পরদিন স্ব-জাতীয় লোকেরা মৃতের গৃহে আগমন করিয়া পূর্ব্বদিনের নিহত প্রাণীর মাংসাদি আহার করে; পরে মৃত ব্যক্তির উৎকৃষ্ট পোষাক, জাঠি, দা এবং মিথুনের মাথা ইত্যাদি গোরস্থানে লইয়া সংশোধিত করে এবং পাথরের সমাধি প্রস্তুত করে। তিন চার বৎসর পর্য্যন্ত Tarhengi গেনায় প্রতি বৎসর সমাধি স্থানে একটী করিয়া শূকর বলি দেওয়া হয়। সমাধি-প্রস্তর ভাঙ্গিয়া গেলে তাহার সংস্কার করা হয় এবং সংস্কারের সময় এক একটী করিয়া বলি প্রদত্ত হয়।

কোন লোক যুদ্ধে মরিলে অথবা কাহারও মৃতদেহ পাওয়া না গেলে, কবর স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাতে কাঠের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয় এবং পরে মৃতদেহ পাওয়া গেলে মৃতের চুল প্রতি-মূর্ত্তির মস্তকে লাগাইয়া দেওয়া হয়।

কোন ব্যক্তির হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক প্রাণ বিয়োগ ঘটিলে, কিম্বা কোন স্ত্রীলোক প্রসবকালে মরিলে কিম্বা কেহ আত্মহত্যা করিলে তাহাদের মৃতদেহ গ্রামের বাহিরে সমাহিত হয় এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর, নিহত পশুর মাংস বৃদ্ধ লোক ব্যতীত কেহ খায় না এবং মৃতদেহ সমাহিত করিবার ভারও বৃদ্ধদের উপরেই ন্যস্ত হয়। কেহ গাছ হইতে পড়িয়া মরিলে উপরোক্ত ব্যবস্থা তাহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

ধর্ম্ম বিশ্বাস

আঙ্গামী নাগারা ঈশ্বরবাদী কিন্তু একেশ্বরবাদী নহে। ঈশ্বরের কোন প্রকার রূপ তাহাদের কল্পনায় আসে না। তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু ঈশ্বর একজন মাত্র এরূপ বিশ্বাস তাহাদের নাই। তাহাদের মতে প্রত্যেক ভালমন্দ কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর দায়ী এবং সেইজন্য তাহারা প্রত্যেক কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করে। তাহারা দৈনিক শুভ ও অশুভ কার্য্য সমূহের উপর কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থের বা আত্মার প্রভাব সর্ব্বদা উপলব্ধি করে। উহাদের প্রতিকার মানসে নানা প্রকার কাল্পনিক পরমার্থের গেনা বা পূজা সম্পাদন করে। তাহাদের বিশ্বাস কোন দেবতা ধনের, কেহ বা মানব জীবনের, কেহ বা কৃষিক্ষেত্রের অধিপতি এবং পর্ব্বত, নদী, বন প্রভৃতিতেও বিভিন্ন প্রকারের আত্মা বিরাজমান রহিয়াছে; উহাদিগকে সয়তান (Evil Spirit) কহে। উহারা সর্ব্বদা মনুষ্যের অকল্যাণ সাধন করে। সর্ব্বদা এরূপ দেখা ও শুনা গিয়াছে যে কোন ব্যক্তি দৈবাৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর পড়িয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলে পীড়িতের আত্মীয়েরা জাঠি সেই স্থানে বিদ্ধ করে; ইহার অর্থ জাঠির প্রহারে শয়তানকে সংহার করিবে। কোন গ্রামে মড়ক উপস্থিত হইলে গ্রামের বাহিরে জাঠি পুতিয়া রাখা হয়। অর্থ—জাঠির আত্মা মহামারীর আত্মার সহিত লড়াই করিয়া উহাকে গ্রাম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবে এবং মড়ক দূরীভূত করিবে। গৃহে কেহ পীড়িত হইলে গৃহের দরজার সম্মুখ ভাগে জাঠি পুতিয়া রাখা হয় কিংবা বংশ নির্ম্মিত মানুষের মুখ দরজার সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখা হয়, উদ্দেশ্য একই। সমস্ত নাগাজাতিই পাথরে আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করে। "লোজোমা" গ্রামের সেমারা বলে যে তাহাদের গ্রামে একটী

স্ত্রী ও একটী পুরুষ পাথর আছে। প্রতি বৎসর উহাদের সন্তান জন্মে।

পাপ পুণ্যে উহাদের বিশ্বাস আছে। চুরি করিলে, মিথ্যা বাক্য বলিলে কিম্বা কাহাকেও খুন করিলে যে পাপ হয়, ইহা তাহারা জানে। যে ব্যক্তি আজীবন পুন্য সঞ্চয় করে, মৃত্যুর পর তাহার আত্মা স্বর্গগামী হয় অর্থাৎ আকাশে গমন করে—বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করে। পুণ্যাত্মা, কেপেনফু বা ইউনেনফুর নিকট গমন করে। কেপেনফুকে উহারা সৃষ্টিকর্ত্তা বলে; ইনি আকাশে থাকেন। আঙ্গামীরা ঈশ্বরকে "তেরহমা" (Trhoma) বলে। যে ব্যক্তি পাপকার্য্য করে, মৃত্যুর পরে তাহার আত্মা মৃত্তিকা-গর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং সেখানে নানাপ্রকার পাপের শাস্তি ভোগ করে। প্রাণহরণকারী ঈশ্বর "তেরহমা" তাহার শাস্তি বিধান করেন।

রজে (Rutze)—এই ঈশ্বর, লোকের হঠাৎ প্রাণবিনাশের জন্য দায়ী। যদি হঠাৎ মুখ ও নাসিকা হইতে রক্তপাত হইয়া কাহারও মৃত্যু ঘটে, আঙ্গামীদের বিশ্বাস—রজে নামক দেবতাই উহার প্রাণ সংহার করিয়াছে।

মেইনো (Maweno)—এই দেবতা সকলকে অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। কথিত আছে মেইনো সর্ব্বদাই একটী থলিয়াতে ধান এবং প্রস্তরখণ্ড রাখেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে এবং সেই ব্যক্তি বরপ্রার্থী হইলে মেইনো তাহাকে প্রস্তর টুকরা কিম্বা ধান প্রদান করেন। দুই জিনিষ একত্র কাহাকেও দেন না। ধান প্রাপ্ত হইলে ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে এবং প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্ত হইলে গাভী সকল বৎস প্রসব করে।

তেলেফু (Telepfu) অনিষ্ট উৎপাদনকারী ঈশ্বর। ইনি স্ত্রী পুরুষ ও সন্তানদিগকে হত্যা করেন। কখনও কখনও হত্যা না করিয়া অজ্ঞানাবস্থায় কোন স্থানে ফেলিয়া রাখেন। এ

অবস্থায় আত্মীয়স্বজন তাহাকে দেখিলেই সে বেচারী রক্ষা পাইতে পারে।

Psukho এবং Dzurawn—স্বামী ও স্ত্রী এই দুই দেবতা বন্য পশুর উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহারা মানুষের কোন ক্ষতি করা দূরে থাকুক বরং শিকারীদিগকে সহায়তা করিয়া থাকেন।

Tekhu-Rho—ব্যাঘ্রের দেবতা। জঙ্গলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কিম্বা কাহারও খোঁজ না পাওয়া গেলে এই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা প্রদত্ত হয়। কোন ব্যক্তি, ব্যাঘ্র হত্যা করিলে উক্ত দেবতা, হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ লন। ব্যাঘ্র, মৃত্যুব পর তেকুরোকে আপন হত্যাকারীর নাম বলিয়া দেয়। এই নিমিত্ত কেহ ব্যাঘ্র হত্যা করিলে মৃত ব্যাঘ্রের মুখে খড়ের আঁটি দিয়া স্রোতঃ জলে মুখ ডুবাইয়া রাখে।

আইপি আঙ্গামীদের মতে ইনি গৃহলক্ষ্মী। তাহার পদচিহ্ন ধান্যের উপরে কিম্বা গৃহ ধূলিতে অঙ্কিত থাকে। আইপি গৃহে থাকিলে উত্তরোত্তর সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়।

Kehi-ke-rho—প্রস্তরের দেবতা; ইনি প্রস্তরের ভিতরে অবস্থান করেন।

Temi—ভূতকে তেমি কহে। উহা সাধারণতঃ জলমগ্ন ব্যক্তির মৃতদেহ, কিম্বা শত্রু কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ হইতে বহির্গত হয়। তেমি মানুষকে মারিতে পারে না, ভয় প্রদর্শন করে মাত্র। কোন কোন আঙ্গামীর মতে তাহারা স্বর্গে যাওয়ার পূর্ব্বে মৃত্তিকা গর্ভেই ক্রমান্বয়ে সাতটি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়।

আঙ্গামীদের মতে যাহারা অপরিষ্কার মাংস অর্থাৎ বানর, কুকুর, বেঙ্ এবং কোন অজ্ঞাত পাখীর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না। মৃত্যুর পর যাহাদের আত্মা মৃত্তিকাগর্ভে

প্রবেশ করে তাহাদের সহিত Kepenopfu এর যুদ্ধ হয়। সংগ্রামে হারিলে প্রেতাত্মা ভূমি ও আকাশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করে। এই নিমিত্ত আঙ্গামীরা মৃত ব্যক্তির কবর-স্থানে লাঠি পুতিয়া রাখে, যেন প্রেতাত্মা Kepenopfu এর সহিত লড়াই করিতে পারে। মৃত ব্যক্তির কবর স্থানে তাহার মধু পানের শিং কিম্বা লাউ নির্ম্মিত পাত্রে মধু পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস তৃষ্ণা নিবারণার্থে মৃত ব্যক্তির আত্মা সেখানে গিয়া মধুপান করে। আঙ্গামীদের মতে স্বর্গ গমনের পথ সঙ্কীর্ণ এবং এই সঙ্কীর্ণ পথেই মৃত ব্যক্তির আত্মার সহিত Kepenopfu এর সংগ্রাম হয়। আউ নাগারা বলে, মৃত ব্যক্তির আত্মা মিথুনের দেহে প্রবেশ করে। তজ্জন্য তাহারা মিথুন-কাটা স্থানকে পবিত্র জ্ঞান করে এবং সেখানে গেনা সম্পাদন করিয়া থাকে। লোটা নাগারা "ওখা" পাহাড়ের শৃঙ্গকে স্বর্গের পথ বলে। সেমাদের মতে পুণ্যাত্মার মৃত্যু হইলে সূর্য্যোদয়ের দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে গমন করে এবং পাপীর আত্মা পশ্চিম দিকে যায়। আঙ্গামীরা মৃত্যুকে ভীতির চক্ষে দেখে; সে জন্য মৃত্যুর পর কি ঘটিবে সে চিন্তা করে না। বর্ত্তমানের সুখ শান্তিতেই বরং অনুলিপ্ত থাকিতে ভালবাসে।

গেনা

প্রধান প্রধান গেনা পুরোহিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। উহাদের জাতীয় গেনা Kemevo (কেমিভো—পুরোহিত) দ্বারা সম্পাদিত হয়। Kemevo বংশগত পদ। প্রত্যেক গ্রামেই Kemevo আছে, তাহারা গেনার দিন নির্দ্দিষ্ট করে। যখন কোথাও নূতন গ্রাম নির্ম্মিত হয়, Kemevo সর্ব্বপ্রথমে জায়গা স্থির করিবে এবং প্রথমে তথায় Kemevo র গৃহ নির্ম্মিত হইবে; পরে

গেনা হইবে এবং তৎপরে অন্যান্যেরা গৃহ নির্ম্মান করিবে। Kemevo বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তিই গেনা করিয়া থাকে। তৎপর বয়সের তারতম্য অনুসারে তাহার ভ্রাতৃবৃন্দও পুত্র সন্তানেরা Kemevo হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে কহিমা গ্রামের Kemevo এর গেনা Thevo এবং Pitsu দ্বারা সম্পাদিত হয়।

Kemevo কে Thevo ও কহে। ব্যক্তিগত গেনাতে Thevo সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। 'Kemevo' রা গ্রাম্য [Public] গেনা করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে কহিমাতে Pitsu রা সর্ব্বপ্রকার গেনা করিয়া থাকে। Thevo কাহার ও ব্যারাম হইলে কিরূপ গেনা করিতে হইবে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে। Thevoই সর্ব্বপ্রথমে গেনা সম্পাদনকারীর উৎসর্গীকৃত মৃত জন্তুর মাংস ও রক্ত প্রাপ্ত হয়।

Chekrah (চেক্রা)—যে বৃদ্ধ সর্ব্বপ্রথমে ধান্য বপন করে তাহাকে Chekrah কহে। সে ধান্য বপন না করিলে অন্য কেহ বপন করিতে পারে না। কোন গ্রামে একই Chekrah পানি এবং শুষ্ক ক্ষেত্রে ধান্য বপন করে।

Lidepfu [লিডেফু]—যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সর্ব্বপ্রথমে ধান পাকিলে কাটে তাহাকে Lidepfu, বলে। কোন কোন গ্রামে Tsakro ই Lidepfu এর কার্য্য করিয়া থাকে।

কিন্তু সাধারণতঃ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেই Lidepfu-র কাজ করে। Tsakro [সেক্রো] শস্য কর্ত্তন শেষে, Terhengi গেনার পর আপন প্রাপ্য আদায় করে। Lidepfu শস্য বপনের পূর্ব্বে অর্থাৎ Sakrengi গেনার পরে আপন প্রাপ্য আদায় করিয়া থাকে। Tsakro বা Lidepfu কখনও ইঁদুর, কাঠবিড়াল, কোন শিকারী পক্ষী অথবা পশু দ্বারা নিহত কোন জন্তুর মাংস ভক্ষণ করে না।

সামাজিক গেনা

যাহারা সঙ্গতি-সম্পন্ন তাহারাই সামাজিক গেনা সম্পাদন করিয়া থাকে। সচরাচর তিনটি গেনা 'খনমার' নাগারা সম্পাদন করে। গেনাগুলি পর্য্যায়ক্রমে করিতে হয় এবং প্রথমবার গেনাগুলি সম্পাদন করিলে বড় বড় সামাজিক গেনা করিবার অধিকারী হওয়া যায়।

(১) Kreghaghi—যাহার ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়াছে অথবা একশত বোঝার উপর ধান হইয়া জমিয়াছে সেই ব্যক্তি আপন ইচ্ছামত উক্ত গেনা সম্পাদন করিতে পারে। এই গেনা একবার মাত্র সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং উহাতে একটি গরু বলি দেওয়া হয় ও বন্ধু বান্ধবদিগকে ঐ মাংস দ্বারা প্রীতি-ভোজন করান হয়। কতক মাংস Zhero-এর জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। এই গেনা সম্পাদনকারী তাহার চুলে গিট দেয় না।

(২) Kinogha—এই গেনাতে একটি গরু বলি দিতে হয় এবং কেলের লোকদিগকে খাওয়াইতে হয়।

(৩) Pichipreje—এই গেনাতে ৪ জন Zhero কে খাওয়াইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী গেনা যাহারা করিয়াছে তাহারাই ৪টী বৃহৎ সামাজিক গেনার যথার্থ অধিকারী। এই গেনাগুলি সাধারণতঃ Terhengi অথবা Sekrengi গেনার সময় সম্পাদিত হইয়া থাকে।

(১) Thesa গেনা (খনমার দত্তনাম) Chesa (কহিমা নাগাদের ব্যবহৃত নাম) এই গেনাতে দুই ডুলি [১ ডুলি ২০ হইতে ৩০ মন পর্য্যন্ত] ধান আবশ্যক হয়। ৪টি ষাঁড় ও ২টি শূকর বলি দিতে হয়। কোন পোষাক পরিধানের আবশ্যক হয় না। যে উক্ত গেনা সম্পাদন করিয়াছে সে ব্যক্তি তাহার নিদর্শন-স্বরূপ একটি দ্বিখণ্ডিত বাঁশে খড় বিছাইয়া গৃহের এক কোণে

লাগাইয়া রাখে। এই পর্য্যায়ের দ্বিতীয় গেনা করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ দুইবার এই গেনা সম্পাদন করিতে হয়।

(২) Zhache (খনমা) = Zhacha (কহিমা) এই গেনাতে তিনডুলি ধান আবশ্যক হয়। ৮টী ষাঁড় ও ৪টী শূকর বলি দিতে হয়। এই গেনাতে পোষাক আবশ্যক হয়। এই গেনা দুইবার সম্পাদন করিতে হয়।

(৩) Lishe (খনমা) = Lichen (কহিমা) এই গেনাতে তিন ডুলি ধান আবশ্যক হয়। ১০টী ষাঁড় ও ৫টী শূকর বলি দিতে হয়। এই গেনা একবার মাত্র করিতে হয়। ধান ভানিবার সময় পোষাক পরিধান করিতে হয়। এই গেনা সম্পাদনকারী গৃহে Kika [+] cross লাগাইতে পারে।

এই গেনা সম্পাদন করিলে স্বামী স্ত্রী ভবিষ্যতে মুরগী খাইতে পরিবে না।

(৪) Ketseshe (খনমা) = Chisu (কহিমা)—পাথর-টানা গেনা। ৮ ডুলি ধান, ১২টী ষাঁড় ও ৮টী শূকর আবশ্যক হয়। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গেনা। এই গেনার নিদর্শন স্বরূপ গেনাকারী একখণ্ড বৃহৎ পাথর টানিয়া গ্রামের নীচে রাস্তার ধারে প্রকাশ্য স্থানে পুতিয়া রাখে। কেলের সমস্ত লোক কিম্বা কখন কখন গ্রামের সমস্ত যুবকেরা মিলিয়া পাথর টানিয়া থাকে। পাথর টানিতে টানিতে যুবকেরা সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে থাকে। ত্রিকোণাকার পাথর আঙ্গামীদেশেয় পথিপার্শ্বে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। লোটা এবং রেঙ্গমা জাতিরাও পাথর-টানা গেনা সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু লোটারা পাথর নিজ গৃহ প্রাঙ্গনে পুতিয়া রাখে। পথিপার্শ্বস্থ প্রস্তর গেনা সম্পাদনকারীর স্মৃতির নিদর্শন। Chisu গেনা সম্পাদনকারীকে Kemoro বলে; সে তাহার গৃহের চাল কাষ্ঠ দ্বারা ছাউনি দিয়া থাকে।

অসুখ বিসুখ হইলে অন্যান্য নাগাজাতির ন্যায় আঙ্গামীরাও নানাপ্রকার গেনা সম্পাদন করে। কোন গেনাতে মুরগী, কোন গেনাতে শূকর এবং কোন গেনাতে শুধু মুরগীর ডিম আবশ্যক হয়। যাহার শরীর অসুখের জন্য খুব দুর্ব্বল হয়, তাহার কল্যাণ কামনায় Terho-rogi গেনা করা হয়। উক্ত গেনাতে Zhivo একটি মুরগী বলি দেয়; উদ্দেশ্য—মুরগীর আত্মার সহিত ব্যারাম চলিয়া যাইবে। কোন কোন গেনাতে সিদ্ধ মুরগীর ডিম টুকরা টুকরা করিয়া পথিপার্শ্বে ছড়াইয়া দেওয়া হয়; উদ্দেশ্য—এই ডিমের সহিত ব্যারাম চলিয়া যাইবে। কখন কখন কাহারও অসুখের জন্য একটী শূকর কাটিয়া তাহার জিহ্বা, নাক, কান, লেজ এবং চারিটা পা গ্রামের রাস্তার পার্শ্বে ফেলিয়া রাখে। কহিমার আঙ্গামীরা বৃষ্টি আনিবার জন্যও গেনা করে; খনমার লোকেরা বৃষ্টি বন্ধ করিবার জন্য গেনা করিয়া থাকে। আবশ্যক মত বর্ষা না হইলে "কহিমা" গ্রামের লোকেরা যে গেনা করে তাহাকে Theza গেনা বলে। এই গেনা Putsa দ্বারা সম্পাদিত হয়। পূর্ব্ব বৎসর বর্ষাকালে যে Putsa এর আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে সে প্রত্যুষে বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রামের ঝরণাতে গমন করিয়া একটী নূতন লাউকে ঝরণার জল পূর্ণ করিয়া মৃত আত্মীয়ের কবর স্থানে গমন করে। ঐ জল একটী Chuse পাত্রে ঢালিতে ঢালিতে বলিতে থাকে "হে আকাশ আমার পিতা, হে পৃথিবী আমার মাতা, আমার উপর কৃপা কর এবং আমার জন্য তোমরা চক্ষের জল ফেল।" এই বলিয়া পাত্র হইতে দুইবার কবরে জল ঢালে। তখন হইতে ৫ দিবস দিন রাত্রি গৃহে বিছানায় থাকিবে এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করিবে না। এই পাঁচদিন মধু ব্যতীত কিছু খাইবে না। বাহিরে যাইতে হইলে মস্তক বস্ত্রাবৃত করিবে এবং পাদুকা পরিবে, যেন পদদ্বয় মৃত্তিকা স্পর্শ না করে। এরূপ কিম্বদন্তি

আছে যে একদা কহিমা গ্রামের কোন নাগা সমতল ক্ষেত্রে গমন করে এবং তথায় তাহার মৃত্যু ঘটে। সেখানে তাহার মৃতদেহের সৎকার না হওয়ার দরুণ নাগা পাহাড়ে অত্যন্ত অনাবৃষ্টি হয়। সংবাদ পাইয়া কহিমার নাগারা মৃতদেহ আনিতে গমন করে এবং শবসহ নাগাপাহাড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্রই বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়। মৃতদেহ গ্রামে নীত হইলে সকলেই মুখ এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয়। কেবল Putsa-রা নূতন উনান প্রস্তুত করিয়া খাদ্য সামগ্রী রন্ধন করে এবং তৎপরদিন অনাহারে থাকে। এজন্য বৃষ্টি আবশ্যক হইলে Putsa দ্বারা গেনা সম্পাদিত হয়।

Terhengi [তেরহেঙ্গি] Thero-God.

Ngi-Genna festival.

পুরাকালে Nerhema গ্রামের একটী বালিকা তাহার মাতার সহিত ক্ষেত্রে গমন করে এবং তথা হইতে ঘরে প্রত্যাগমন কালে ঈশ্বর বালিকাকে ধৃত করেন এবং তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন কিন্তু মাতার কাতর প্রার্থনায় সেদিনকার মত তিনি বালিকাকে ছাড়িয়া দেন। পরদিন আবার ঈশ্বর বালিকাকে ধৃত করেন এবং মাতার অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া বালিকাকে লইয়া পলায়ন করেন। বালিকা অনিন্দ্য সুন্দরী এবং সচ্চরিত্রা ছিল। মাতা বালিকাকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল। এক বৎসর পরে বালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিল এবং মাতাকে তাহার ঘর দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিল। মাতা কন্যার ঘরে গিয়া দেখিল সে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী। জামাতা শাশুড়ীকে ইচ্ছামত আহার করাইলেন। প্রাতে মাতা কন্যার ঘর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জামাতা শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কি চাহেন। তাহার সমস্তই গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল

কিন্তু এত বহন করিবার শক্তি তাহার ছিল না। জামাতাকে এ কথা সে জানাইল। কন্যা মাতাকে কিছুই নিতে পরামর্শ দিল না; একান্ত ইচ্ছা হইলে ছাদে যে একটি ক্ষুদ্র বাক্স ঝুলিতেছিল, তাহাই নিতে উপদেশ দিল। জামাতা শ্বাশুড়ীর প্রার্থনা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন কিন্তু অগত্যা তাহাকে ঐ বাক্স দিতে স্বীকৃত হইলেন, বাক্সের ভিতরে সমস্ত জাতীয় বন্য এবং গৃহপালিত জন্তুর সমাবেশ ছিল। জামাতা স্বাশুড়ীকে যাবার সময় বলিয়া দিলেন—পথে বাক্সটী যেন খোলা না হয়। মাতা পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃই বাক্সটী অধিকতর ভারী বলিয়া বোধ করিতে লাগিল ও অবশেষে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বাক্সটী খুলিয়া ফেলিল। বাক্স খুলিবামাত্র সমস্ত বন্য জন্তু বনে চলিয়া গেল। নাগারা বলে, যে সকল জন্তু বনে চলিয়া গেল সেইগুলি পুরুষদের পালিত জন্তু এবং যেগুলি বাক্সে রহিয়া গেল সেগুলি স্ত্রীলোকদের পালিত জন্তু। মাতা গৃহপালিত পশুগুলি পালিতে লাগিল; পশুগুলি সংখ্যায় ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত জামাতা এক বৎসর পরে শ্বাশুড়ীর ঘরে আসিয়া দেখিলেন যে বন্যপশু সকল বনে চলিয়া গিয়াছে। শ্বাশুড়ী তখন জামাতার উপদেশমত ষাঁড়, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগুলি জামাতার নামে উৎসর্গ করিয়া বলি প্রদান করিল। এই গেনা ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে ঈশ্বরের গেনা কহে। আঙ্গামীরা প্রতিবৎসর ধান ঘরে উঠাইয়া (after harvest) গেনা সম্পাদন করে। এই গেনা স্ত্রীলোকের, যেহেতু স্ত্রীলোক কর্ত্তৃকই এই গেনা প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

Sekrengi or Phueangi :—

Sekre—to purify } **Ngi—Genna**
Phusa—to purify }

অর্থাৎ শরীর পবিত্র করা। যেমন তেরেঙ্গি স্ত্রীলোকদের গেনা যাহার অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা পবিত্র হয় সেইরূপ Sekrengi পুরুষদের গেনা। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসের মধ্যে এই গেনা সম্পাদিত হয়।

পঞ্চায়েতি প্রথা

প্রত্যেক গ্রাম বিভিন্ন কেলে বিভক্ত। প্রত্যেক কেলেতে এক বা ততোধিক গাঁওবুড়া নিযুক্ত আছে। জেলার ডেপুটি কমিশনার কেলের অধিবাসীদের মত লইয়া উপযুক্ত লোককে গাঁওবুড়া নিযুক্ত করেন। গাঁওবুড়া সরকারী রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং তজ্জন্য সরকার হইতে সে কমিশন পায়। কেলের বৃদ্ধ লোকেদের সহিত পরামর্শ করিয়া গাঁওবুড়া গ্রামের সর্ব্বপ্রকার গোলযোগের মীমাংসা করে। আঙ্গামীরা বৃদ্ধদের কথা শুনে ও মানে; বিশেষতঃ সামাজিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বৃদ্ধদের মতই অগ্রগণ্য। অন্যায় করিলে গ্রাম্য পঞ্চায়েত নানাপ্রকার শাস্তিবিধান করিতে পারে। কেহ গেনার নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে জরিমানা দিতে হয়।

ম্যাজিক ও যাদুবিদ্যা

আঙ্গামীদের মধ্যে কেহ কেহ যাদুবিদ্যা জানে। যাদু বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অহিত সাধন করে। যদি কেহ গুরুতর অন্যায় করে তবে যাদুবিদ্যার প্রভাবে তাহাকে জরাগ্রস্ত করিতে, এমনকি মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে। যাদুকরেরা কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর জাঠি বিদ্ধ করে কিংবা লাউতে মুখের প্রতি-কৃতি অঙ্কিত করিয়া গেনা করে; তদ্দারা মৃত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে। কখন কখনও মাটির মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া তাহা কাষ্ঠ অথবা বাঁশ চোখা করিয়া তদ্দারা বিদ্ধ করে।

যাহার উদ্দেশ্যে এরূপ গেনা করা হয়, সে মারা যায় অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়। যে সকল লোক যাদুবিদ্যা জানে তাহাদিগকে Themma কহে। আঙ্গামীদের মধ্যে এমন স্ত্রী ও পুরুষ জন্মগ্রহণ করে যে তাহারা যেদিকে দৃষ্টিপাত করে (অনিচ্ছা পূর্ব্বক হইলেও) তাহাতে অনিষ্ট ঘটে। আঙ্গামীরা Lycanthrophyতে (অর্থাৎ যে বিদ্যার প্রভাবে মানুষ বাঘ হইতে পারে) বিশ্বাস করে। কিন্তু সেমারাই এই বিদ্যায় পটু।

অভিযান ও মস্তকচ্ছেদ

সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেন্ট নাগা পাহাড়ে আসিয়া পূর্ব্ব প্রচলিত সর্ব্বশ্রেণীর নাগাদের মধ্যে অভিযান এবং মস্তকচ্ছেদ প্রথা বন্ধ করেন। অদ্যাপি স্বাধীন সেমা জাতির মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান আছে। এক গ্রামের লোক অন্য কোন গ্রামের উপর অভিযানে গিয়া একজন দোভাষীকে ঐ গ্রামে পাঠায় এবং পরে কোন নির্দ্ধারিত দিনে উভয় পক্ষে সংগ্রাম হয়। সংগ্রামের ফলে উভয়পক্ষ নরমুণ্ড লইয়া নিজ নিজ গ্রামে গিয়া গেনা করে। সংগ্রামে বন্দীদের প্রতি আঙ্গামীরা পূর্ব্বে কখন কখনও অমানুষিক অত্যাচার করিত। কখনও বা নিরপরাধ বন্দীকে সাতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া বণ্টন করিত এবং গেনা করিত। কখনও বা বিশেষ সদয় হইয়া বন্দীকে চিরদাসত্বে নিযুক্ত করিত। এখনও কোন কোন গ্রামে দাসের বংশধর দেখিতে পাওয়া যায়। বিজেতারা পরাজিতদের নিকট হইতে ৩ বৎসর কর আদায় করিত।

নাগাদের গৃহের দেওয়ালে মানুষ, মিথুন, গরু, পক্ষী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জন্তুর মস্তক সুরক্ষিত থাকিতে দেখা যায়। তাহাদের নিকট এই সকল পরম গৌরবের সামগ্রী। উহারা এই সকল নিদর্শন সকলকে দেখাইয়া তাহারা যে কত নরহত্যা করিয়াছে, তাহার গৌরব করে।

আউচাকলামি গ্রামে এক গাওবুড়া আমাকে একটা ভালুকের মাথা এবং একটা জাঠি দেখাইয়া বলিয়াছিল যে ঐ জাঠি দ্বারা সে ভালুক হত্যা করিয়াছিল। মানুষ হত্যা করিতে পারিলে হত্যাকারী নানাপ্রকার মর্য্যাদা সূচক বস্ত্রালঙ্কার পরিধানে অধিকারী হইয়া থাকে। সেমারা মানুষ হত্যা করিলে শূকরের দাঁত পরিধান করিতে পারে। আঙ্গামীরা ঢাল অঙ্গে ধারণ করিতে পারে। লোটারা বিশেষ গৌরব-সূচক এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করিতে পারে। নাগাদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাসও প্রচলিত আছে যে মানুষ হত্যা করিলে সমাজ সমৃদ্ধ হয় এবং ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য জন্মে। তাহাদের বিশ্বাস কোন লোক মরিলে শয়তান বিদূরিত হয়। নাগাদের মধ্যে পূর্ব্বে এরূপ রীতি প্রচলিত ছিল যে হত ব্যক্তিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া এক এক টুকরা ধানের ডুলিতে রাখিয়া দিত এবং এক এক টুকরা বংশদণ্ডে বিদ্ধ করিয়া ক্ষেত্রের মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখিত। তাহাদের বিশ্বাস যে তাহাতে ফসল ভাল হইত। গ্রামে কোন মরক উপস্থিত হইলে তাহারা মানুষ হত্যা করিয়া মৃতব্যক্তির শব টুকরা টুকরা করিয়া গৃহ ও গ্রাম প্রান্তে পুতিয়া রাখিত। তাহাদের বিশ্বাস এইরূপ করিলে আর কদাপি গ্রামে মড়ক প্রবেশ করিবে না। গেনা উপলক্ষে যে সকল প্রাণী হত হয় তাহাদের মস্তক সাধারণতঃ কৃষিক্ষেত্রে রক্ষিত হয় কিন্তু শিকারে হত জন্তুদের মস্তক শিকারীর নিজ গৃহে গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ সংরক্ষিত হয়।

আউ-নাগারা শিকারে হত জন্তুর মস্তক মরং গৃহে রাখে।

যাহারা কোন নরহত্যা করিতে পারে নাই, তাহারা গেনার দিনে ভাল পোষাক পরিধান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় না। মেয়েরাও এইরূপ পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে চায় না।

কাজেই বিবাহের আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়াও আঙ্গামীদের মধ্যে অনেকে নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইত।

আকার, অবয়ব এবং পোষাক পরিচ্ছদ

সমস্ত নাগা জাতির মধ্যে আঙ্গামীরা দেখিতে দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ। তাহারা সাধারণতঃ ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা, কেহ কেহ ৬ ফুট পর্য্যন্ত হয়। উহারা খুব কষ্ট সহিষ্ণু ; প্রত্যহ ৩০।৪০ মাইল হিসাবে পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে পারে এবং বিশ সের বোঝা মস্তকে বহিয়া লইয়া যাইতে পারে। পুরুষদের মত অতটা না হইলেও স্ত্রীলোকেরাও কিছু পরিমাণে মোট বহিতে পারে। আঙ্গামীরা দেখিতে সুশ্রী ও তাহাদের কণ্ঠস্বর মধুর। নাসিকা অধিকাংশের আর্য্যদের ন্যায় উন্নত। কাহারও কাহারও নাসিকা চ্যাপ্টা। চক্ষু আয়ত, চক্ষুর রং কটা, চুল কাল ও লম্বা, শশ্রু-গুম্ফ প্রায়ই নাই ; মুখে সুন্দর শশ্রু গুম্ফ উহাদের কদাচিৎ দেখা যায়। যাহারা উচ্চ এবং ঠাণ্ডা পাহাড়ে বাস করে তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই গণ্ডস্থলে গোলাপী আভা প্রতীয়মান হয়। উহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং সর্ব্বদা গাত্র ধৌত করে। যাহারা নদীর ধারে বাস করে তাহারা সন্তরণ জানে এবং ডুব দিতে পারে। তাহাদের বক্ষস্থল, পদদ্বয় এবং ঘাড়ের মাংসপেশী খুব দৃঢ়, ওষ্ঠ কাহারও পাতলা, কাহারও পুরু। পুরুষেরা চুল লম্বা রাখে এবং মাথার মধ্যস্থলে লম্বা চুলের মোটা গুচ্ছ বাঁধিয়া রাখে। এখনও অনেকে একটি কাষ্ঠের উপর চুলের গুচ্ছ রাখিয়া দাও দ্বারা উহা কাটিয়া ফেলে, কেহ কেহ কাঁচি দ্বারা চুল কাটিয়া থাকে। ইহারা নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কার্পাস, লাল কাগজ, বস্ত্রখণ্ড অথবা ঘড়ির চাকা পরিধান করে। গলায় সকলেই মালা পরিধান করে। কদলী বীচির মালা অথবা ত্রিকোণাকার শঙ্খও গলায়

পরিধান করে। কেহ কেহ কাল কিংবা লাল গিল্টি করা বংশ বা বেত নির্ম্মিত মালা গলায় পরিধান করে। কেহ কেহ প্রকাণ্ড শঙ্খ ঘাড়ের পশ্চাৎ ভাগে ঝুলাইয়া রাখে, কখন কখন অবিবাহিত পুরুষের গলায় কার্পাসের মালা দেখা যায়, উহা সাধারণতঃ প্রণয়ী হুইতে উপহার প্রাপ্ত।

বাহুতে কেহ হাতীর দাঁত, কেহ বা মোটা পিতলের বালা পরিধান করে। জানুর নিম্নে কাল রং-এর বেতের আংটী বাঁধিয়া রাখে। কেহ বলে অলঙ্কার হিসাবে এই আংটী পরিধান করা হয়। কেহ বলে যে পর্ব্বতারোহণে ইহাতে সুবিধা হয়। আঙ্গামী পুরুষেরা কাল kilt পরিধান করে, উহার নিম্নে ৩।৪ শ্রেণী কড়ি গাথা থাকে। সাধারণতঃ যাহারা কোন অভিযানে সিপাহীদের সঙ্গে গিয়াছে শুধু তাহারাই কড়ি গাঁথা kilt পরিধান করে। উক্ত কাপড়ের তুই পার্শ্বে লাল এবং হলদে রংএর রেখা থাকে। উক্ত বস্ত্র কটিদেশে একটি কাপড়ের বেল্ট দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং ঐ বেল্টে টাকা পয়সা রাখিবার বন্দোবস্ত থাকে। কখন কখন ঐ বেল্ট বেশ প্রশস্ত করা হয়। বর্ষাকালে উহারা পত্র নির্ম্মিত টুপি এবং বর্ষাতি কাপড় ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকের কাপড় সাধারণতঃ সবুজ বর্ণের হয়, কখনও বা কাল পাড় বিশিষ্ট সাদা বস্ত্র। একটি কাপড় আস্তীন বিহীন ক্রসের ন্যায় বক্ষস্থলকে তুই দিকে আবৃত করিয়া পৃষ্টদেশে আবদ্ধ থাকে। আর একটি কাপড় কটিদেশে মেখলার মত পরিহিত হয়। অবিবাহিত বালিকাদের চুল ক্ষুর দ্বারা চাছিয়া ফেলা হয় কিংবা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা পশ্চাতে খোপা বাঁধিয়া থাকে এবং কোন অলঙ্কার মস্তকে পরিধান করে না। কোন কোন আঙ্গামী স্ত্রীলোকেরা পিতলের আংটী কর্ণে পরিধান করিয়া উহার সহিত সুতা দ্বারা চুল বাঁধিয়া রাখে।

আঙ্গামী স্ত্রীলোকেরা কখনও কড়ি পরিধান করে না। তাহারা বাহুতে পিতলের বলয় এবং মণিবন্ধেও পিতলের বলয় পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের মত শঙ্খের মণি পরিধান করে, কর্ণে কোন অলঙ্কার পরিধান করে না। কেহ কেহ পিতলের আংটী চুল রচনার জন্য পরিধান করে।

বালিকারা এবং যুবতীরা সন্তানাদি না হওয়া পর্য্যন্ত সাদা শঙ্খ পরিধান করে। সন্তান হওয়ার পর সাদা শঙ্খ খুলিয়া ফেলে। কোন গেনা উপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা লাল বর্ণের ছাগলের চুল কর্ণে পরিধান করে এবং হাতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলয় পরিধান করে—ইহাতে কাহারও কাহারও হাত ফুলিয়া যায়। যে পুরুষ মানুষ হত্যা করিয়াছে গেনা উপলক্ষে সে ভালুকের চর্ম্ম নির্ম্মিত টুপি পরিধান করে এবং পাখীর পালক টুপির দুই দিকে শিং-এর ন্যায় বাঁধিয়া দেয়। যাহারা মানুষ হত্যা করিতে পারে নাই তাহারা পালকের পরিবর্ত্তে কাগজ ব্যবহার করে।

কর্ণে ১½ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট তারকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট উজ্জ্বল রংএর কাষ্ঠফলক পরিধান করে, কর্ণাভরণের নিম্নদিকে শূকরের হাড় সংলগ্ন থাকে এবং উহা বেত দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, গলায় বিশেষ কোন আবরণ থাকে না। বক্ষস্থলের পোষাক গলদেশ হইতে লম্বিত থাকে। হংস ডিম্বাকৃতি একখণ্ড কাষ্ঠফলক গলা হইতে বক্ষঃস্থলে ঝুলাইয়া রাখে এবং কাষ্ঠফলকের মাঝে মাঝে চুল এবং চুলের অগ্রভাগে কড়ি গ্রথিত থাকে; এবং ঐ ফলকের মাঝে মাঝে উজ্জ্বল শ্বেত প্রস্তর ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

উহারা জাঠি, ঢাল এবং দা ব্যবহার করে। ঢালগুলি গণ্ডার, হস্তী কিংবা মহিষের চর্ম্মে প্রস্তুত। তীর, ধনুক প্রচলিত নাই।

উহারা পশ্চাৎভাগে বংশনির্ম্মিত লাঙ্গুলবৎ দ্রব্য পরিধান করে এবং উহা মানুষ অথবা ছাগলের চুল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে।

নাগা জাতি

সমস্ত নাগা জাতির মধ্যে আঙ্গামীরা বুদ্ধিমান। উহারা অতি সহজে অনুকরণ করিতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ অনুকরণ প্রিয় নয়। প্রয়োজন হইলে তাহারা শপথ করিতে কিংবা মিথ্যা কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় না। উহারা কোন বিষয় অতিরঞ্জিত করিতেও বিলক্ষণ পটু। আঙ্গামীরা রাজভক্ত এবং বিশ্বাসী, উহারা অতিথিবৎসল, রসিক, এবং সঙ্গীত প্রিয়। উহাদের অধিকাংশ সঙ্গীতই শিকার এবং প্রেম বিষয়ক। মৃত্যকে উহারা সর্ব্বদা ভীতির চক্ষে দেখে এবং তাহাদের সুখ সম্পদের মধ্যে মৃত্যুর ছায়া যে মিশিয়া রহিয়াছে, সেটা তাহারা অনুভব করে। কোন যুবতী হয়ত করুণ স্বরে গাহিতেছে "আমাদের বিবাহের পর আমাদের চুল লম্বা হইবে; কিন্তু যখন লম্বা হইবে, তখন আমরা বৃদ্ধ হইয়া পড়িব।"

আঙ্গামীদের মধ্যে মরং গৃহ নাই। কোন ধনী ব্যক্তির গৃহে সম্মুখের প্রকোষ্ঠে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বৃহৎ মাচাঙ্গ থাকে, উহাতে যুবকেরা রাত্রি যাপন করে—ইহাকে ডেকাচাঙ্গ বা মরং কহে।

শপথ

আঙ্গামীদের মধ্যে শপথ প্রথা খুব প্রচলিত। উভয় পক্ষের শপথ লইয়া গোলযোগ হয় এবং পরে মীমাংসাও হয়। ইহা খুব সাধারণ ব্যাপার। শপথের পর মিথ্যা কথা বলিলে তাহাদের মৃত্যু; অন্ততঃ অমঙ্গল ঘটিবে—তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস। শপথকালীন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তি নিজ তর্জ্জনী কিংবা একখণ্ড কাষ্ঠ দন্ত মধ্যে স্পৃষ্ট করে এবং লম্বা বেনীতে গিট দেয়।

সময় বিশেষে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কেলের সকলের পক্ষ হইয়া শপথ করে। মিথ্যা শপথ করার দরুণ সমস্ত কেল এবং শপথকারীর উপর যে দৈব আক্রমণ হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত তাহাদের মধ্যে খুব সাধারণ।

আঙ্গামীরা নিম্নলিখিতরূপে শপথ ব্যক্ত করে। শপথকারী বলিতে থাকে, "যদি আমি মিথ্যা কথা বলি তবে যেন পৃথিবী এবং আকাশের মধ্যস্থিত অন্য মানুষের ন্যায় আমি বর্দ্ধিত না হই, আমি যেন ধ্বংস প্রাপ্ত হই, যেন আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই।"

কখনও একটি মুরগীর মাথা এক পক্ষ এবং তাহার পদদ্বয় অপর পক্ষ টানিয়া ধরিয়া শপথ করে, শপথ ভাঙ্গিলে, তাহাদের অবস্থা যেন এই মুরগীর ন্যায় হয়। কখনও একটি জাঠি কিংবা ব্যাঘ্রের দন্ত লইয়া শপথ করে—শপথ ভাঙ্গিলে শপথকারী যেন এইরূপ অস্ত্রেরই উপর পড়ে অথবা ব্যাঘ্রের হাতে পড়ে।

আঙ্গামীরা ভবিষ্যতের জন্য শপথ করিতে অনিচ্ছুক। তাহারা কখন কখন শপথ প্রত্যাহারও করে। অনেক সময় শপথকালে এরূপ বলিয়া থাকে যে আবশ্যক হইলে নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে শপথ উঠাইয়া লইবে এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ টাকা, ধান ইত্যাদি দিবে। কাহারও শপথের পরে সেই কেলেতে কোন অমঙ্গল ঘটিলে সে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করিয়াছে মনে করিয়া তাহাকে গ্রাম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

কোন কোন অপরাধের বিচার

কোন ব্যক্তি কোন বালিকার উপর বল প্রয়োগ করিলে বালিকার জ্ঞাতিবর্গ তাহাকে প্রহার করে এবং তিন মাসের জন্য গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দেয়। কোন গরীব চোর অপহৃত দ্রব্যের ৭ গুণ মূল্য দিতে না পারিলে তাহাকে তাহার জ্ঞাতিবর্গ এবং যাহার জিনিষ অপহরণ করিয়াছে তাহার জ্ঞাতিবর্গ উহাকে খুব প্রহার করে এবং তাহাকে সকলে Kerungu অর্থাৎ চোর বলিয়া ডাকে। এরূপ সম্বোধন তাহাদের সমাজে মৃত্যু তুল্য। হত্যাকারীকে তাহারা অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। হত্যাকারীকে আঙ্গামীরা

Themu কহে। Themu কে ৭ বৎসরের জন্য গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়; এবং তাহার জমি অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়। হত্যাকারী কেবল অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র প্রাপ্ত হয়। এরূপ ব্যক্তি ৭ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিলেও তাহার বংশধরগণ ও আত্মীয় স্বজনগণ তাহাকে লইয়া পংক্তি ভোজন করে না।

শুভাশুভ লক্ষণ

আঙ্গামীদের মতে ক্ষুদ্র রামধনু উদয় হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ, গ্রামে অগ্নির ভয় প্রভৃতি নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটে। পথিপার্শ্বে বামদিক হইতে পাখীর শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে অশুভ এবং দক্ষিণ দিক হইতে হইলে শুভ; রাস্তাতে হরিণ দেখিলে শুভ, পশ্চাতে ব্যাঘ্র অশুভ।

আঙ্গামীদের মধ্যে কোন কোন স্ত্রীলোক ভান করিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকে; তখন তাহাদিগকে প্রশ্ন করিলে তাহারা ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারে। ইহাদিগকে তেরহুলি (Therhule) বলে।

আঙ্গামীদের মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্নে ভূত, ভবিষ্যৎ দেখিতে পায়, তখন তাহারা লোকের ভালমন্দ বলিয়া দিতে পারে। এই জন্য পারিশ্রমিকও লইয়া থাকে। আঙ্গামীদের বিশ্বাস, যদি কেহ তাহার স্বপ্নে কোন লোককে সম্পূর্ণ নূতন বস্ত্র পরিহিত দেখে, তবে ঐ ব্যক্তি সত্বর মারা যাইবে।

মাউথানা ও মেম্মি নাগা

মাউথানা নাগা পাহাড় ও মণিপুর রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত এবং মণিপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। মাউথানার উপর দিয়া মণিপুর ডিমাপুর কার্ট রোড (D. M. C. Road) চলিয়া গিয়াছে। মাউথানা কার্ট রোডের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত; এই স্থান ডিমাপুর হইতে ৬৭ মাইল দূরে এবং এইস্থান হইতে মণিপুব ৬৭ মাইল দূরে অবস্থিত। ডিমাপুর হইতে মাউথানায় যাইতে হইলে কহিমা হইয়া যাইতে হয়; ইহা কহিমা হইতে ২২½ মাইল দূরে। ডিমাপুর মণিপুর কার্ট লাইনের উপর মাউ-পাহাড় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ—প্রায় ৬ হাজার ফিট উচ্চ হইবে। উহা নাগা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ জাপু পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী। এরূপ মনোরম স্থান নাগা পাহাড়ে বিরল। চতুর্দ্দিকে শত শত পার্ব্বত্য ঝরণা তর তর বেগে ছুটিয়াছে। পাহাড় 'গাত্রে বাঙ্গালা'র উপরিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসমাচ্ছন্ন নিবিড় বন, আশ্রমের ন্যায় উপলব্ধি হয়। বহু নিম্নে রাজমার্গ,—তাহার অপর পার্শ্বে বৃহৎ নাগাগ্রাম, একটি বৃহৎ হাটের ন্যায় দেখায়। এখানে মণিপুর রাজ্যের একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি প্রাইমারী স্কুল ও একটি ডাকঘর আছে। পথিকদিগের থাকিবার গৃহ ও তাহাদের সুবিধার জন্য ২।৩ খানা দোকান আছে। সন্ধ্যার পর অসংখ্য গরুর গাড়ী চলিতে থাকে। গাড়োয়ানদের "ভি" 'ভি' শব্দে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া যায়, উপর হইতে মনে হয় যেন হাট ভাঙ্গিবার পর অসংখ্য নৌকা আলো জ্বালিয়া নানাদিকে ছুটিয়াছে।

মাউথানার নাগাদিগকে 'মেম্মি' নাগা বলে। মণিপুরীরা উহাদিগকে 'মাউ' বলিয়া থাকে। আঙ্গামীরা উহাদিগকে

'সুপোমা' এবং খজোমাবাসী নাগারা উহাদিগকে 'মুনো' বলে। খজমা মাউথানা হইতে দুই মাইল দূরে—উহা নাগাহিলের অন্তর্গত।

মেমিনাগার উৎপত্তি :— মেমিরা বলে তাহার 'পিপুষা' নামক 'থাঙ্কুল' নাগা গ্রাম হইতে আসিয়াছে। তাহারা 'কেথেকুয়ার' বংশধর। 'কেথেকুয়া' ও তাহার স্ত্রী, দৈত্য ব্যাঘ্র ও মানুষের পূর্ব্বপুরুষ। কেথেকুয়া ও তাহার স্ত্রী তাহাদের তিনটি সন্তান দৈত্য, ব্যাঘ্র ও মানুষকে সঙ্গে লইয়া, পিপুষা হইতে সেক্রেমাতে আসে। সেক্রেমাতে পৌঁছিয়া কিয়দ্দূরে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপিত করিয়া তিন সন্তানকে এক সঙ্গে উক্ত প্রস্তর স্পর্শ করিতে আদেশ করে এবং বলে, যে সর্বপ্রথমে উক্ত প্রস্তর স্পর্শ করিবে সেই লোকালয় বাসের অধিকার পাইবে। ব্যাঘ্র সর্বাগ্রে প্রস্তর স্পর্শ করিলেও, মানুষ দ্বিতীয়বারের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হয় এবং দ্বিতীয়বার তীর নিক্ষেপে সর্বাগ্রে সে প্রস্তর স্পর্শ করে। পিতামাতা মানুষকেই জয়ী সাব্যস্ত করেন এবং লোকালয়ে বাসের অনুমতি দেন এবং ব্যাঘ্রকে অরণ্যবাসের আদেশ করেন। দৈত্য স্বেচ্ছায় জঙ্গলে যায়। কিয়দ্দূর গমন করিলে দৈত্য ফিরিয়া আসে এবং মানুষকে জিজ্ঞাসা করে 'লঙ্কা' কাঁচা খাইবে, না রন্ধন করিয়া খাইবে? মানুষ উত্তর করিল, তাহার ইচ্ছামত খাইতে পারে; নাগারা বলে দৈত্যকে এই প্রকার আদেশ দেওয়ার নিমিত্ত তাহাদের বিশ্বাস যে মরণের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই নতুবা সকলেই পরিণত বয়সে মরিত। 'মারমের' নিকটবর্ত্তী 'পিনায়মা' গ্রামে অনেক বৃহৎ বৃহৎ স্তূপ আছে; কেহ কেহ বলে 'মেমি' জাতি ঐ সকল পাথরের স্তূপ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

জাতি বিভাগ :—মেমি জাতি প্রধানতঃ দুই শাখায় বিভক্ত—'চেক্রিমা' ও 'চেভোমা'। 'চেক্রিমা' ও 'চেভোমা' নামে দুই

ভাইয়ের বংশ হইতে দুই শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। উভয় ভ্রাতা এক পিতার ঔরসে বিভিন্ন মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। বড় ভ্রাতার বংশকে 'চেক্রিমা' এবং ছোট ভ্রাতার বংশকে 'চেভোমা' শাখা কহে। উভয় বংশে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। কাল-ক্রমে এক শাখার মধ্যেও বিবাহ কার্য্যাদি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। মেমিরা এক শাখার মধ্যে বিবাহ অকল্যাণকর মনে করে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ বিবাহে দম্পতি কদাপি সুখী হয় না। সন্ততির অকাল মৃত্যু ঘটে এবং গৃহে দরিদ্রতা বিরাজ করে। এই অন্ত-বিবাহ প্রচলিত হইয়া এক স্বতন্ত্র বংশ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বংশের লোকদিগকে 'চেরিচিমো' শাখা কহে। চিরিচিমো'দের সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত আছে। 'চেক্রিমা' ও 'চেভোমা' শাখার সহিত 'চেরিচিমো' শাখার বিবাহ কার্য্য প্রচলিত নাই। 'চেরিচিমো' শাখার সহিত অন্য নাগা জাতির সম্পর্কাদিও চলিত আছে। 'চেরিচিমোদের' এক গ্রামের স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইতে পারে না। প্রবাদ আছে 'চরিচিমো'রা পূর্বে ভবিষ্যত বলিতে পারিত এবং জন্মগ্রহণের সময় হইতে উহারা যাদুবিদ্যা জানিত। পূর্ণিমার পর যাদুবিদ্যা ২।৩ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তখন অন্য কোন লোকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে—কেহ নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যধিগ্রস্ত হয়, কেহ বা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যেক মাসের নির্দিষ্ট দিনে আক্রান্ত হয়। এই যাদুবিদ্যা 'চেরিচিমো' শাখার স্ত্রী পুরুষও প্রাপ্ত হয়। তাহারা বলে অনেক সময় এই যাদুবিদ্যার উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকে না, তাহাদের অনিচ্ছাসত্বেও উহা অন্য লোকের অনিষ্ট উৎপাদন করে। কোন লোক মালা পরিধান করিয়া থাকিলে তাহাদের দৃষ্টি শক্তিতে মালা ছিঁড়িয়া ভূতলে পতিত হয়, তখন উক্ত ব্যক্তির উপর উহাদের যাদুমন্ত্রের কোন প্রভাব থাকে

না। 'চেক্রিমা' ও 'চিভোমা শাখার সহিত অন্য নাগা জাতির বিবাহ হইয়া অন্য এক স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহাকে 'মেচিনা' কহে। 'চেক্রিমা' ও চিভোমা শাখা 'চেরিচিমো' ও মেচিনা শাখার লোকদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে।

বিবাহ পদ্ধতি :— যুবকদের ২০।২২ বৎসর বয়সে এবং বালিকাদের ১৬।১৭ বৎসর বয়সে বিবাহ ঘটিয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক যুবতীর প্রণয় সঞ্চার হয় এবং তাহারা স্বচ্ছন্দে বিহার করে। পরস্পর পরস্পরের মনোনীত হইলে আপন আপন পিতা মাতাকে বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। একাধিক বিবাহের রীতি নাই। কাহারও দুইটী স্ত্রী থাকিতে পারে। কিন্তু দুই ভগিনীকে একসঙ্গে বিবাহ করা যায় না। স্ত্রী মরিলে তাহার ছোট ভগিনীকে এবং স্বামী মরিলে তাহার ছোট ভাইকে বিবাহ করা যাইতে পারে। স্ত্রীর বড় ভগিনী এবং স্বামীর বড় ভাইকে বিবাহ করা যায় না। অবিবাহিত যুবক যুবতীরা পৃথক পৃথক গৃহে শয়ন করে। যুবকেরা ডেকাচাঙ্গে এবং যুবতীরা 'রাঙ্গুলীচাঙ্গে' রাত্রি যাপন করে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা পিতা মাতার সঙ্গে থাকে। আউদের ন্যায় মিমিদের যুবকদের জন্য পৃথক মরং কিংবা যুবতীদের জন্য 'রাঙ্গুলীচাঙ্গ' নাই। কোন কোন মিমিনাগা গৃহের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রকোষ্ঠে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বৃহৎ 'মাচাঙ্গ' আছে। উহা 'ডেকাচাঙ্গ' বা রাঙ্গুলীচাঙ্গ' স্বরূপ যুবক যুবতী কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে পৃথক 'মাচাঙ্গে' যুবক যুবতীরা রাত্রি যাপন করে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ 'মাচাঙ্গে যুবকেরা শয়ন করে এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন মাচাঙ্গে যুবতীরা শয়ন করে। যুবতীর সম্মতি ঘটিলে যুবকের পিতা এবং পিতৃহীন হইলে যুবক নিজে তাহার খেলবাসী (সমাজভুক্ত বা পাড়াবাসী) কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে, বিবাহের প্রস্তাব করিয়া যুবতীর পিতার নিকটে

পাঠায়। যুবতীর পিতার অভিপ্রায় থাকিলে, যুবক যুবতী উভয়ে স্বপ্ন চিন্তা করিয়া থাকে। স্বপ্নে ব্যাঘ্র, ধান্য ও জল দর্শন কল্যাণকর এবং মৃতদেহ ও শূকর দৃষ্ট হইলে অমঙ্গল ঘটে। উভয়ের স্বপ্ন শুভজনক হইলে, বিবাহের পণ ধার্য্য হয়। মিথুন, গরু, শূকর, ধান, মালা এবং শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি যৌতুক সামগ্রী। যুবতীর পিতা যাহা পাইবে, যুবকের পিতাকে তাহার অর্দ্ধেক অন্ততঃ যৌতুক স্বরূপ দিতে হইবে। যৌতুক ধার্য্যের পর বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়। বিবাহের দিন যুককের মাতা দুইখানা কোদালী সঙ্গে দিয়া আপন ছেলের সেই ঘটকী বৃদ্ধা স্ত্রী লোককে কন্যা আহ্বানে প্রেরণ করে। কোদালী দুইখানা কন্যার মাতাকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হয়। কন্যার সহিত অপর কোন লোক আসিবার নিয়ম নাই। কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বরের গৃহে আগমন করতঃ বরকন্যাকে এক এক খণ্ড কদলীপত্র প্রদান করে। বরকন্যা কদলী পত্রের বাটী প্রস্তুত করে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বরকন্যাকে কদলী পত্রের বাটিতে বরের গৃহে প্রস্তুত মধু ঢালিয়া দেয়। বরকন্যা মধুর বাটী পরিবর্ত্তন করে এবং না খাইয়া ফেলিয়া দেয়। বিবাহ দিনে বরের খেলের যুবতীরা বরের গৃহে আগমন করে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা ৭ জনের কম কিংবা বেশী হইবে। মেমিদের মতে ৭ জন অমঙ্গল জনক। যুবতীরা কন্যাগৃহ হইতে আনীত মধু পান করে। কন্যা আসিবার কালে তাহার 'খাঙে' (টুকরী বিশেষ) করিয়া লাউ, মধু, কয়েক সের চাউল ও আপন বস্ত্রাদি লইয়া আসে। কন্যা বরের গৃহে আহার করে। সেই রাত্রে সমাগতা যুবতীদের মধ্যে একজন কন্যার সহিত বরের গৃহে রজনী যাপন করে। সেই রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বর 'ডেকাচাঙ্গে' শয়ন করে, তারপর নিঃশব্দে নিজগৃহে প্রবেশ করিয়া উক্ত যুবতীকে জাগ্রত করে এবং তাহাকে আপনার গৃহে রাখিয়া আসে। যুবতীকে

রাখিয়া আসিয়া বর নিজ গৃহের সম্মুখে গোলমাল আরম্ভ করে। গোলমাল শুনিয়া কন্যা ব্যতীত গৃহের অন্যান্য সকলে গৃহ হইতে পলায়ন করে। তারপর বর গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যার সহিত শয়ন করে এবং পুনরায় রাত্রিতেই 'ডেকাচাঙ্গে' চলিয়া যায়। বর চলিয়া গেলে, অন্যান্যেরা গৃহে গিয়া রাত্রি যাপন করে। পরদিন প্রাতে বরকন্যা বিভিন্ন ঝরণাতে স্নান করে এবং কন্যার সহিত পূর্ব্বোক্ত যুবতী গমন করিয়া থাকে। সেদিন রাত্রে এবং তৃতীয় দিনে বর কন্যার সাক্ষাত ঘটে না। কন্যা বরের পিতার গৃহে এবং বর তাহার বন্ধুর গৃহে বাস করিয়া থাকে। তৃতীয় দিনে বর তিনটি প্রস্তরের ইট (ঢেলা) ও ২।৩ খানা কাঠের চামচ লোকদ্বারা স্বীয় গৃহে পাঠাইয়া দেয়। চতুর্থ দিন প্রাতে বরকন্যা আপন গৃহে যায় এবং কন্যা উক্ত তিনটি প্রস্তরের ইটের উপর নূতন বাসনে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া উভয়ে একসঙ্গে আহার করে। ঐ দিন তাহারা কার্য্যে গমন করে না, একত্র রাত্রি যাপন করে। পরদিন বরকন্যা একত্রে ক্ষেত্রে গমন করে এবং গৃহ হইতে নীত মধু, মাংস, ভাত একত্রে পান ও আহার করে এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সত্বর গৃহে ফিরিয়া যায়। সংগৃহীত কাষ্ঠদ্বারা ঐ দিন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিরা থাকে। ইহাই মিমিদের বিবাহ রীতি। বিবাহের কিছুদিন পরে কন্যা পিতৃগৃহে গমন করে এবং তথা হইতে দুই কলসী মধু ও ১০০ টুকরা শূকরের মাংস লইয়া স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বর শ্বশুর ও বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রীতিভোজন করায়।

বিবাহের পরবর্ত্তী 'সেলেহনি' ও 'চিতেহনি' গেনার (পূজা বা উৎসব) দিন বন্ধুরা নববিবাহিত বরকে মদ ও মাংস উপহার দেয়। গেনার পরদিন বর কন্যা কন্যার পিতৃগৃহে গমন করে, সেখানে ভোজনাদি করিয়া বর কয়েকখণ্ড মাংস এবং কন্যা এক

কলসী মধু লইয়া গৃহে ফিরিয়া থাকে এবং তাহাদের সঙ্গে কন্যার সঙ্গিনীরা খাদ্য সামগ্রী লইয়া আসে। একদিকে বরের বন্ধুরা কোদালী সঙ্গে লইয়া বরের গৃহে আসে এবং কোদালীগুলি কন্যার সঙ্গিনীদিগকে উপহার দিয়া থাকে ও সকলে একত্রে পান ভোজন করে। নবদম্পতির প্রথম সন্তান জন্মিলে পর স্ত্রী শিশুকে লইয়া আপন পিতৃগৃহে যায় এবং স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকে শিশুকে দেখিয়া এক একটা মুরগী উপহার দেয়। সংগ্রহীতা মুরগীগুলি একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং প্রত্যহ একটা করিয়া খায়। কোন মুরগী পালাইয়া গেলে শিশুর অকল্যাণ ঘটে,·মিমিদের এরূপ বিশ্বাস। পূর্বোক্ত নিয়ম অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের বিবাহে সর্বদা প্রতিপালিত হয়। যদি কোন পুরুষ এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন অবিবাহিতা বালিকার পানি গ্রহণ করে, তাহা হইলেও উপরোক্ত নিয়ম প্রতিপালিত হয়।

বিধবা স্ত্রীলোক স্বামীর আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। অন্যথা তাহার স্বামীর প্রদত্ত যৌতুক পাইবে না। বিধবার পুনর্বিবাহে ব্যয় সংক্ষেপ করা হয়। ইহাতেও স্বপ্ন ও যৌতুকের ব্যবস্থা আছে। বিবাহের রাত্রে দম্পতি একত্রে শয়ন করে। বিবাহের পরদিন নব দম্পতি ক্ষেত্রে গমন করে এবং কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনে। স্ত্রীর পিতা এবং আত্মীয়েরা কোন খাদ্য সামগ্রী দেয় না এবং স্বামীর বন্ধুরাও কোদালী উপহার দেয় না।

ইচ্ছা করিলেই স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। বিবাহের এক সপ্তাহের মধ্যে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিলে সে স্বামী প্রদত্ত যৌতুক সামগ্রী পাইবে না। স্ত্রী অন্য পুরুষগামিনী হইলে স্বামী স্ত্রীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে এবং কোন দ্রব্য স্ত্রী লইতে পারিবে না। স্ত্রীর

বিনা দোষে স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলে প্রথমা স্ত্রীকে একটা গরু ও এক 'ডুলি' ধান ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিবে। প্রথমা স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সম্মতিক্রমে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা যায় কিন্তু পূর্বোক্ত ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।

মিমি গ্রাম ও গৃহ :—নাগা গ্রাম মাত্রই সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ, এ সকল অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে কিংবা গিরিগাত্রে অবস্থিত। 'আঙ্গামী' ও 'মিমি' গ্রাম এবং গৃহ দেখিতে এক প্রকার। গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ প্রবেশ দ্বার—উহা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করা যায়। প্রত্যেক গ্রাম ছোট ছোট খেল ও পাড়ায় বিভক্ত। প্রত্যেক খেলের চতুর্দ্দিকে অনুচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশদ্বার। কোন বৃহৎ গ্রামে অজ্ঞাত লোক প্রবেশ করিলে শীঘ্র বাহির হইতে পারিবে না—একই রকম গৃহ, এক রকম পথ—নির্গমনের রাস্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'ভিসমা' এবং 'কহিমা' গ্রামে উহা উপলব্ধি করিয়াছি। গৃহ খড় এবং বাঁশ নির্ম্মিত এবং দু'চাল বিশিষ্ট। গৃহে দুইটি প্রবেশ দ্বার—সম্মুখের দ্বার বৃহৎ, পশ্চাতের দ্বার ছোট। প্রত্যেক নাগাগৃহের প্রান্তদিক সম্মুখীন ভাবে অবস্থিত। গৃহের সম্মুখ দ্বারে মৃত্তিকা হইতে চালের ৩৪ হাত উপর পর্য্যন্ত দুইটা চিত্রিত বৃহৎ কাষ্ঠফলক পরস্পর ক্রস ভাবে চালের সহিত সংবদ্ধ হইয়াছে। এ সকলকে (Kikha) 'কিখা' কহে। ধনী ব্যক্তিদের গৃহের কিখা অত্যন্ত জমকাল। দূর হইতে 'কিখা' দেখিয়া অধিবাসীর অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। মিমিদের মধ্যে মাউথানার (Kapani) কাপানি নাগা সর্বাপেক্ষা ধনী। তাহার গৃহের সম্মুখে প্রস্তর নির্ম্মিত একটী চতুষ্কোণ রিজার্ভার (Reserve Tank) আছে, বহু দূরের ঝরণা হইতে নল সংযোগে উহাতে জল আসিয়া থাকে। গ্রামের লোকদিগের সুবিধার জন্য কাপানি এই Reserve Tank প্রস্তুত করিয়াছে;

নাগাদের মধ্যেও সাধু দৃষ্টান্ত বেশ পাওয়া যায়। গৃহের সম্মুখের দেওয়ালের উপর চাল ৩।৪ হস্ত বাহির হইয়া থাকার দরুণ সম্মুখে একটি বারান্দার মত আছে। সম্মুখস্থ বারান্দায় বাঁশের মাচাঙ্‌ আছে—স্ত্রী পুরুষেরা তাহাতে বসিয়া মধু পান করে। অধিকাংশ গৃহের দেওয়াল কাষ্ঠ নির্মিত। কোন কোন দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে বাঁশের দেওয়াল আছে। গৃহের সম্মুখস্থ দেওয়ালে মানুষ, গরু, মিথুন, ব্যাঘ্র এবং নানাবিধ পক্ষীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে ; এবং তাহাতে মিথুন, গরু প্রভৃতির শৃঙ্গ ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক গৃহ তিনটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে ধান্য, গৃহপালিত পশু, মিথুন, গরু, শূকর, মুরগী ও কুকুর প্রভৃতি থাকে। মিথুন সচরাচর জঙ্গলে থাকে। নির্দ্দিষ্ট দিনে মিথুনকে লবণ খাইতে দেয় এবং গৃহস্বামী আহ্বান করিলে মিথুন বাড়ীতে আসে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ শয়ন ও রন্ধনের জন্য নির্দ্ধারিত আছে। উক্ত প্রকোষ্ঠে দিবারাত্র ২৪ ঘণ্টা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে—তাহাতে রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় ; অগ্নির পার্শ্বে বৃহৎ একখণ্ড কাষ্ঠাসনে তাহারা নিদ্রা যায়। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র গৃহস্থালীর তৈজসপত্র থাকে। বিবাহ করিবার পরেই নাগারা পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করে।

ধর্ম্ম বিশ্বাস :—মেমিদের বিশ্বাস পরম কারুণিক মঙ্গলময়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান এক ঈশ্বর আছেন। তাঁহাকে তাহারা 'রকো' কহে। তিনি কোথায় থাকেন, তাহারা ঠিক বলিতে পারে না, তাহাদের বিশ্বাস তিনি আকাশে থাকেন। তাহাদের মতে আরও ছোট ছোট ঈশ্বর ও দৈত্য (spirits) আছে। ঐ প্রকার ঈশ্বরকে 'উরোমা' এবং দৈত্যকে 'মেমা' কহে। 'উরোমা' জঙ্গলে থাকে এবং লোকের কল্যাণ, অকল্যাণ সংঘটন করে। 'মেমা' সর্ব্বদা লোকের অহিত সাধন করে এবং কল্পিত নির্দ্দিষ্ট অশুভস্থানে অবস্থান করে। 'মেমা' অপরাহ্ন হইতে রাত্রি দুই প্রহরের পূর্ব্ব

পর্য্যন্ত লোকের অহিত করিতে পারে। কোন ব্যক্তি কৃষিক্ষেত্র কিংবা জঙ্গল হইতে পীড়িত হইয়া গৃহে ফিরিলে, তাহাদের বিশ্বাস, 'উরোমা' তাহার শরীরে অধিষ্ঠান করিয়াছে। 'উরোমার' অধিষ্ঠিত স্থানে পূজা দেওয়ার বিধি আছে, তাহার পূজা ব্যতীত পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিতে পারে না। মেমিদের ধর্ম্ম-যাজক অধিষ্ঠিত স্থানে একটি মোরগ ছাড়িয়া দিবে কিংবা একটি ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দিবে। কেহ কেহ সেখানে একটি জাঠি পুতিয়া রাখে। যে মোরগ ছাড়িয়া দিবে তাহা কেহ খাইবে না, তাহাদের বিশ্বাস খাইলে সে লোক পাগল হইবে। ধর্ম্ম-যাজক দক্ষিণা স্বরূপ ধান প্রাপ্ত হয়।

গেনা ও ধর্ম্মযাজক

ইহারা প্রত্যেক গেনাতে 'রকো' ও 'উরোমা'র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ একজন গেনাবুড়া বা ধর্ম্মযাজক থাকে। মেমিরা তাহাকে 'মেভো' কহে। 'মেভো' গেনার দিন ধার্য্য করিয়া সকলকে বলিয়া দিবে। কোন্ কোন্ দিন গ্রামের সকলে কাজ করিবে না 'মেভো' তাহাও জানাইবে। গেনার দিনে মিথুন কিংবা গরু কাটিলে তাহার একটি পা সর্ব্বপ্রথমে 'মেভোকে' দিবে। মৃগয়া লব্ধ পশুর একটি পা সর্ব্বদা 'মেভো' প্রাপ্ত হয়। 'মেভো' ব্যতীত মেমিদের আর একজন ধর্ম্মযাজক আছে, তাহাকে 'আরু' কহে। পুরাকালে 'আরু' সর্বপ্রথমে ক্ষেত্রে ধান বপন ও কর্ত্তন করিয়াছিল। 'আরু' এবং মেভো পদবী উভয়ই বংশগত। মেভো প্রত্যেক গ্রামে একজন আছে এবং 'আরু' প্রত্যেক ১৫ খানি গ্রামের উপর একজন আছে। এখনও 'আরু' তাহার অধীন গ্রাম সমুদয়ের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে ধান বপন ও কর্ত্তন করে। 'আরু' তাহার

প্রত্যেক যজমানের নিকট হইতে বৎসরে একখাণ্ড্ ধান এবং গেনাতে উৎসর্গীকৃত মিথুন কিংবা গরুর সম্মুখের একটি পদ প্রাপ্ত হয়।

মেমিরা মৃত আত্মীয় স্বজনের উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর যে গেনা (শ্রাদ্ধ) করে তাহাকে 'ক্রা' কহে। প্রতি বৎসর যে সকল আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, বৎসরান্তে তাহাদের উদেশ্যে গেনা করে। কোন ব্যক্তি অপুত্রক মরিলে কাহাকেও ব্যাঘ্র হত্যা করিলে, কেহ বৃক্ষ হইতে পড়িয়া অথবা জলে ডুবিয়া মরিলে, কিংবা কোন স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবকালীন মরিলে, তাহাদের উদ্দেশ্যে কোন গেনা করিবার প্রথা নাই। 'ক্রা' গেনা 'আরু' কিংবা মেভো দ্বারা সম্পাদিত হয় না। উহা গ্রামের কোন বৃদ্ধ লোক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ লোকটি ধান, কনিধান, ভূট্টা, নাগাকলাই প্রভৃতি লইয়া মৃত ব্যক্তির সমাধিস্থানে গমন করে। প্রদত্ত সামগ্রীর অর্দ্ধেক মৃত ব্যক্তির সমাধি পার্শ্বস্থ মৃত্তিকাতে পুতিয়া রাখে। অর্দ্ধাংশ তাহার নিজের প্রাপ্য। 'ক্রা' গেনার দিনে একটি কলার পাতে ত্রিশ টুকরা গো মাংশ, অন্ন, লবণ এবং অপর একখানা কলার পাতে মধু মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গৃহের বাহিরে রাখিয়া দেয়।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারী:— স্থাবর সম্পত্তি,—কৃষি ক্ষেত্র ও বাঁশবন; অস্থাবর সম্পত্তি—মিথুন, গরু, শূকর, দা, জাঠি এবং বস্ত্রাদি। পিতার সম্পত্তি পুত্রগণ প্রাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র অপেক্ষাকৃত বেশী প্রাপ্ত হয় এবং অন্যান্য পুত্রেরা তুল্যাংশে পায়। পুত্রদের বিবাহের সময়েই পিতা পুত্রদিগকে জমি ও অস্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রদান করে। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃগৃহ এবং পিতার পরিত্যক্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষিক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। পিতার মৃত্যুর পর কন্যাগণ ধান এবং পিতার পরিত্যক্ত গৃহপালিত

পশুর ভাগ প্রাপ্ত হয়—কিন্তু জমির ভাগ প্রাপ্ত হয় না। বিবাহের সময়ে পিতা কন্যাকে অবস্থানুযায়ী ধান, মিথুন, গরু, শূকর এবং স্বোপার্জ্জিত ভূমি সম্পত্তির অংশ যৌতুক স্বরূপ দান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের সম্পত্তি তাহার পুত্রকন্যাগণ তুল্যাংশে প্রাপ্ত হয়। সন্তান না থাকিলে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি তাহার পিতার ওয়ারিশেরা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে পুত্রসন্তান না থাকিলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার সহোদর ভ্রাতারা, ভ্রাতাদের অবর্তমানে তাহাদের পুত্রেরা প্রাপ্ত হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র না থাকিলে নিকটবর্ত্তী জ্ঞাতিরা সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কন্যা সন্তান মৃত ব্যক্তির স্বোপার্জ্জিত ভূমি সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় কিন্তু পিতার ওয়ারিশী ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয় না।

কৃষি ও উৎপন্ন পণ্য :— মেমিরা অন্যান্য নাগাজাতির ন্যায় কৃষিজীবী। অধিকাংশ মেমিই গরীব ; নিজেদের ক্ষেত্র নাই। ধনী প্রতিবেশীদের নিকট হইতে কৃষিক্ষেত্র ধার করিয়া লয়,—উৎপন্ন শস্যের কতকাংশ ক্ষেত্রপতিরা প্রাপ্ত হয়। ইহারা ধান, ভুট্টা, ডাল, কচু, লঙ্কা, কুমড়া প্রভৃতি শস্য ও নানা তরিতরকারির চাষ করিয়া থাকে। মাউথানার কোন কোন নাগা কপির চাষ করিয়া কহিমা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করে।

খাদ্য বিচার :— ব্যাঘ্র, ঘোড়া, সাপ, সজারু, বিড়াল, গৃহস্থিত ইঁদুর ব্যতীত যাবতীয় পশু পক্ষীর মাংস ইহারা আহার করে। যুবকেরা শকুনির মাংস খাইতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা ছাগল, ভল্লুক ও বন্য বিড়ালের মাংস খায় না।

মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা :— মেমিরা গ্রামের ভিতরে মৃত্তিকাতে মৃতদেহ পুতিয়া রাখে। যে সকল লোক যুদ্ধে প্রাণ হারায় তাহাদের মৃতদেহ নানাবিধ সাজসজ্জায় ভূষিত করে এবং কবর স্থানে জাঠি ইত্যাদি পুতিয়া রাখে। কাহাকেও ব্যাঘ্রে

মারিলে তাহার মৃতদেহ খড় দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বাগানের ভিতরে পুতিয়া রাখে। তাহার মৃতদেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হয় না এবং যাহারা মৃতদেহের অনুগমন করে তাহারা ক্রন্দন করে না এবং তাহাতে কোন প্রকার সমারোহ প্রদর্শিত হয় না। প্রসবকালীন কিম্বা প্রসবের পরই কোন স্ত্রীলোকের মৃত্যু ঘটিলে তাহার মৃতদেহ মহাসমারোহে গ্রামের ভিতরে পুতিয়া রাখে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৫ দিনের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার শব গৃহে পুতিয়া রাখে।

লোটা (Lhota)

লোটা নাগারা তাহাদিগকে kyong (কিয়ং) বলে।

অবস্থান :—আঙ্গামী ও রেঙ্‌মা দেশের উত্তর পূর্বদিকে ইহাদের অবস্থান। সেমা দেশ উহাদের পূর্বদিকে ও আউদেশ তাহাদের উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত।

জাতি বিভাগ :—লোটারা সাধারণতঃ দুইটা ভাগে বিভক্ত; যথা (১) Liya (লীয়ে)—যাহারা দয়াং নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ; (২) Ndreng (উন্দ্রাং) যাহারা দয়াং নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থান করে। তাহাদের শ্রেণী বিভাগ নদীর তীরবর্ত্তী অবস্থানের উপর নির্ভর করে। নতুবা তাহাদের আচার ব্যবহারে অতি সামান্য বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যাহারা দয়াং নদীর উত্তরে সমতল ভূভাগের দিকে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত গরম স্থানে বসতি করে তাহাদিগকে 'লীয়ে' এবং যাহারা দয়াং নদীর দক্ষিণে ঠাণ্ডাস্থানে অবস্থান করে তাহাদিগকে উন্দ্রাং বলে।

লোটারা শান্ত স্বভাব, কৌশলী কিন্তু কলহপ্রিয়। তাহারা শিকারী, নির্ভীক এবং যুদ্ধপ্রিয়। নাগাদের মধ্যে লোটারা অপেক্ষাকৃত কম কুসংস্কারাপন্ন।

লোটা পুরুষ :—আউদের মত অধিকাংশই খর্বাকৃতি; গৌরবর্ণ এবং দৃঢ় পেশী বিশিষ্ট। ইহারা আউ ও সেমাদের মত চুল কাটিয়া থাকে। ইহাদের পরিধানে আউদের মত নেংটী। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের গাত্রবস্ত্র ইহাদের বিশেষত্ব ব্যঞ্জক। উহা অন্য নাগাজাতি হইতে তাহাদিগের পার্থক্য সূচনা করে। দূর হইতে 'আউগৃহ' দেখিয়া অধিবাসীদের পদমর্যাদা এবং ঐশ্বর্য্যের পরিমান নির্ণয় করা যায়। তদনুরূপ লোটা পুরুষের গাত্রবস্ত্র এবং লোটা স্ত্রীর মেখলা

দেখিয়া সমাজে তাহাদের স্থান নির্ণয় করা যায়। ইহারা গলায় শূকরের দাঁত এবং বাহুতে হাতীর দাঁত অনন্তের ন্যায় পরিধান করে। যাহারা যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়াছে, তাহারা গলায় ২টা শূকরের দাঁত, অন্যথা ১টা পরিধান করে। লীয়ে লোটারা কর্ণে ২টা এবং উন্দ্রং লোটারা কর্ণে ৩।৪টি ছিদ্র করে। সেই ছিদ্রে কাপাস পরিধান করে। লোটা স্ত্রীলোক দেখিতে আউদের মত সুন্দরী নহে, কিন্তু উহারা বলিষ্ঠা। উহাদের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কেহ কেহ তপ্ত কাঞ্চনাভ। পরিধানে মেখলা কটিদেশ হইতে জানুর উপর পর্য্যন্ত লম্বিত; উহাকে তাহারা 'সিপাউ' কহে। বক্ষঃস্থল অনাবৃত। বাহুতে দস্তা নির্ম্মিত মোটা মোটা বলয় এবং মণিবন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিতলের বলয়। গলায় শঙ্খমণি ও লালমণি পরিধান করে। লোটা স্ত্রীলোকেরা বেশী মণি পরিধান করে না। প্রত্যেক কর্ণে ২টী ছিদ্র। উপরের কর্ণরন্ধ্রে ছাগলের চুল নির্ম্মিত 'ফুল' এবং নিম্ন রন্ধ্রে সূতা দ্বারা কড়ি বাঁধিয়া রাখে। কুমারীরা কড়ি পরিধান করে। বিবাহিত স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধেরা কড়ির পরিবর্ত্তে কাষ্ঠফলক গুঁজিয়া রাখে। সূতিকাগৃহে বালিকাদের ৫ম এবং বালকদের ৬ষ্ঠ দিবসে কর্ণভেদ করা হয়।

বিবাহ পদ্ধতি:—বর ও কন্যার পিতা মাতা বিবাহ প্রস্তাব করে। পিতামাতা কন্যার নিকট বিবাহ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। বর সঙ্গীগণ সহ কন্যার পিতৃগৃহে রজনীতে গমন করে। কন্যার পিতা মাতা উক্ত পাত্রে কন্যা সমর্পণের অভিপ্রায় থাকিলে তাহাদিগকে কাষ্ঠাসনে বসিতে দিবে, নতুবা মৃত্তিকাতে বসিতে দিবে। মধু এবং আহারীয় দ্রব্য দ্বারা উহাদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করান হয়। বর গৃহে ফিরিবার কালে মশাল চাহিলে, বিবাহে অনভিমত থাকিলে, শুধু তাহাকে কাষ্ঠ দিবে কিন্তু অগ্নি জ্বালিতে দিবে না। এই সকল কার্য্য পরিদর্শনের

পর তাহারা বিবাহের মতামত বুঝিবে। বিবাহে কন্যার পিতামাতা সম্মত হইলে, বর বিবাহের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত বাক্‌দত্তা কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থান করে। সেখানে তাহাদের যাবতীয় কাজকর্ম্ম করে এবং তথায় আহারাদি সম্পন্ন করে ও মরং গৃহে রজনী যাপন করে। ইত্যবসরে বিবাহের পণের টাকা যথাশক্তি দেয়। এইরূপে যতদিন কন্যা বয়স্থা না হয়, ততদিন তাহারা পিতৃগৃহে অবস্থান করে। কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে, বর কন্যার পিতামাতার অনুমতি লইয়া আপনার নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করে। গৃহ নির্ম্মিত হইলে বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে বরের পিতামাতা ও স্বজাতীয় পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা একটি বৃহৎ শূকর সমভিব্যাহারে কন্যার পিতৃগৃহে গমন করে। শূকর কাটিয়া সেখানে প্রীতি ভোজন করান হয়। তৎপর কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বরের নূতন গৃহে যাত্রা করে। কন্যার সহিত কেবল তাহার স্বজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা যাইতে পারে। সকলে শোভাযাত্রার মত করিয়া যাইবে। সর্বপ্রথমে কন্যার স্বজাতীয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ও পুরুষ, তৎপরে কন্যা এবং বর, তৎপরে বরের স্বজাতীয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রী ও পুরুষ এবং তৎপরে অন্যান্য সকলে এক শ্রেণী হইয়া মৃদু গতিতে চলিতে থাকিবে। চলিতে চলিতে কেহ হোঁচট খাইলে অমঙ্গল হয়। কন্যার মালপত্র কন্যার স্বগোত্রীয়া এক যুবতী বহন করিয়া নেয়। বরের গৃহে প্রীতিভোজন এবং সঙ্গীতাদি হয়। স্ত্রীলোকেরা একস্থানে এবং পুরুষেরা অন্যস্থানে একই গৃহে রাত্রি যাপন করে। কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে আপন গৃহে যাইতে পারে। পরদিন সায়ংকালে এক বৃদ্ধ, বরকন্যার সম্মুখে একটী মুরগী কাটিয়া ধরিবে। মৃত মুরগীর মল মৃত্তিকায় স্থাপিত পাত্রের মধ্যস্থলে পড়িলে বিবাহ শুভ হইয়া থাকে, তাহাদের এরূপ ধারণা। বর-কন্যা পত্রদ্বারা পাত্র প্রস্তুত করতঃ

মধু পান করে, একের পানাবশেষ মধু অন্যকে পান করিতে দেওয়া হয়। তৃতীয় দিন সায়ংকালে গ্রামের প্রান্তে কোন ফলবান বৃক্ষের নীচে গ্রামের বৃদ্ধেরা ১টী শূকর ও ১টী মুরগীর ডিম্ব উৎসর্গীকৃত করিয়া পূজা দেয়। একস্থানে ৯ টুকরা ও একস্থানে ১০ টুকরা মাংস রাখে। অবশিষ্ট মাংস লইয়া সকলে গৃহে ফিরে। বর কন্যা ব্যতীত সকলে মধু ও মাংস পান ও আহার করে। বর কন্যা একত্রে রজনী যাপন করে। লোটাদের বিবাহের পূর্ব সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বঙ্গদেশীয় ঘর জামাইদের ন্যায় শ্বশুর গৃহে বাস করিতে হয়। স্ত্রী পরপুরুষগামিনী হইলে স্বামী বিবাহের যাবতীয় খরচ ও জরিমানা বাবদ ৫০ টাকা আদায় করে। প্রথমতঃ যাহার সহিত গর্হিত ব্যবহার করে, তাহার নিকট হইতে অর্থ আদায় করে— তদ্দারা পরিশোধিত না হইলে কন্যার পিতার নিকট হইতে বাকী টাকা আদায় করে। স্বামী পরস্ত্রী গমন করিলে স্ত্রী বিবাহের খরচ প্রাপ্ত হয় না।

লোটাদের মধ্যে একাধিক বিবাহের নিয়ম আছে। কেহ ২টি হইতে ৬।৭টি পর্য্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। লোটাদের বিবাহে ব্যয় আছে ; তাই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরাই অবস্থানুসারে একাধিক পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহার স্ত্রী অধিক সে আপনাকে সুখী বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। সর্ব্বদাই একটি প্রসিদ্ধ "গেনা" সম্পাদন কালে লোটা পুরুষ একটি করিয়া নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। লোটা বালিকার সাধারণতঃ ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পণ কন্যাপক্ষ ৪০ হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত আদায় করে। ধনী ব্যক্তির মেয়ের বিবাহের পণ অত্যন্ত বেশী। পিতৃমাতৃহীনা দরিদ্রা বালিকার বিবাহের পণ ৪০।৫০ টাকার বেশী হয় না। বিবাহের পণের টাকা করারি মিয়াদে বরপক্ষ হইতে আদায় করা হয়। এমন কি অনেক সময়, দশ

বৎসরে পণের টাকা আদায় করা হয়। সুদীর্ঘ চুক্তির মিয়াদ পত্নীর ভবিষ্যৎ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। যদি পত্নী সদ্ব্যবহার না করে তবে পণের টাকা পরিশোধ করা হয় না। বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথা আছে। লোটারা অল্প বয়সে মেয়েদের অমতে বিবাহ দেয় বলিয়া যৌবনে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

লোটা স্ত্রীলোক অপ্রকাশ্য ভাবে একাধিক পুরুষ সহবাস করে। গোপনে অপর পুরুষের সহিত অভিগমন করে। যতক্ষণ স্বামী বিপথগামিনী স্ত্রীকে প্রকৃতভাবে ধৃত করিতে না পারে, ততক্ষণ ইহা জানিলেও স্ত্রীকে শাসন করিতে পারে না। পরোক্ষে স্ত্রীর প্রণয়ী স্বামীর ক্ষেত্র কর্ষণ করে। অধিকাংশ সুন্দরী স্ত্রীলোকের চরিত্রই নাকি নিন্দনীয়।

পরিচ্ছদঃ— পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে লোটাদের গাত্র বস্ত্র দ্বারা তাহাদের পদ গৌরব নির্ণয় করা যায়। লোটা পুরুষেরা ৩টি লাল সমান্তরাল ডোরা বিশিষ্ট সবুজ শ্বেত বর্ণের লেংটি পরিধান করে। তাহাদের লেংটি 'আউ'দের ন্যায়। লোটারা বিভিন্ন প্রকারের গাত্রবস্ত্র পরিধান করে।

(১) সিনিমুখী—গাঢ় সবুজ বা শ্বেত বর্ণের বস্ত্র। যাহারা কোন পূজা করে নাই তাহারাই এই বস্ত্র পরিধান করে। সাধারণ গরীব স্ত্রী পুরুষেরাই এই গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করে।

(২) সিতাম ঃ— পর্য্যায় ক্রমে শ্বেত ও সবুজ বর্ণের বস্ত্র। উহা ও দরিদ্র লোকেরা ব্যবহার করে।

(৩) সিপাঙ্ ঃ—সবুজ বর্ণের বস্ত্র—উজ্জ্বল ও গাঢ় সবুজ বর্ণের প্রশস্ত ডোরা বিশিষ্ট। এই কাপড় কেবল স্ত্রী লোকেরা মেখলা স্বরূপ ব্যবহার করে। এই জন্য সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মেখলাকে সিপাঙ্ কহে।

(৪) ছিনিকু ঃ— কালবর্ণের কাপড়। ১ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট;

৪টি করিয়া লাল সমান্তরাল ডোরা দুইদিকে অবস্থিত। 'এতা' গেনা সম্পাদনকারী এই বস্ত্র ব্যবহার করিবে।

(৫) 'পাঙ্ বাঙ্ :— বস্ত্র ছিনিকুর ন্যায় ; কিন্তু ডোরা ½ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট।

(৬) লুঙ্ পেন সে :— কাল বর্ণের বস্ত্র। উভয়দিকে প্রথমতঃ ৩টি সরু নীল সমান্তরাল ডোরা, তৎপর ১টি করিয়া অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত নীল ডোরা এবং মধ্যভাগে ৩টি প্রশস্ত নীল ডোরা। 'ওজেজাতাকসু' গেনা সম্পাদনকারী ব্যক্তি এই কাপড় পরিধানের অধিকারী। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার গেনা সম্পাদন করিয়াছে তাহার কাপড়ের ৩টির পরিবর্ত্তে ৪টি সরু ডোরা থাকে।

(৭) 'রুকিছে' Rokissn—মানুষ কাটিলে পুরুষেরা এই বস্ত্র ব্যবহারের অধিকারী হয়। কালবর্ণের বস্ত্র ; একদিকে ৫টি অন্যদিকে ৬টি সমান্তরাল ডোরা এবং ভিতরে মানুষ এবং মিথুনের মস্তক অঙ্কিত থাকে। উহা বীরত্ব ব্যঞ্জক—পরিধানকারী ইহাতে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করে। এই বস্ত্র 'লীয়ে' নাগাদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। 'আউ' ও 'মিরিয়া' বর্ত্তমানে এই কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

(৮) 'চুমথেচে'—কালবর্ণের বস্ত্র। উভয়দিকে অপ্রশস্ত লাল ডোরা এবং মধ্যভাগে সবুজ ডোরা বিশিষ্ট। 'মিশাঙ্' গেনা করিলে এই কাপড় পরিধান করিতে হয়।

(৯) 'ওপবাম্'—লাল কাল মিশ্রিত চেক্ কাপড়। লীয়ে নাগাদের স্ত্রীলোকেরা এই কাপড় ব্যবহার করে।

(১০) চারকসে বা লরুছে :— কাল বর্ণের বস্ত্র ; লাল ও সবুজ ডোরা বিশিষ্ট চেক্ কাপড়ের ন্যায়। অবিবাহিতা যুবতীরা এই কাপড় পরিধান করে এবং বিবাহ উৎসবে বালিকারাও এই কাপড় ব্যবহার করিতে পারে।

(লর=রাঙ্গুলী (অবিবাহিতা যুবতী) উছে=কাপড় ; লরুছে=রাঙ্গুলী কাপড়)।

গেনা ও ধর্ম্মযাজক :— লোটাদের গেনার সংখ্যা অতি কম এবং প্রণালী খুব সরল। নিম্নলিখিত গেনাগুলি ধনী ব্যক্তিরা সম্পাদন করিয়া থাকে।

(১) সিসাঙ্—একদিন ব্যাপী পূজা। উহাতে একটি শূকর বলি দিতে হয়।

(২) ওজে—তিনদিন ব্যাপী পূজা। অবস্থানুযায়ী তিনদিন শূকর কাটিতে হয়।

(৩) এথা—বারদিন ব্যাপী পূজা। শূকর ও গরু বলি দিতে হয়। কেহ কেহ ৩০।৪০টী শূকর ও ১৫।২০টি গরু কাটিয়া থাকে। বারদিন পর্য্যন্ত লোকদিগকে প্রীতি ভোজ দেওয়া হয়। 'সিসাঙ্' 'ওজে' ও 'এথা' এই ৩টি গেনা সম্পাদনকারী লোককে 'এথাসু' Ethasu কহে। সে ছিমুকু নামক বস্ত্র পরিধান করে। 'এথা' গেনার পর Siratso (ছিরো) গেনা সম্পাদন করা হয়। প্রথম বৎসর একটি মিথুন কাটা হয়। পর বৎসর ১৫ দিন ব্যাপী পূজা বা উৎসব। উহাতে ক্ষমতানুযায়ী মিথুন, গরু ও শূকর বলি হয় এবং সমস্ত লোককে ১৫ দিন পর্য্যন্ত খাওয়ান হয়।

উক্ত গেনার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ গেনা সম্পাদনকারীর গৃহের সম্মুখে প্রস্তর প্রোথিত হইয়া থাকে। এ জন্য উহাকে 'ওজেতাকসু' (Wozhetikshu) অর্থাৎ পাথর টানা গেনা বলে। আঙ্গামী নাগাদের মধ্যেও এই গেনা প্রচলিত আছে; কিন্তু আঙ্গামীরা পথিপার্শ্বে প্রস্তর প্রোথিত করিয়া রাখে। এই গেনা সম্পাদনকারী "লুঙ্পেনসে" নামক বস্ত্র পরিধান করে।

ইহাই সর্ব্বশেষ গেনা। ইহার পর সুখী ব্যক্তিরা আরও গেনা করিতে চাহিলে তাহারা "ছরুসানতাছঃ" নামক গেনা

সম্পাদন করিতে পারে। এই গেনাতে প্রথম বৎসর দুইটি মিথুন কাটিতে হয়; পরবৎসর এই গেনাতে ২৫ দিন ব্যাপী উৎসব হয়। ইচ্ছানুসারে অবস্থামত শূকর, গরু ও মিথুন কাটিয়া লোকদিগকে অপর্য্যাপ্ত ভোজন করান হয়। এই গেনাতেও পাথর টানিবার ব্যবস্থা আছে। ধনী ব্যক্তিরা যতবার ইচ্ছা এই গেনা করিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গেনাগুলি একবারের বেশী করিতে পারে না। এই গেনাতেও পাথর টানিয়া গৃহের সম্মুখ ভাগে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে। এই গেনাকে 'লীয়ে' বা 'এসিস্' এবং 'উন্দ্রং' বা 'সিসাম' কহে। এই গেনা সম্পাদনকারী সর্ব্বপ্রকারের বস্ত্র পরিধান করিতে পারে। তাহার ব্যবহৃত "লঙপেনস্বে" নামক বস্ত্রে চারিটি জোড়া থাকিবে। গ্রামে গেনা সম্পাদিত হইলে যাহারা ইতিপূর্ব্বে গেনা করিয়াছে তাহারা আহারাদি ব্যতীত মাংসের ভাগও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যাহারা কোনদিন গেনা করে নাই, তাহারা কেবল প্রীতি ভোজন করিতে পারে। উহা পেনসনের ন্যায়; যে ব্যক্তি যত গেনা করিয়াছে তাহার ভাগ তত বেশী। এইরূপে গেনার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়।

লোটারা একেশ্বরবাদী। একই ঈশ্বর সমস্ত জগৎ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরকে উহারা 'Pacho' কহে। বৃহৎ বৃহৎ গেনাতে উহারা ঈশ্বরেরই নাম গান করিয়া থাকে। লোটাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পর আত্মা মৃত্তিকাতে চলিয়া যায়। লোটা অঞ্চলে একটি স্থান আছে। উহাকে তাহারা "কিয়ি" বা মৃতের পাহাড় বলে। লোটাদের সমস্ত মৃত আত্মা ঐ স্থানে অবস্থান করে। তাহাদের মতে মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বেই মানুষের আত্মা "কিয়ী" পাহাড়ে চলিয়া যায়। "কিয়ি" পাহাড়ে একটি জলাশয় আছে, উহার জল অত্যন্ত শীতল। নাগারা উক্ত জল লইয়া আপন আপন মৃত্যুকাল পরীক্ষা করে। হস্তের উপর

জল লইয়া বসিয়া থাকে, যদি কতক্ষণ পরে জল হস্তের ভিতর দিয়া নিম্নে পতিত হয়, তবে ঐ ব্যক্তি এক বৎসরের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইবে। সর্ব্বদাই লোটারা "কিয়ি" পাহাড়ে মৃত্যুকালে পরীক্ষার্থ সমবেত হইয়া থাকে। 'কিয়ি' উখা পাহাড়ের এক স্থানে অবস্থিত। পাহাড়ের মধ্যে একস্থানে একটি বৃহৎ ছিদ্র আছে। মানুষের আত্মা উক্ত রন্ধ্র পথে ভিতরে প্রবেশ করে; তৎপরে আত্মার কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা লোটারা বলিতে পারে না।

গ্রামের গেনা বুড়াকে (ধর্ম্মযাজক পুরোহিত) তাহারা 'পুটী' কহে। উহা সেমাদের Seon এর ন্যায় এক জাতীয় লোকদের মধ্যে বৃদ্ধ লোকই সেই জাতির পুরোহিতের কার্য্য করে। তাহাকেই 'পুটী' কহে। এরূপ জনশ্রুতি আছে 'ওখা' পাহাড়ে একটি 'গর্ত্ত' আছে,—উক্ত 'গর্ত্তে' সর্ব্বপ্রকার মানুষের ও জীবজন্তুর আলেখ্য চিত্রিত আছে এবং নানাপ্রকার অব্যক্ত লেখাও অঙ্কিত রহিয়াছে। 'নিহরি' (Nihori) গ্রামের এক ব্যক্তি মাত্র উক্ত স্থান দেখিয়াছে। এক্ষণে সে উক্ত স্থানের পথ ভুলিয়া গিয়াছে। বহু অনুসন্ধান করিয়াও খুঁজিয়া পায় না।

'Ratsin' (রাচেন) এক জাতীয় বৈদ্য। লোটা অঞ্চলে কোন কোন গ্রামে বাস করে। উহারা লোকের মঙ্গল পরীক্ষা করে। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন উহাদের বাড়ীতে গমন করিয়া রোগীর ভালমন্দ জানিয়া আসে। উহারা রোগীর চিকিৎসাও করে। উহাদের প্রতি লোটাদের অটল বিশ্বাস।

খাদ্য-দ্রব্য :— লোটারা বাঘ ও সাপ ব্যতীত সকল জীব জন্তুর মাংস খাইয়া থাকে। বৃদ্ধেরা কেবল ধনেশ ও ওয়াং পাখীর মাংস খায়। অতি বৃদ্ধেরা বৃহৎ অজগরের মাংসও খায়। স্ত্রীলোকেরা ব্যাঘ্র-ভুক্ত জীব-জন্তুর মাংস খায় না। নাগাদের মধ্যে লোটারাই দয়াং নদী হইতে সর্ব্বদা মাছ ধরিয়া খায়।

কৃষিকার্য্য ও শস্যাদি :— ভুট্টা, ধান, কার্পাস, কচু, লঙ্কা, এলাচ, নাগাতামাক প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য। বড় এলাচি ও কার্পাস লোটা অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাগা পাহাড়ে লৌহজাত জিনিষাদি 'রেঙ্‌মাদের' পর 'লোটারা' প্রস্তুত করে। লোটাদের বস্ত্র বয়ন প্রণালী খুব ভাল।

মৃত দেহের ব্যবস্থা :— লোটাদের কবর মৃত ব্যক্তির জীবিত কালের স্মরণীয় কার্য্য সমূহের ইতিহাস। লোটারা 'সেমা'দের ন্যায় মৃতদেহ গৃহ প্রাঙ্গনে পুতিয়া রাখে। ৬।৭ দিনের শিশুদের মৃতদেহ গৃহাভ্যন্তরে পুতিয়া রাখে। যে দিন মৃত্যু ঘটে সেই দিনই মৃতদেহ মৃত্তিকাগর্ভে পুতিয়া রাখে। তখন একটি শূকর বলি দেয়। যাহারা মৃতদেহ সৎকারে যোগ দেয় তাহারা সকলেই মৃত ব্যক্তির গৃহে ভোজন করে। ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ২টি শূকর ও একটি গরু কাটে। কোন মৃত ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় ব্যাঘ্র মারিলে তাহার মৃত্যুর পরই একটি কুকুর মারিতে হয়। তাহাদের বিশ্বাস ব্যাঘ্রের প্রেতাত্মা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার অপেক্ষায় পথের ধারে বসিয়া থাকে। ব্যাঘ্রের প্রেতাত্মা ও কুকুরের প্রেতাত্মায় যুদ্ধ বাঁধে, এই অবসরে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা চলিয়া যায়। কোন ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় ভল্লুক মারিলে তাহার কবর স্থানে খড় নির্ম্মিত ভল্লুক রাখিয়া দেওয়া হয়। কেহ বৃহৎ সর্প মারিলে কবরে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বৃহৎ সর্প স্থাপিত করে। কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে যুদ্ধে মানুষের মাথা কাটিলে কবর স্থানে তত সংখ্যক লাউ ঝুলাইয়া রাখে সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এদেশে আসিবার পূর্ব্বে লোটা ও সেমাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহাদি সংঘটিত হইত। তখন কোন ব্যক্তি সেমাদের মিথুন কাটিয়া থাকিলে কবর স্থানে কাষ্ঠ নির্ম্মিত মিথুনের শিং রাখিয়া দিত। লোকে বুঝিবে ঐ ব্যক্তি কখনও সেমাদের মিথুন কাটিয়াছে। কোন ধনী ব্যক্তি বৃহৎ বৃহৎ গেনাতে যে অসংখ্য

মিথুন কাটিয়াছে তাহার চিহ্নস্বরূপ মৃত্যুর পর তাহার কবর স্থানে মিথুনের মাথাগুলি বাঁশের মাছাতে ঝুলাইয়া রাখে। যে সকল ব্যক্তি গেনা করিয়াছে তাহাদের কবর স্থানে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মিত হয়। যে ব্যক্তি পাথর টানা গেনা করে নাই অথচ মিথুন কাটিয়াছে তাহার কবর স্থানে মৃত্তিকার উপরে মিথুনের মাথা ফেলিয়া রাখে।

"Sesho" (সিসো) উহা আউদের "আপথিয়া"। যাহাদের অনৈসর্গিক কারণে মৃত্যু ঘটে উহাদিগকে 'সিসে' কহে। উক্ত গৃহের অন্য লোকেরা গৃহ ও সমস্ত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করতঃ গ্রাম প্রান্তে জঙ্গলে ৩০ দিন অবস্থান করে। গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, গৃহ ও গৃহ সামগ্রী কেহ ছুঁইবে না। গ্রামবাসীরা যে স্থানে জল পান করে, উক্ত লোকেরা তথায় জল পান করিতে পারিবে না। অন্যথা আচরণ করিলে জরিমানা দিতে হয়। মৃত ব্যক্তির কোমরে এক লহর মালা বাঁধিয়া দেয়। লোটাদের বিশ্বাস 'ওখা' পাহাড়ে এই প্রকার মৃত ব্যক্তির সহিত দেও Echlivanthamo "ইসলিভানথেমোর" যুদ্ধ হয়। দেও মালার পরিবর্ত্তে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে এক গ্লাস জল পান করিতে দেয়। লোটারা বলে 'ইসলি-ভানথেমো' স্ত্রীলোক, তাহার স্তনদ্বয় হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

লোটারা সঙ্গীতপ্রিয়, খৃষ্টানেরা ইংরেজী সঙ্গীত অতি সহজে আয়ত্ব করে। বাঁশ এবং টীনের চোঙ্গা দ্বারা বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করে। মহাত্মা উইলিয়মসন্ সাহেবের মৃত্যুর পর লোটারা-যে শোক সঙ্গীত রচনা করিয়াছে তাহাদের মতে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গীত। লোকপ্রিয় ও প্রজারঞ্জক উইলিয়মসন্ সাহেবকে তাহারা প্রাণের সহিত ভালবাসিত।

লোটারা সাঁতার কাটিতে ও জলে ডুব দিতে পারে। তাহারা মৎস্য ধরিতে বিশেষ পটু। নাগা পাহাড়ে এক মাত্র লোটারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ডেঙ্গী প্রস্তুত করিতে পারে।

মিরি নাগা

জাতি বিভাগ :— মিরি নাগারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা সাঙ্‌টঙ্‌ (Santong), চাঙ্গ (Chang), ওয়ামাফি (Yamphi) ফোম (Phom), চাকিক্‌ (Chakik), কনিয়াক (Kanyak), আউসেট (Aoset) এবং ইয়ামসাম্‌ (Yemsum) প্রভৃতি।

উৎপত্তি :— নাগাজাতি মাত্রেরই উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে। 'আউ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তি উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলে 'মিরিরা' ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়াছে। কেহ কেহ বলে তাহারা "চাঙ্‌-ছামঙ্‌কু" গ্রাম হইতে আসিয়াছে। ইহা হইতেই চাঙ্‌ (Chang) হইয়াছে। কেহ কেহ বলে উহারা রবর (চাঙ্‌) গাছ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; এজন্য চাঙ্‌ বলে। রবর বৃক্ষ সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে এক ধনী লোকের একটি পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল—প্রত্যহ রজনীতে একটি সুন্দর যুবা পুরুষ যুবতীর সহিত রাত্রি যাপন করিত। দিনে যুবতী তাহার সন্ধান পাইত না। এই ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে যুবতী আপন জননীকে তাহার স্বামীর বিষয় বলে এবং তাহার অনুসন্ধানের জন্য অধীরা হয়। জননী কন্যাকে বলিয়া দিল এক টুকরা খড়ি যুবকের কাপড়ে বাধিয়া দিবে ; তবেই তাহাকে দিবসে চিনিতে পারা যাইবে। পরদিন প্রভাতে জননী এবং কন্যা বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখিল খড়ি একটি রবর বৃক্ষে বিদ্ধ রহিয়াছে। তৎপর সকলে রবর বৃক্ষ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং যুবতীকে বৃক্ষচ্ছেদন দেখিতে নিষেধ করিল। যুবতী গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ

রহিল। অনেক সময় অতিবাহিত হইল; কেহই বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে পারিল না। রমনী সুলভ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া যুবতী বিলম্বের কারণ নিরূপণ করিবার জন্য গৃহের রন্ধ্র পথে বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; অমনি বিকট শব্দে মহীরুহ ভূপতিত হইল; এবং বৃক্ষচ্যুত একটি টুকরা যুবতীর গাত্র স্পর্শ করিল। যুবতী গর্ভবতী হইয়া যথা সময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিল। উহার বংশধরগণই চাঙ্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সকলেই বলিত এই রবর বৃক্ষই যুবতীর স্বামী এবং দেবতা।

মিরিরা 'চাও-ছামকু' গ্রামে আসিয়া তাহাদের জাতি বিভাগ করে। জাতি বিভাগের সময় কতকগুলি পত্র মৃত্তিকাতে সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের বিভিন্ন নাম দেয় এবং লোকেরা আপন আপন পছন্দমত পত্রগুলি তুলিয়া লইয়া আপনাদের জাতি বিভাগ করে। একজন পত্র খুঁজিয়া পায় না, তাই সকল জাতির সমাবেশে উহার জাতির নাম হয়। বিবাহ এক জাতির মধ্যে হইতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ প্রচলিত নাই। সমস্ত জাতির সমাবেশে যে জাতি উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের বিবাহ সমস্ত জাতিতে প্রচলিত আছে।

আকৃতি ও পরিচ্ছেদ—পুরুষের মধ্যে 'চাঙ' (Chang) দেখিতে দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তামলু, ওয়ানচিং, ওয়াকচিং স্থানের (Kanyak) কানিয়াক, মিরিরা খর্ব্বাকৃতি কিন্তু দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। Chang এবং Santang জাতীয়া স্ত্রীলোক দেখিতে দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠা। Chang, Aoset, Santong এবং Yumsum জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা প্রশস্ত মেখলা পরিধান করে। Aoset জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা খুব পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন, তাহাদের কাপড় আসামীদের ন্যায়। সম্ভবতঃ এই জন্যই কেহ কেহ উহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া থাকে। উহাদের

বিবাহে পণ নাই। ইচ্ছা করিলেই যুবক যুবতীকে বিবাহ করিতে পারে। ইচ্ছা করিলে পরিত্যাগ করিতেও পারে এবং তজ্জন্য ক্ষতি পূরণ দিতে হয় না। Aoset রা বলে বিবাহে পণ গ্রহণ করিলে কন্যার চক্ষু কাণা হয়। তাহাদের বেনীবদ্ধ চুল পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতে থাকে। Chakik স্ত্রীলোকেরা আঙ্গামীদের ন্যায় বিবাহের পরেও তাহাদের চুল কাটিয়া ফেলে। Phom, Chakik, Yamphi জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা ছয় আঙ্গুলী প্রশস্ত মেখলা পরিধান করে এবং পশ্চাদ্ভাগে মেখলা নিতম্ব প্রদেশের নীচে ঝুলিতে থাকে। Chakik এবং Chang জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা চিবুকে এবং ললাটে বৃহৎ উল্‌কী পরে। Santong, এবং Yumsum জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা চিবুকে এবং ললাটে অতি সূক্ষ্ম উল্কী পরে। Aoset এবং Yumphi জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা উল্কী দেয় না। Kanyak এবং Phom জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা হস্ত এবং পদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্কী দেয়।

পুরুষদিগের মধ্যে কেবল মিরি নাগারাই উল্কী পরিধান করিতে পারে। কিন্তু যে সকল মিরিয়া যুদ্ধে মানুষের মাথা কাটিতে পারিয়াছে তাহারাই উল্কীর অধিকারী। Kanyak ব্যতীত অন্যান্য মিরিরা কেবল বক্ষঃস্থলে উল্‌কী পরিধান করে। Kanyak পুরুষেরা বক্ষঃস্থল এবং চক্ষু ব্যতীত সমস্ত মুখে উল্‌কী পরিয়া থাকে। Kanyak পুরুষেরা বস্ত্র পরিধাম করে না; উহারা দিগম্বর। অন্যান্যেরা ক্ষুদ্র নেংটি পরিধান করে। যাহারা মানুষের মাথা কাটিয়াছে তাহাদের নেংটীতে শূকরের চিত্র অঙ্কিত থাকে এবং নেংটীর চতুষ্পার্শে কড়ি গ্রথিত থাকে।

স্ত্রীলোকেরা হাতে এবং বাহুতে পিতলের মোটা বলয় এবং তার পরিধান করে; কেবল কনুই দেশ বর্জ্জিত থাকে। গলায় শঙ্খের মণি এবং কর্ণে কোন আভরণ পরে না। কেহ কেহ

কর্ণে বনফুল কিম্বা ছাগলের লোম নির্ম্মিত ফুল পরিধান করে।

পুরুষেরা গলায় শঙ্খ মণি এবং কর্ণে পিতলের স্প্রীং পরিধান করে। যাহারা মানুষের মাথা কাটিয়াছে তাহারা গলায় শূকরের দাঁত ব্যবহার করিতে পারে।

Samtong জাতীর ভাষা আউদের সহিত পৃথক; পোষাক, পরিচ্ছদ এবং রীতিনীতি আউদের সহিত ঐক্য আছে; কিন্তু কোথাও কোথাও বা অনৈক্যও দৃষ্ট হয়। উহারা অধিকাংশই স্বাধীন—কেবল "মাঙ্গঙখে সরকারী দখলে আছে।

Chang, Yumphi, Phom & Chakik—ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ একই কিন্তু ভাষা বিভিন্ন। Chang—ইহারা স্বাধীন কেবল Youngemdi & Chakha গ্রাম সরকার অধিকার-ভুক্ত। Yumphi & Phom জাতি সকলেই স্বাধীন। Chakik ও স্বাধীন; উহাদের Kanyak নামক একটি শাখা তামলুতে অবস্থিত—উহারা বৃটিশ অধিকার-ভুক্ত। Kanyak এর অর্দ্ধেক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীন।

মিরিরা বিভিন্ন প্রকারের টুপি পরিধান করে। যাহারা মানুষের মাথা কাটিয়াছে তাহাদের টুপি আস্ত বেত দ্বারা নির্ম্মিত এবং বেতের উপর গরু কিম্বা ভালুকের চর্ম্ম থাকে। অন্যান্য টুপি লাল বেত নির্ম্মিত। কাহারও টুপির উপর পাখীর পালক থাকে।

অবস্থিতি (Position):—

(১) Samtong :—ডিকো নদীর পশ্চিম তীরে, সেমা ও Chang মিরির মধ্যদেশে অবস্থিত। ছরী, চংলিঙতি মাঙ্গামী, চাতংকা ইত্যাদি পাহাড়ে Samtong মিরি বসতি করে।

(২) Yumphi :—Kanyak এবং Phom মিরিদের মধ্যে

অবস্থিত। ওভাংকং, সংতক্, শঙ্কু, ইয়াছাম্ প্রভৃতি গ্রামে উহারা অবস্থান করে।

(৩) Aoset ;—ব্রহ্মদেশের পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী। মৈবংবামী পাহাড় হইতে Aoset দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) Chang :—Phom & Samtong এর মধ্যে Chang অবস্থিত। নেচংচামী, লিতস্, ইয়ানী, ইয়সইমতি, চাক্‌ফা ইত্যাদি পাহাড়ে Chang মিরি বাস করে। চাক্‌ফা এবং সালুলুমাং গ্রামে আউনাগা এবং Chang মির একত্র অবস্থান করে। কিন্তু বর্ত্তমানে Chang সব মরিয়াছে, Phom এবং আউনাগা অবস্থান করিতেছে। Chang এরা মেচংচামী গ্রামকে তাহাদের রাজধানী জ্ঞান করে। উক্ত গ্রামের প্রধানের (Chief) আদেশ Chang মাত্রই প্রতিপালন করে। সালুলংমা, চাক্‌ফা এবং ইবংইমতি বৃটিশ অধিকার ভুক্ত। এই তিনটী পাহাড়ই ডিকোর পূর্ব্ব পাড়ে অবস্থিত। ডিকোর পশ্চিম পারে Kanyak ব্যতীত বৃটিশ অধিকারভুক্ত কোন মিরি নাই।

(৫) Phom :—Chang, এবং Yumphi নাগাদের মধ্যে অবস্থিত—মংতি, ইউংনা, চিমংইমকুং, প্রভৃতি পাহাড়ে Phom মিরি বাস করে।

(৬) Kanyak :—নাগাহিলের উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ডিকোর দক্ষিণপারে তামলু এবং রসং (তিনটি গ্রাম—নূতন একটি পুরাতন দুইটা) পাহাড়ে অবস্থিত ও বৃটিশ অধিকার-ভুক্ত এবং অন্যান্য পাহাড় ডিকোর উত্তর পারে অবস্থিত। ১৯১২ সালে অমানুষিক অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ রাজ চিংলং অভিযানে ওয়ানচিং, ওয়াক্‌চিং, চুংকৈ, ইয়াংলাং, চিংলং, টুটক (৩টি গ্রাম), পয়সং, ইয়াংসা, লঙ্কু, চৈ, মম, পনীহম্, লাক্‌মা, কংনীন, চংলী, চুয়া ইত্যাদি পাহাড় বৃটিশ রাজ্য ভুক্ত করেন।

কানিয়াক মাত্রই অহিফেন সেবী। কোন কোন স্ত্রীলোক ও আফিং খাইয়া থাকে। সদাশয় বৃটিশ রাজ এখনও নবাধিকৃত প্রদেশ হইতে কোন খাজনা আদায় করেন নাই। নাজিরা হইতে ওয়াকৃচিং যাইতে ৩ দিন লাগে। প্রথম দিন নাজিরা হইতে সনাতক চা বাগানে যাইতে হয়—২য় দিনে সানতক হইতে কংনীন পাহাড়ে—৩য় দিনে কংনীন হইতে ওয়াকৃচিং যাইতে হয়।

তামালু হইতে ওয়ানচিং পাহাড় হইয়া ওয়াকচিং পৌঁছিতে ২ দিন লাগে। ট্রেন্স ড়েকু রোড কাটা আরম্ভ হইয়াছে; শীঘ্রই শেষ হইবে। তখন ওয়াকচিং অশ্বারোহণেও যাওয়া যাইবে। নাজিরা হইতে গিলীকি, গিলীকি হইতে তামলু কিংবা মককৃচাং হইতে তামলু পর্য্যন্ত যাইয়া তৎপর ওয়াকচিং যাওয়া যায়। ওয়াকচিং এ ১টি Military out-post আছে, এখানে Telegram আফিস, ডাকঘর এবং সরকারী হাসপাতাল ও আছে। সদাশয় বৃটিশরাজের কৃপায় বৃটিশ অধিকারভুক্ত নাগা ও মিরিরা শান্তি ও সুখে বাস করিতেছে। অসভ্য পার্ব্বত্য-জাতি-বৃটিশ রাজ্যের প্রজা বলিয়া পরম গৌরবান্বিত এবং Might is right এর (যার লাঠি তার মাটি) উৎপীড়নে—শঙ্কিত নহে। তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে। মোককৃচং হাসপাতালে একদিন একটি স্বাধীন মিরি নাগা তিন দিনের রাস্তা হইতে আসিয়া আহতের জন্য ঔষধ লইয়া যায়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এখনও তাহারা সর্ব্বদা কাটাকাটি মারামারি করে।

(৭) Yumsum :—Chang এবং সেমা পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। সেমা পাহাড়ের সংলগ্ন বলিয়া অধিকাংশ সেমা ও মিরি হইতে উৎপন্ন। সেমারা ইহাদিগকে 'ইয়াছুমি' কহে।

তিজু (Tizu) নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী সমস্ত সেমা জাতীই স্বাধীন।

(৮) Chakik :—ব্রহ্ম পাহাড় সংলগ্ন। উহাদের সম্যক সংবাদ জানা সাধ্যাতীত ; যেহেতু ঐ সকল প্রদেশ অতি দুর্গম।

বিবাহ পদ্ধতি—(Marriage System):—ইহাদের প্রত্যেক জাতির মধ্যে বিভিন্ন শাখা বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে গ্রামান্তরে বিবাহের নিয়ম আছে। বরের পিতামাতা বিবাহ স্থির করে। পিতামাতার মত থাকিলে পুত্রের অমতেও বিবাহ হয়। যদি কোন পিতা কাহারও কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে পিতা নিজের কোন আত্মীয় কিম্বা বন্ধুকে ঘটক-স্বরূপ কন্যার পিতার নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। ঘটক পাত্র পাত্রীরও মতামত গ্রহণ করে। পাত্র পাত্রীর মত হইলে ঘটক কন্যার পিতার সহিত যৌতুকের আলাপ করে। বরের পিতা যৌতুক দিতে স্বীকৃত হইলে, ঘটকের সহিত কন্যার পিতার নিকট যৌতুক প্রেরণ করে। ধনী লোকের কন্যার পণ ২০০/৩০০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গরীব লোকের কন্যার পণ ৬—১৫।২০ টাকা পর্য্যন্ত হয়। যৌতুক সামগ্রী ধান, মিথুন, গরু, শূকর প্রভৃতি। যৌতুক প্রদত্ত হইলে পর ঘটক বিবাহের দিন ধার্য্য করে এবং একটী পাত্রে একটুকরা বৃহৎ আদা পেষিত করিয়া রস বাহির করে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে আদার রস বাহির করিলে পর কন্যার পিতা আর বিবাহের পণ বৃদ্ধি করিতে পারে না, এবং স্থিরীকৃত পাত্রে তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে। তৎপর ঘটক এক পাত্রে আদার রস এবং এক পাত্রে মধু লইয়া বরের গৃহে গমন করে। উহাতে বরপক্ষীয় লোকেরা বুঝিবে—বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছে। সাধারণতঃ ৬।৭ দিন পরে বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ দিনে বরের

পিতা একটি বৃহৎ শূকর বলি দেয় এবং আপন বন্ধু বান্ধবদিগকে প্রীতিভোজন করায়। কন্যার গৃহে একটি ছোট মুরগী বলি দেয়। কন্যা আপন মাতা এবং সঙ্গিনীদের সহিত বরের গৃহে যাত্রা করে এবং বরের জন্য পৃথকভাবে ৬ টুকরা ও ৩ টুকরা মাংসের ২টা পুটলী লইয়া যায়। কন্যার গৃহে উৎসর্গীকৃত শূকরটীও বরের জন্য নীত হয়। সঙ্গিনীরা মধু, মাংস এবং কন্যার তৈজসপত্র বহন করিয়া নেয়। কন্যার বর গৃহের সমীপবর্ত্তিনী হইলে ঘটক তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসে। তৎপর কন্যা বরের প্রদত্ত এবং বর কন্যার প্রদত্ত মধু, মাংস আহার করে। তৎপর কন্যার মাতা কন্যাকে বরের হাতে সমর্পণ করিয়া দেয় এবং বলিয়া থাকে "বর কন্যাকে—সুশিক্ষা এবং সৎপরামর্শ দিবে, বালিকা ভাল মন্দ কিছু জানে না। বিনা দোষে তাহাকে ভর্ৎসনা কিম্বা পরিত্যাগ করিবে না।" সমাগত লোকেরা কন্যার পিত্রালয় হইতে আনীত মধু, মাংস পরিতোষ সহকারে পানাহার করে।

Chang মিরিদের মধ্যে একান্নবর্ত্তী প্রথা বিদ্যমান আছে। তাহারা একই গৃহে পিতামাতা ও ভ্রাতার সহিত একান্নে বাস করে। একই গৃহে বিভিন্ন দম্পতিরা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাস করে। ভ্রাতাদের সংখ্যা অধিক হইলে এবং তাহাদের সন্তান সন্ততি অধিক হইলে তাহারা পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। নতুবা একই গৃহে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বসতি করিতে দেখা যায়।

ইহাদের মধ্যে একাধিক বিবাহের রীতি আছে। কিন্তু পিতা মাতার সহিত একত্র অবস্থান কালে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের নিয়ম নাই। একাধিক স্ত্রী একই গৃহে মনের মিলে বাস করে এবং সর্ব্বপ্রথমা পত্নীর কথামত সকলে চলিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ অকর্ম্মণ্য কিম্বা দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও বিনা দোষে একে অন্যকে পরিত্যাগ করে না।

ধর্ম্ম বিশ্বাস :— মিরিরা ঈশ্বর বিশ্বাস করে। যিনি মানুষের জীবন দান করিয়াছেন, মানবদিগকে পার্থিব সুখ দুঃখের অধিকারী করিয়াছেন, এরূপ সর্ব্ব-শক্তিমান একজন আছেন, তিনিই সৃষ্টি-কর্ত্তা বা ঈশ্বর। কিন্তু তাহারা একেশ্বরবাদী নহে। তাহাদের মতে সর্ব্বশক্তিমান একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রী আছেন; তাঁহারা আকাশে থাকেন। তাঁহারাই জগতের রাজা এবং কর্ত্তা। তাঁহাদের আদেশমতে এই পৃথিবী চলিতেছে। মানুষের আত্মা এবং জীবন মরণ তাঁহাদের হাতে। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য শয়তান (evil spirits) আছে। শয়তানের আত্মা মানুষের হাতে; শয়তানের আত্মা মিথুন, গরু এবং শূকররূপে এই পৃথিবীতে বিরাজ করে। উহাদিগকে কাটিলে উহাদের আকাশস্থ আত্মার মৃত্যু ঘটে। মিরিরা বলে শয়তানদিগকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই উহারা মিথুন, গরু, শূকর প্রভৃতি হত্যা করে। যদিও মানুষের আত্মা ঈশ্বরের হাতে, তথাপি শয়তানেরা মানুষদিগকে হত্যা করিতে পারে কিন্তু মানুষের জীবন দান করিতে পারে না। পরন্তু মানুষের জীবন দান পরম কারুনিক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের হাতে বিদ্যমান। মিরিদের মধ্যে মঙ্গলপ্রার্থী বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে, Changরা উহাদিগকে 'শাইবু' বলে। এই 'শাইবু' রজনীতে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আরোগ্য কিম্বা জীবন-কামনা করে। আমাদের দেশের জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় 'শাইবুর' কথা সর্ব্বদা ঠিক হয় না। মিরিদের মতে মানুষের মৃত্যু হইলে ভূগর্ভে যায়—তথায় এক পৃথিবী আছে, সেখানে মৃতাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে। কাহারও একাধিক স্ত্রী থাকিলে ভূগর্ভে জন্মের পর সর্ব্বপ্রথমে সে প্রথমা স্ত্রীকে প্রাপ্ত হয়, অন্যান্যদিগকে পর্য্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবীর ন্যায় ভূগর্ভেও দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। ভূগর্ভস্থ পৃথিবী চারি স্তরে বিভক্ত। ভূগর্ভস্থ আত্মা তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(১) মানুষের জন্ম

(২) নরাকৃতি—পশু (বনমানুষ বিশেষ)

(৩) পশু জন্ম

(৪) পতঙ্গ জন্ম

পতঙ্গ জন্মই শেষ। তৎপর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না।

ধর্ম্মযাজক :— ধর্ম্ম যাজককে 'পাউসিব' বলে। প্রত্যেক গ্রামে ২ জন করিয়া 'পাউসিব' থাকে ; আসামী কথায় উহাদিগকে মেথরু বলে। ইহারাই মৃত দেহ কবর দেয়। কেহ গৃহাভ্যন্তরে. কেহ প্রাঙ্গনে, কেহ বা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে কবর দেয়। সাধারণতঃ ধনী এবং আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত লোকের কবর গৃহাভ্যন্তরে কিম্বা গৃহ প্রাঙ্গনে দেয়। অপর সকলে কবর জঙ্গলে দেয়। মৃত্যুর দিনে সঙ্গতি মতে ২০।৩০টি শূকর, ৪।৫টি গরু এবং ২।৩টি মিথুন কাটিয়া সমস্ত লোকদিগকে ভোজন করান হয়। প্রথম উৎসর্গীকৃত পশুর শোণিতে—কবরস্থান অতিরঞ্জিত করে। তৎপর খুঁড়িতে আরম্ভ করে। 'পাউসিব' বংশগত পদ।

পূজা বা গেণা :—মিরিরা সকল গেণাই পরম কারুনিক মঙ্গলময় জগদীশ্বরের উদ্দেশ্য করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত গেণা সমুদয় মিরিদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

'হেলাম' :— (লাম=পূজা) গ্রামের ধনী লোকেরা করিয়া থাকে। এই গেণার উদ্দেশ্য ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মান এবং গ্রামে কোন মরক উৎপত্তি না হওয়া। এই গেণা শস্য ক্ষেত্রের নিকটে সম্পাদিত হয়। ছয় টুকরা করিয়া ছয় পাতে এবং তিন টুকরা করিয়া তিন পাতে উৎসর্গীকৃত শূকরের মাংস ঈশ্বর উদ্দেশ্যে রাখিয়া দেয়। পশু পক্ষী ক্ষেত্রে আসিয়া এই মাংস খাইলে তাহাদের চক্ষু নষ্ট হয়।

"খোঙ্‌রাম" :— অজন্মা হইলে অর্থাৎ ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন না হইলে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন এই গেণা সম্পাদিত হয়। ইহা সামাজিক গেণা। সকলে মিলিয়া এই গেণা করে। বৃহৎ, নিরেট কাল কিম্বা লাল বর্ণের একটি গরু এই গেণা উপলক্ষে বলি দেওয়া হয়। সর্দ্দার (Chief) কিম্বা তাহার ভাবী উত্তরাধিকারীর গৃহে গরু বলি দেওয়া হয়। গোমাংস গ্রামের সকলকে প্রদত্ত হয় এবং রজনীতে সকলে সে মাংস আহার করে। একটি মোরগ এবং একটি শূকরও বলি দিতে হয়। মোরগ ও শূকরের মাংস গ্রামের গণ্যমান্য লোক ভিন্ন অপরে আহার করিতে পারিবে না। এই গেণার পর ৬ দিন পর্য্যন্ত গ্রামবাসীদের গ্রামান্তরে গমন নিষিদ্ধ।

"সেকলাম" :— এই পূজা প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক ভাবে স্বীয় ক্ষেত্রে সম্পন্ন করে। প্রতি বৎসর এই পূজা তিনবার করিতে হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ধান বপন, ধান কর্ত্তন এবং শস্য ভাণ্ডার নির্ম্মাণ কালে করিতে হয়। প্রত্যেক বারে একটি মোরগ এবং একটি শূকর বলি দিতে হয়। দরিদ্রেরা শুধু মুরগী বলি দেয়।

"পোয়াঙ্‌লাম" :– (পোয়াঙ্‌—শীতকাল) Changদের সর্ব্বপ্রথম পূজা। উহা প্রত্যেক গ্রামে শীতকালে (ডিসেম্বর) মাসে হয়। এই বৃহৎ পূজা বাঙ্গালীদের ৺দুর্গোৎসবের ন্যায় সমারোহে সম্পন্ন হয়! এই উপলক্ষে ধনীগৃহে বিশেষ আড়ম্বর ঘটে। ধনীরা অকাতরে মিথুন, গরু, শূকর ইত্যাদি বলি দেয়। সকলে একত্র প্রীতিভোজন করে। এইভাবে ইহারা একতা শিক্ষা করে।

মিরিদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তিগত গেণা (Personal gena) আছে। Changদের মধ্যে Unguapu (ঙোঙওয়াপু) এবং Masa-uapa (মাসুউয়াপু) সর্ব্বপ্রধান। সম্পদশালী ব্যক্তি

ভিন্ন এই গেণা কেহ করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং ইহা ব্যক্তিগত মর্য্যাদার পরিচায়ক (Personal distinction)।

Ung-uapu—মিথুনকাটা গেণা। (ung = মিথুন, uapu = কাটা)। এক একটি মিথুনের দাম ৬০।৭০—১৫০ টাকা পর্য্যন্ত হইযা থাকে। ধনী ব্যক্তিরা এই গেণা উপলক্ষে বহু মিথুন কাটে। সুতরাং এই গেণা কতদূর ব্যয়-সাধ্য সহজেই অনুমিত হয়। এই গেণা ৪ দিন ব্যাপী। ৪ দিন সমস্ত গ্রামবাসী এবং গ্রামান্তরবাসী, আত্মীয়, বন্ধুবর্গ পূজা সম্পাদনকারীর গৃহে প্রীতি-ভোজন করে। "আউনাগারা" তাহাদের সর্ব্বশেষ মিথুন কাটা গেণাতে সর্ব্বপ্রথম মুরগী এবং সর্ব্বশেষ কুকুর বলি দেয়; কিন্তু মিরিরা কুকুর বলি দেয় না এবং সর্ব্বশেষ মুরগী বলি দেয়।

Masu-Uapuকে (মাসু উয়াপু) গরু কাটা গেণা বলে। Masu = গরু।

মিরিরা বলে—সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি শয়তান কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। কলেরা, বসন্ত, হাম ইত্যাদি মরক গ্রামে প্রবেশ করিলে একটি কুকুর কাটিয়া তাহার মাথা এবং নাড়ীভুঁড়ি তাহারা গ্রামে প্রবেশের রাস্তা জুড়িয়া বাঁধিয়া রাখে এবং প্রত্যেক গৃহের সম্মুখ ভাগে এক একটি কুকুরের মাথা ঝুলাইয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস কুকুর শয়তানকে কামড়ায়, সুতরাং ভয়ে শয়তান চলিয়া যায়। এই প্রকার মরকের সময়ে 'আউএরা' বানর কাটিয়া গ্রামের রাস্তাতে রাখে।

উপনিবেশ স্থাপন প্রথা (Colony system) :—

সেমা নাগাদের ন্যায় উহাদের উপনিবেশ স্থাপন প্রথা বিদ্যমান আছে। উহারা নূতন গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া বসতি বিস্তার করে। Chang মিরিরা সর্ব্বপ্রথমে "মচংচামী" গ্রামে বসতি করিত, এক্ষণে অন্যূন ৩০টী 'চাঙ' গ্রাম নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রামের সর্দ্দার বা

রাজাকে 'সাংপুইসো' বলে। 'সাংপুইসোই' প্রকৃত পক্ষে সমস্ত জমির মালিক। যখন কোন নূতন গ্রাম নির্ম্মিত হয় তখন পুরাতন গ্রামের 'সাংপুইসোর' ছেলে সে গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হয়। সে কতক জমি নিজের ভাগে রাখিয়া বাকী জমি যোগ্যতানুসারে গ্রামবাসীদিগকে কম বেশী বণ্টন করিয়া দেয়। গ্রামবাসীরা বৎসরে তাহাকে একথাঙ. করিয়া ধান দেয় এবং মৃগয়ালব্ধ পশুর বক্ষঃস্থল (chest) রাজোপহার স্বরূপ প্রদান করে।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারীত্ব :— পিতার সম্পত্তি পুত্রগণ প্রাপ্ত হয়। জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র প্রত্যেকে তুই ভাগ এবং অন্যান্য পুত্রগণ এক ভাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়। পিতার মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি ব্যতীত ভ্রাতৃবৃন্দ আপন আপন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত ভ্রাতাদের সম্পর্ক দূরবর্ত্তী না হয়, ততদিন ভ্রাতারা ইচ্ছামত পৈত্রিক সম্পত্তি চাষাবাদ করে এবং উহা বণ্টন করে না। যখন বংশের বিস্তৃতি ঘটে এবং দূরবর্ত্তিতা নিবন্ধন ক্রমশঃ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, তখন জমি বণ্টন করিয়া লয়। স্ত্রীলোকেরা জমির মালিক হয় না। ধনী ব্যক্তির কন্যারা কিছু জমি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের অস্থাবর সম্পত্তি কন্যারা এবং জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বকসিষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হয়। কোন গ্রামবাসী অন্য গ্রামবাসী কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে প্রতি তিন বৎসর অন্তর বিজেতার প্রাপ্য কর স্বরূপ মিথুন, গরু, শূকর ইত্যাদি প্রদান করে। এবং প্রতি দশ বৎসর অন্তর নূতন ফসলী জমির উৎপন্ন সমস্ত ধান্য প্রদত্ত হয়। এইরূপে সংগৃহীত খাজানার তুইভাগ 'সাংপুইসো' এবং এক ভাগ গ্রামবাসীগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক 'সাংপুইসোর' দাস শ্রেণী আছে। তাহাদিগকে পৃথক করিয়া চাষাবাদের জন্য জমি দেওয়া হয়, কিন্তু তাহারা জমির মালিক হয় না।

বাণিজ্য ও মুদ্রাশাসন (Trade & Currency) :— ইহাদের মধ্যে অন্তর্বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত আছে। লবণ, শঙ্খ মণি, শূকর, গরু, মিথুন, দাও প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য একগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বিক্রীত ও ক্রীত হইয়া থাকে। দ্রব্যাদি বিনিময়ে বিক্রয় হয়। যাহারা শত্রু ইহারা তাহাদের গ্রামে যাতায়াত করে না।

দুই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত আছে। একটি পিতল নির্ম্মিত, ও একটি কাঁসা নির্ম্মিত। উভয়েরই আকৃতি ঘণ্টার ন্যায়। এই সকল মুদ্রা মিরি দেশে প্রস্তুত হয় না; সম্ভবতঃ আসামের সমতল প্রদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে।

আমাদের ইংরেজী মুদ্রা বৃটিশ অধিকারভুক্ত স্থান ব্যতীত "মোচঙ্গচামী" পাহাড় পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। 'মোচঙ্গচামী' পাহাড়ের বাহিরে ইংরেজী মুদ্রা প্রচলিত নাই। মোককৃচাঙ্গ সবডিভিসন অঞ্চলে ডিকোর পরপার হইতে মোচঙ্গচামী পাহাড় পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান স্বাধীন হইলেও তাহারা ইংরেজ রাজের বাধ্য।

উৎপন্ন দ্রব্য :— কলিধান, কঙ্কর ধান, মিঠা আলু, কুমড়া, কচু, ভুট্টা ইত্যাদি উৎপন্ন শস্য ও খাদ্যদ্রব্য। মিরি মাত্রই সাধারণতঃ অত্যন্ত গরীব। ধনীর গৃহে ভাল ধান সামান্য পাওয়া যায়। দরিদ্র মিরিরা ভরণপোষণে অসমর্থ হইয়া আপন সন্তানদিগকে তিন বৎসরের এগ্রিমেণ্টে আউ ও লোটা নাগাদের নিকট ৫ টাকায় বিক্রি করে। অনেক আউদের গৃহে এরূপ মিরি বালক বালিকা দেখিয়াছি। মোককচঙ্গে আউদের রাজা মিরিণের গৃহে এইরূপ অন্যূন ১০।১২টি মিরি বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী আছে। তাহারাই যাবতীয় কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে।

মিরিদের প্রস্তুত তীর, জাঠা, ডাল, নানাবিধ দা এবং বেত-নির্ম্মিত নানাপ্রকার সামগ্রী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাগা 'ঝাপা' পাহাড় অঞ্চলে চলিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মিরিরা তীর

নিক্ষেপ করিতে এবং বন্দুক ছুড়িতে বিলক্ষণ পটু। তীর এবং জাঠা Aoset এবং Chang মিরিরা দক্ষতার সহিত চালাইতে পারে। Kanyakরা বন্দুক প্রস্তুত করিতে পারে।

মৃতদেহের ব্যবস্থা :—Samtong এবং Kanyak মিরিরা আউ নাগাদের স্থায় মৃতদেহ শুকায়। জঙ্গলের ধারে বাঁশের মাচাঙ নির্ম্মিত গৃহ তৈয়ার করিয়া মৃতদেহ শুকায়—প্রকাশ্য স্থানে রাখে না।

Phom, Chang & Yumphi জাতিরা মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া রাখে। Chang এরা মৃতদেহ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করে। মস্তক বৃহৎ গামলাতে ঢাকনি দিয়া রাখিয়া দেয়। স্থানান্তরে গমনের সময় কিম্বা স্থানান্তর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে ঢাকনি উত্তোলন করিয়া মৃত শিরকে দর্শন করে। এবং উহার সহিত নানা প্রকার কথা কয়। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ না করিলে অকল্যাণ ঘটে। Phom এবং Yumphi জাতিরা ছিন্নশির মৃতদেহ শুকায় এবং গলিত শবের নীচে বাঁশের চোঙ্গা বাঁধিয়া রাখে। শবদেহ হইতে নির্গত গলিত পদার্থে চোঙ্গা পরিপূর্ণ হইলে সে বৎসর ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় এরূপ তাদের বিশ্বাস।

Yumsan, Aoset এবং Chakik জাতিরা ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অবস্থিত। উহাদের রীতি নীতি পরিজ্ঞাত হওয়া দুঃসাধ্য। আউ নাগাদের স্থায় Phom, Kanyak, এবং Samtong মিরিদের 'মরং' গৃহ এবং 'রাঙ্গুলীচাঙ' আছে। উহাদের বিবাহে আউদের স্থায় কোর্টসিপ প্রচলিত আছে।

মিরিদের গৃহের অভ্যন্তরের অর্দ্ধেক বাঁশ নির্ম্মিত মাচাঙ পরিপূর্ণ। ধনী ব্যক্তিদের গৃহের বাহিরে ও মাচাঙ্ বিদ্যমান আছে।

আউ নাগারা বলে Samtong, Phom, এবং Yumphi জাতীয় মিরিরা তাহাদের একই সঙ্গে 'লুংথ্রক' পাহাড় হইতে উদ্ভব হইয়াছে। Kanyak, Chang, Chakik এবং আউসেট—মিরিরা ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়াছে।

আউ নাগা
(Ao Naga)

কহিমা হইতে বদলী হইয়া যথা সময়ে মককচঙ্গ যাত্রা করিলাম। তৃতীয় দিবসে ডিমাপুর পৌঁছিলাম। রাত্রি ১০৷৷ টার সময় মণিপুর রোড ষ্টেশনে আসাম আপ্ মেইল ট্রেন ধরিলাম। ভোর পাঁচটার সময় নকাছাড়ী পৌঁছিলাম। তখনও ফরসা হয় নাই, চতুর্দ্দিক কুয়াসাচ্ছন্ন। ডিসেম্বর মাস—শীতে আপাদমস্তক কাঁপিতেছে, কতক্ষণ এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছিলাম। ষ্টেশনমাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন?' বলিলাম—"মককচঙ্গ।" তখন তিনি বলিলেন "আপনার জন্য নাগা আসিবে?" উত্তর দিলাম—"হাঁ। আমি উহাদেরই অনুসন্ধান করিতেছিলাম।" কোন সাড়া না পাইয়া একটি আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িলাম। বেলা ৮৷৷ টার সময় চাপরাশী আসিয়া বলিল, 'কুলিলোক আয়া।' চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিলাম—উলঙ্গ জীব সমুদয় আমার লগেজ বাঁধিতেছে। ভয়ের পরিবর্ত্তে বিস্ময় ও কৌতুহল জন্মিল। চট্‌পট্ সব জিনিষ গুছাইয়া আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন আপন মোট লইয়া তাহারা চলিয়া গেল। 'চরালীতে' আহারাদি করিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। বড় সুন্দর দৃশ্য। একদিকে শিবসাগর জেলার সমতল ক্ষেত্র, অন্যদিকে নাগা হিলের পর্ব্বতমালা—স্তরে স্তরে চলিয়াছে। একদিকে চক্ষু যতদূর যায় শস্যশ্যামলা বিস্তৃত প্রান্তর—অন্যদিকে কানন সমাকীর্ণ মেঘস্পর্শী অফুরন্ত তরঙ্গায়িত শৈলশ্রেণী। ৫ মাইল যাইতে না যাইতেই পাহাড় আরোহণ

করিতে লাগিলাম ; যতই যাইতে লাগিলাম, বিষাদকালিমা হৃদয় ছাইয়া ফেলিল—পাহাড় দর্শন জনিত হর্ষ অপসৃত হইতে লাগিল। একদিকে গগনদস্পর্শী অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, অপরদিকে অতলস্পর্শী গহ্বর, মাঝে অপ্রশস্ত আঁকা বাঁকা রাজপথ—বৃহৎ অজগরের ন্যায় পাহাড়ের গা বাহিয়া চলিয়াছে। কোথাও বা বন্যহস্তীর পদচিহ্ন ও পুরিষ দেখিয়া গা কাঁপিয়া ওঠে। স্থানে স্থানে এত জঙ্গল যে আলোকমাত্রও প্রবেশের উপায় নাই। এরূপ দুর্গম স্থানেও ভগবানের অসীম করুণা পরিস্ফুট রহিয়াছে। কোথাও বা অমৃত-প্রবাহ-স্বরূপ-ঝরণা রুক্ষ পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ছুটিযাছে—ক্লান্ত পথিক তৃষ্ণা দূর করিতেছে। কোথাও বা অযত্ন-সম্ভুত বৃক্ষরাজি সুমিষ্ট ফলভরে অবনত হইযা রহিয়াছে। শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি বিনোদন করিতেছে। এইরূপে পার্ব্বত্য পথে ৫ মাইল চলিয়া একটি উচ্চ পর্ব্বতের পাদদেশে পৌছিলাম। ৫ মাইল আঁকা বাঁকা পথ ঘুরিয়া শৃঙ্গোপরি উঠিতে হয়। এই পাহাড়টি এত উচ্চ যে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু অন্ধকারময় হয়—মাথা ঘুরিবার উপক্রম করে। উপরে উঠিতে উঠিতে বক্ষঃস্থল কম্পিত হইতে থাকে। বহুকষ্টে দুরারোহ স্থান অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় 'লাখুনী' বাংলাতে পৌছিলাম। নকাছাড়ি হইতে ১৮ মাইল দূর। চৌকিদার ষ্টোভ জ্বালাইয়া দিল—চা খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি আহারের সময় জানিলাম রেভারেণ্ড বেলি গোলাঘাট হইতে আসিয়াছেন, তিনি দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে আছেন। প্রভাতে গাত্রোত্থান করতঃ হাত মুখ ধুইয়া বাহিরে গেলাম। কি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য—আমি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইলাম। বহু দূরে তুষারাকীর্ণ গিরিরাজ হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ গৌরিশঙ্কর, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি ভারতের উত্তর সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। বিশালকায় ব্রহ্মপুত্র ক্ষীণ রজত

রেখার মত দেখাইতেছে। জোরহাট স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। গৌহাটি অস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আমি এসব দৃশ্য দেখিতেছি, এমন সময় রেভারেণ্ড বেলী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইল। তিনি ইমপুরে থাকেন—মককচঙ্গ হইতে ৯ মাইল দূর। তিনি আমাকে দেখাইতে লাগিলেন—ওই যে ঘন সন্নিবিষ্ট তুষার স্তূপ দেখা যাইতেছে উহা দার্জ্জিলিং পাহাড়, ওই গম্বুজাকৃতি তুষার মুণ্ডিত শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর। তাহার পাশে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ধবলগিরি ; ওই ব্রহ্মপুত্র নদী গৌহাটির পাদদেশ প্রক্ষালিত করিয়া চলিয়াছে—একটি শুভ্র রজত ধারার মত দেখা যাইতেছে। লাখুনি পাহাড়ের পাদদেশ হইতেই সরকারী রক্ষিত বন ও নাগা হিল (Reserved forest) আরম্ভ হইয়াছে, উহা শিবসাগর জেলার অন্তর্ভূক্ত। ঘন সন্নিবিষ্ট সীমাহীন, অন্তহীন বনভাগ গাছেব মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশিয়া চলিয়াছে ; তুষারাকীর্ণ বিস্তৃত বনভাগ বিশাল পয়োধির ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোথাও বানরের কিচিমিচি, হরিণের ডাক, উল্লুকের কর্ণভেদী বিকট শব্দ গাঢ় নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতেছে—যেন দূর সমুদ্রে জলজন্তুর আলোড়ণে শান্ত জল রাশি ক্ষণে ক্ষণে মথিত হইয়া উঠিতেছে। সহস্র কিরণে দিক্‌বধূ আলোকিত হইয়া উঠিল। তুষার বিগলিত বনভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালার ন্যায় পয়োধি বক্ষে ভাসিতে লাগিল। দূরে তুষার শ্রেণীর উপর, তুষার শ্রেণী সমবেত হইয়া যেন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ প্রতিহত হইতে লাগিল। এই বন সমুদ্রে সর্ব্বপ্রকার বন্যজন্তু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে—হস্তী যুথদল বাঁধিয়া বাহির হয়।

লাখুনী হইতে 'আউ' নাগার দেশ আরম্ভ হইয়াছে। নাগা জাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে 'আউ' একশ্রেণী। নাগাজাতি প্রধানতঃ (১) আউ (২) আঙ্গামী (৩) সেমা (৪) লোটা (৫) রেঙ্‌মা (৬) কাঁচা নাগা (৭) কুকী নাগা (৮) মিরি নাগা (৯) মেমি নাগা

(থাম্বুল বা মণিপুরী) ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত। উহারা নাগা ছিল, মণিপুর ও ব্রহ্মের সীমান্তে বাস করে। উহাদের ভাষা বিভিন্ন—একজাতি অন্যজাতির ভাষা বুঝে না। তাহাদের প্রচলিত রীতি নীতি ও পৃথক।

মহাভারত বর্ণিত নাগদেশ বা নাগলোক বর্ত্তমান নাগাপাহাড়ে, তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'খনমাতে' নাগকন্যা উলুপীর বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজও দৃষ্ট হয়। 'খনমা' কহিমা হইতে এগার মাইল দূরে। মণিপুর হইতে খনমা পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই সুড়ঙ্গের পথে বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে মুর্চ্ছিত ধনঞ্জয়ের চৈতন্য সম্পাদনার্থে নাগলোক হইতে ঔষধ আনীত হয়। এখনও খনমাব নাগারা সুড়ঙ্গের নিকট প্রতি বৎসর উৎসব করিয়া থাকে। মণিপুরে সুড়ঙ্গের উপরিস্থ গৃহে প্রাচীন রাজাদের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। সুড়ঙ্গের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ন্যায় দৃষ্ট হয়, কেহ ভয়ে প্রবেশ কবিতে সাহস পায় না। 'উষার' নাম অনুসারে 'উখা' নাম হইয়াছে। উখা পাহাড়ে উষাব বাড়ীর চিহ্ন এখনও আছে। উখা পাহাড়ে একটি সার্ভে পার্টির পোষ্ট আছে। উক্ত পোষ্টের নীচে একটী লতা পরিবেষ্টিত দীর্ঘিকা আছে। প্রবাদ আছে একটি শ্বেত ব্যাঘ্র ঐ বাড়ী পাহারা দেয়। অনেক নাগা ব্যাঘ্রকে দেখিয়াছে ; ব্যাঘ্র কাহাবও অনিষ্ট করে না। নাগারা উক্ত স্থানকে পরম পবিত্র জ্ঞান করে এবং বৃহৎ প্রস্তরের নিকট পূজা করে। তাহারা কোন দ্রব্য উক্ত পাহাড় হইতে গৃহে লইয়া যায় না। তাহাদের বিশ্বাস সেখান হইতে কোন দ্রব্য আনিলে পথ ভুলিয়া যায়। উখা পাহাড়ে এক মহাদেব আছেন, কতদিনের স্থাপিত কেহ বলিতে পারে না। কেহ বলেন 'উষা' মহাদেবের পূজা করিতেন। পবিত্র হৃদয়ে মহাদেব সমীপে মানস করিলে লোক সফলকাম হয়, ইহার অনেক নিদর্শন এখানে অদ্যাপি ও

আছে। মহাভারতে বর্ণিত প্রমীলার দেশ সেমা ও ব্রহ্মা পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। সকল জাতীয় নাগাদের মধ্যে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে মলমী পাহাড়ের নিকট (কহিমা হইতে ৮০ মাইল দূরে) একটি মেয়ে গ্রাম আছে। সেখানে কেবল মেয়ে মানুষ বসতি করে। প্রবাদ আছে কোন পুরুষ লোক সেখানে যাইতে পারে না। যদি কেহ গ্রামের নিকটস্থ হয়, চতুর্দ্দিক ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হয় এবং মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে, পথিক পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে মেয়েরা গৃহে বড় বড় কৌটায় মৌমাছি পুড়িয়া রাখে, কোন লোক গ্রামের সন্নিকটস্থ হইলে মৌমাছি ছাড়িয়া দেয়। প্রাণ ভয়ে লোক পালাইয়া যায়। গ্রাম সংলগ্ন একটি স্থান আছে সেখানে এক প্রকার 'হাওয়া' চলে, (তাহাকে নাগারা 'দেও' বলে)। স্ত্রীলোকেরা সেখানে গেলে গর্ববতী হয়। প্রসবান্তে মেয়ে সন্তান যত্নে প্রতিপালন করে, পুত্র সন্তানকে হত্যা করে।

আউ নাগার উৎপত্তি :—

নাগারা তাহাদিগকে আউ বলে; আসামীরা উহাদিগকে 'হাতিগড়ি' বলে। 'লুঙ্‌থ্রক' পাহাড় তাহাদের আদি বাসস্থান। 'লুঙ্‌থ্রক' মককচঙ্গের অনতিদূরে 'ডিকো' নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। নাগারা বলে মঙ্গলময় জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রথমে 'লুঙ্‌থ্রক' পাহাড়ে বাঘ, মানুষ ও দেও তিন ভাইকে প্রেরণ করেন। বাঘ সর্ব্বজ্যেষ্ঠও দেও কনিষ্ঠ। তিন ভাই পরম সুখে একত্র বাস করিতে লাগিল। একদা পূজা মানসে তিন ভাই ক্ষেত্রে গমন করে। মানুষ একটি শূকর বলি দেয়। বাঘ তাহার কাঁচা রক্ত পান করিয়া বলে আমি এখানে থাকিব না, জঙ্গলে পশু বধ করিয়া কাঁচা রক্ত ও মাংস খাইব। বাঘ গমনে উদ্যত হইলে, মানুষ তাহাকে ডাকিয়া বলিল,

দাদা বনে অপর্য্যপ্ত আহারীয় পাইলে আমার জন্য মাংস রাখিয়া দিও। বাঘ 'ভাল' বলিয়া চলিয়া গেল। নাগারা বলে বাঘ কোনও জন্তু হত্যা করিলে অর্দ্ধেক নিজে খায়, অর্দ্ধেক তাহাদের জন্য রাখিয়া দেয়। বাঘ চলিয়া গেলে 'দেও' পশ্চাৎদিকে হস্তদ্বয় রাখিয়া মানুষের অগোচরে একটি ক্ষুদ্র বাঁশের 'খাঙ' প্রস্তুত করিল। তৎপরে 'খাঙ মানুষের হাতে দিয়া বলিল, "আমিও বনে চলিলাম, যখনই তুমি পূজা কর, আমার প্রাপ্য অংশ মুরগী, ডিম্ব, কিংবা শূকরের মাংস এই প্রকার 'খাঙে' পূজাস্থানে আমার জন্য রাখিও।' 'দেও' এই বলিয়া চলিয়া গেল। 'দেও' সর্ব্ব-প্রথম 'খাঙ' প্রস্তুত কবিয়াছিল। 'লুঙ্‌থ্রুক' পাহাড়েব সকল বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের ভিতর হইতে আবও বহু নরনারী জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল।

সকলে একত্র বসতি কবিতে লাগিল। যখন "চঙলিইয়ংতি" গ্রাম সমস্ত নরনারীর একত্র বসতি অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন প্রথম সৃষ্ট মানব কতিপয় নরনারী সঙ্গে লইয়া ডিকো নদীর দিকে অগ্রসর হইল। মানব ডিকো নদীর উপর বেতের সেতু প্রস্তুত কবিয়া নরনারীদিগকে পরপারে যাইতে আদেশ করিল। সকলে পরপারে অবতীর্ণ হইলে 'মানব' সেতু পার হইল। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট নরনারী উহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পরপারে যাওয়ার জন্য উপক্রম করিলে 'মানব' পুল কাটিয়া দিল। যাহারা পুল পার হইতে পারে নাই তাহাদের মধ্যে একজন মানুষকে জিজ্ঞাসা করিল "নী আউর"— তুমি একা যাইতেছ নাকি? "নি আউর" হাঁ আমি একা যাইতেছি। এই 'আউর' হইতেই 'আউ' হইয়াছে। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'নাই নিমিরি' তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছ, আমাদিগকে পার হইতে দিলে না। "মিরি" হইতে "মিরি নাগা" হইয়াছে। এখনও ডিকোর দক্ষিণ তীরে 'মিরি' উত্তর

তীরে "আউ" নাগারা বাস করিতেছে। ডিকো পার হইয়া নরনারী সর্ব্বপ্রথমে 'উংমা' ও 'কবিতাং' গ্রামে বাস করিতে লাগিল। প্রথম সৃষ্ট মানুষকে নাগারা "সিলোতি" বলে। আউ নাগার শাখা :— (১) লুঙ্‌ক্ষুত্র, (২) চামী, (৩) আলঙ্‌, (৪) পুমন, (৫) পাউছেন, (৬) লুংচা, (৭) উনাম্‌কু (৮) লুমতো। ইহারা প্রধানতঃ এই আটটি শাখায় বিভক্ত।

আউ নাগার শারীরিক গঠন ও পোষাক পরিচ্ছদ :

আউ নাগা দেখতে খর্ব্বাকৃতি, শরীরের রং অধিকাংশেরই হলুদ বর্ণ, নাসিকা চ্যাপ্টা, চক্ষু ক্ষুদ্র, ভ্রূ সরল এবং টানা, মস্তক চ্যাপ্টা, মুখ লম্বা। উহারা দেখিতে মঙ্গোলিয়ানদের মত।

পুরুষেরা বলিষ্ঠ, পেশী দৃঢ় ও সুগোল ; পরিধানে একটি নেঙ্‌টি, পশ্চাৎভাগে একটি সচ্ছিদ্র কাষ্ঠফলক কটিদেশের নেঙ্‌টির কাপড়ের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। ঐ কাষ্ঠফলকে 'দা' ঝুলাইয়া রাখে এবং কখনও শরীর হইতে উহা পৃথক করে না। কেহ কেহ কাষ্ঠফলকে নানা প্রকার কারুকার্য্য করিয়া থাকে। কোন জাতি হাতে হস্তীদন্ত অনন্তের মত পরিধান করে। কেহ গলায় শঙ্খের মণি, কেহ শূকরের দাঁত পড়ে। প্রত্যেকের কানে তিনটি করিয়া ছিদ্র থাকে ; ঐ সকল ছিদ্রের উপরের ছিদ্রদ্বয়ে কার্পাস এবং নীচের ছিদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ শলাকা পরিধান করে। কর্ণরন্ধ্র কদাচিৎ শূন্য দৃষ্ট হয়। কেহ কর্ণরন্ধ্রে ফুল গুজিয়া রাখে, কেহ বা বংশদণ্ড পরিধান করে, কেহ বা সপত্র বৃক্ষ শাখা কর্ণে পরিয়া গৌরব অনুভব করে। উহারা মস্তকের চতুর্দ্দিকের চুল দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত ক্ষুর দ্বারা পরিষ্কার রাখে। চুল ৩।৪ ইঞ্চির বেশী লম্বা রাখে না। কদাচিৎ গাত্র মার্জ্জনা করে। ময়লা স্তূপীকৃত হইয়া শরীরে জমাট বাঁধিয়া যায়। কোন কোন গ্রামের লোকেরা কর্ণরন্ধ্রে বিভিন্ন প্রকার কর্ণাভরণ পরিধান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে। সরু ৩।৪ ইঞ্চি লম্বা কাষ্ঠ কাল রং-এ চিত্রিত

করিয়া এবং দুই প্রান্তে ½ ইঞ্চি হলুদ বর্ণের রেখা বিশিষ্ট কর্ণাভরণ পরিধান করে। চাংকি (Chanky) গ্রামের স্ত্রী পুরুষেরাই উক্ত প্রকার কর্ণাভরণ পরিধান করে।

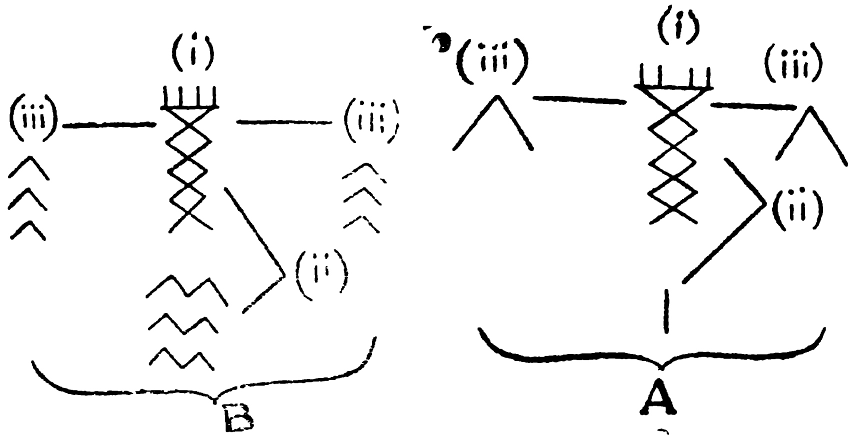
কর্ত্তিত কেশ মস্তকোপরি কাল কেপের ন্যায় (টুপী) শোভা পায়। একখণ্ড কাষ্ঠাসনের উপর চুল সংস্থাপিত করিয়া দা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে। বর্ত্তমানে কোন কোন গ্রামে কাঁচির সাহায্যে চুল কাটিয়া থাকে।

পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতি দেখিতে সুন্দরী। যুবতীরা রীতিমত গাত্র মার্জ্জনা করে এবং পরিপাটী থাকিতে ভালবাসে। স্ত্রীলোকেরা দক্ষিণ হস্তে ৪টি ও বামহস্তে ৩টি পিত্তল নির্ম্মিত বলয় পরিধান করে। স্ত্রীলোকেদের বিভিন্ন শাখা অনুযায়ী কাহারও কর্ণে দুইটি, কাহারও বা একটি ছিদ্র থাকে। উপরের কর্ণরন্ধ্রে পিত্তল নির্ম্মিত বৃহৎ আংটি কেশগুচ্ছের সহিত বাঁধিয়া রাখে। কর্ণের নিম্নাঙ্গ শ্বেত প্রস্তর খণ্ডে শোভিত করে—উহাকে 'মাতুল' কহে। স্ত্রী-লোকেরা খুব সৌন্দর্য্য প্রিয়। তাহারা ফুল খুব ভালবাসে। তাহারা কর্ণে ও মাথায় ফুল পরিয়া থাকে। পুরুষেরা স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্যের খুব পক্ষপাতী। পুরুষেরা আপনাদের রুচি অনুযায়ী স্ত্রীলোকদিগকে অলঙ্কৃত করে। ৭৷৮ বৎসর বয়সে বালিকাদের হাতে, পায়ে, বক্ষঃস্থলে, জানুতে ও চিবুকে উল্কি দেওয়া হয়। কোন বৃক্ষ বীজ কষ কাঁটা দ্বারা চিত্রকার্য্য (উল্‌কি) সম্পন্ন করা হয়। যন্ত্রণায় বালিকারা ছট্‌ফট্‌ করিতে আরম্ভ করে। ৭৷৮ জন লোক তাহাকে ধরিয়া রাখে।

যাহার পিতা মাতা নাই তাহাকে গ্রামের লোকে উল্‌কি দেয়। স্ত্রীলোকেরা কটিদেশ হইতে জানুর নিম্ন পর্যন্ত একটি মেখলা পরে। বক্ষঃস্থল হইতে জানু পর্য্যন্ত অপর একখণ্ড কাপড় জড়াইয়া রাখে। আলোয়ানের মত তৃতীয় একখানি কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখে।

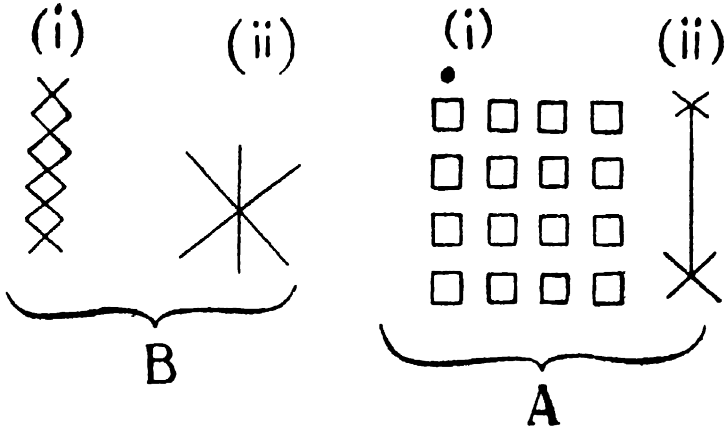
যুবতীরাই শরীর ও পরিধান বস্ত্রের প্রতি অধিকতর যত্নবতী। পৌঢ়া বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা কদাচিৎ বক্ষঃস্থল আবৃত রাখে, তাহারা প্রায়ই তুইখানা কাপড় ব্যবহার করে। বিভিন্ন গ্রামের স্ত্রীলোকেরা ভিন্ন প্রকার কেশ রচনা করে। কিন্তু কেহ বেণী বন্ধন করে না। স্ত্রীলোকেরা গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানাবিধ লাল পাথরের মণিমালা গাঁথিয়া পরিধান করে।

'উলকির' বিভিন্ন প্রকারের চিহ্ন বিভিন্ন গ্রামে প্রবর্ত্তিত আছে। চিবুকে ৪টা সমান্তরাল রেখা চিবুকের ১ ইঞ্চি উপর হইতে আরম্ভ হইয়া গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বক্ষস্থলের উলকি চিবুকের উলকির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কোন কোন গ্রামের স্ত্রীলোকদের চিবুকের বহির্ভাগের রেখা তুইটী অপেক্ষাকৃত নিম্ন প্রদেশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

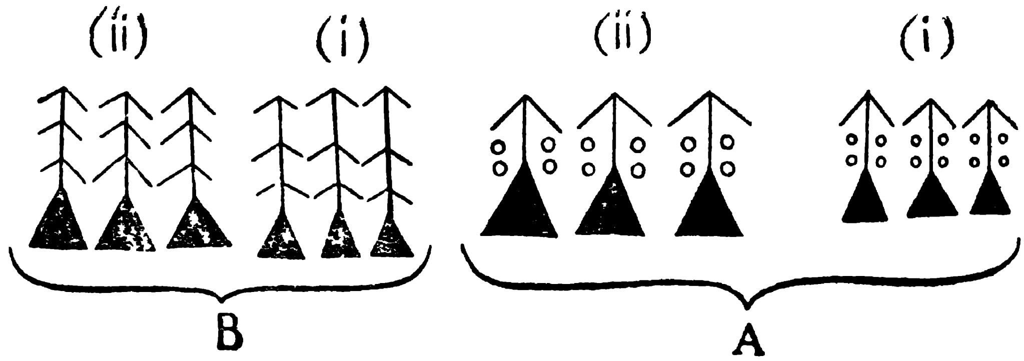


A ও B বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন প্রকার চিত্র।

(i) চিবুক (ii) বক্ষঃস্থল (iii) বক্ষঃস্থল হইতে বাহু প্রান্তে প্রসারিত।



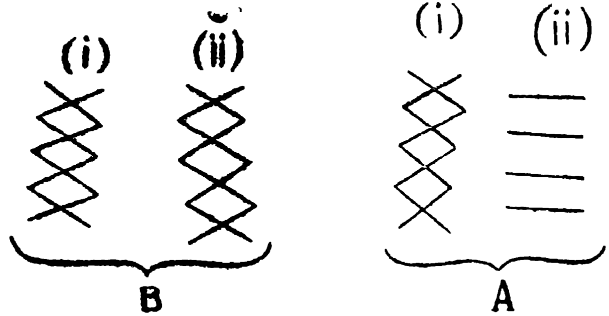
হস্তের উল্কি মণিবন্ধ হইতে কনুইর নিম্ন পর্য্যন্ত A B বিভিন্ন গ্রামের (i) সম্মুখ ভাগ, (ii) পশ্চাৎ ভাগ।



A ও B বিভিন্ন গ্রামের জানুর সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের উল্‌কি চিত্র।

(i) জানুর সম্মুখে (ii) জানুর পশ্চাৎ

জানুর সম্মুখ ভাগের উলকি অপেক্ষাকৃত ছোট। উক্ত উলকি জানুর উপরে ও নিম্নে উভয় দিকে ৩ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।



A ও B বিভিন্ন গ্রামের পায়ের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগের উল্‌কির চিত্র। (i) সম্মুখ ভাগের (ii) পশ্চাৎ ভাগের (B) চিত্রে সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের চিত্র একই প্রকারের।

স্ত্রীলোকদের মধ্যে কোন অবরোধ প্রথা নাই। বিভিন্ন শাখা বা সম্প্রদায়ভুক্ত আউ স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন প্রকার বস্ত্র ও অলংকার পরিধান করে। কেহ নিয়মের অন্যথা আচরণ করিলে তাহাকে জরিমানা দিতে হয় এবং স্বধর্ম্ম অবলম্বনে বাধ্য হয়।

লুঙক্ষুত্র—পুরুষ হাতে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত অনন্ত পরিধান করে, কানে লৌহ নির্ম্মিত শলাকা পরিধান করে। স্ত্রীলোকের কানে পিত্তলের আংটি ও পাথরের 'নাতুল' পরে। স্ত্রীলোকদেব মেখলাতে লাল সুতা দ্বারা ছোট ছোট ফুল তোলা হয়।

চামী:—পুরুষের কোন পোষাক নাই। স্ত্রীলোকেরা কানে "নাতুল" পরে এবং তাহাদের মেখলাতে কোন ফুল নাই।

আলম, পুনম, পাউছেন, লুংচ, উনাম্‌ফু ও লুমতো জাতীয় পুরুষেবা লুঙক্ষুত্রের ন্যায় হাতে হাতীর দাঁত পরিধান করে এবং কর্ণের নীচের ছিদ্রে লৌহ শলাকা পরিধান করে, কিন্তু উনাম্‌ফু জাতীয় পুরুষ লৌহ শলাকা পরিধান করিতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত জাতীয় স্ত্রীলোকেরাও লুঙক্ষুত্র জাতীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় কানে পিত্তলের আংটি ও নাতুল পরিধান করে এবং লাল ফুল বিশিষ্ট মেখলা পরিধান করে। কিন্তু উনামফু জাতীয় স্ত্রীলোকেরা লাল সরু পাইর বিশিষ্ট শাদা মেখলা পরিধান করে এবং লুমতো জাতীয় স্ত্রীলোকেরা কানে চামী স্ত্রীলোকদের ন্যায় কেবল পাথরের নাতুল পরিধান করে।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আসিবার পূর্ব্বে যাহারা নাগাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে কিম্বা সিপাইদের সহিত যাহারা সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধার্থে ২।৩ বার গমন করিয়াছে তাহারা গলায় শূকরের দাঁত লাগাইতে পারে। যাহারা মাথা কাটিয়াছে তাহারা হাতে ও কোমরের সম্মুখে কড়ি নির্ম্মিত পোষাক, বক্ষঃস্থলে ছাগলের লোম নির্ম্মিত লাল রং বিশিষ্ট ব্যাজ (Badge), পশ্চাতে

গুহ্যদ্বারোপরি মানুষের কেশ নির্ম্মিত প্রায় ১ হস্ত দীর্ঘ লেজের ন্যায় পোষাক পরিধান করে এবং গলায় লালমণি পরিধান করে। লালমণি ও লাল ব্যাজ জ্ঞাপন করে যে তাহারা রুধির পাত করিয়াছে।

কেহ কোন পূজা (গেনা) করিলে, শঙ্খমণি পরিধান করিবার যোগ্যতা ঘটে। কাহারও পিতামহ গেনা করিলে সে এক লহর শঙ্খমণি পরিধান করিতে পারে। কাহারও পিতা গেনা করিলে সে দুই লহর শঙ্খমণি পরিধান করিতে পারে এবং নিজে গেনা করিলেও দুই লহর শঙ্খমণি পরিধান করিতে পারে।

দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা গলায় দুই লহরের বেশী শঙ্খমণি পরিধান করিতে পারিবে না, কিন্তু ধনী লোকের স্ত্রীরা যত লহর ইচ্ছা মণি গলায় পরিতে পারিবে এবং তাহাদের মালার মাঝে মাঝে পিত্তলের এক প্রকার কাঁটার ন্যায় জিনিষ গ্রথিত থাকে। অলঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি করিলে সুখী, দুঃখী এবং জাতির পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহারা মাথা কাটিয়াছে তাহারা "Mingkotapsi" 'মিঙ্‌কোত্‌পসি' নামক বস্ত্র পরিধান করিতে পারে। কাল বস্ত্রের নীচের দিকে ৬টি এবং উপরের দিকে ৫টি লাল সমান্তরাল রেখা দৈর্ঘ্যদিকে বিস্তৃত এবং মধ্য দেশে লাল ও সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তক চিত্রিত। উক্ত কাপড় পরিধান করিয়া তাহারা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে।

গলায় শূকরের দাঁত, লালমণি, এবং শঙ্খমণি, হাতে হাতীর দাঁত, মণিবন্ধে কড়ি নির্ম্মিত পোষাক, বক্ষঃস্থলে ছাগলের লোম নির্ম্মিত লাল রংয়ের ব্যাজ, সম্মুখে কড়ি নির্ম্মিত পোষাক পরিধান করে এবং হস্তে কারুকার্য বিশিষ্ট বৃহৎ নাগা জাঠি ধারণ করে।

বিবাহ পদ্ধতি:—এক শাখার যুবক যুবতীরা আপনাদিগকে ভাই বোনের মত ব্যবহার করে। এক শাখার যুবক যুবতীদের মধ্যে বিবাহ হয় না।

লুঙক্ষুত্র শাখার সহিত চামী, পুমন্, আলম্ ও লুমতো শাখার বিবাহ সম্পন্ন হইতে পারে।

চামীর সহিত লুঙক্ষুত্র, পাউছেন ও আলম শাখার বিবাহ চলে।

আলঙ্ এর সহিত লুঙক্ষুত্র, চামী, পুমন, লুংচা, লুমতো ও উনাফু এর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

লুমন এর সহিত লুঙ্ক্ষুত্র, আলঙ্, ও লুমতোর সহিত বিবাহ ঘটে।

পাউছের সহিত লুঙক্ষুত্র, চামী, লুংচা. উনম্ফ ও লুমতোর সহিত বিবাহ হইতে পারে।

লুংচা ও উনাম্ফুর সহিত আলঙ্ ও পাউছেন এর বিবাহ চলে।

লুমতোর এর সহিত লুঙ্ক্ষুত্র, পাউছেন, আলঙ্ ও পুমনের সহিত বিবাহে বাধা নাই।

সাধারণতঃ যুবকদের ২০।২৫ এবং যুবতীদের ১৮।২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহিত দম্পতী প্রায় সমবয়সী হইয়া থাকে। কোর্টসিপের নিয়ম আছে। বিবাহের পুর্ব্বে প্রায় ছয় মাস হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোর্টসিপ চলে। কাহারও পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোর্টসিপ হয়। দীর্ঘকাল কোর্টসিপের পর একে অন্যের মনঃপুত না হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় না।

আউদের মধ্যে কোর্টসিপ ভিন্ন কখনও বিবাহ হয় না। কোর্টসিপের সময় যুবক যুবতী স্বামী স্ত্রীর ন্যায় পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করে। কোর্টসিপের সময়কে আসামী ভাষায় উহারা 'সাথী' করা বলে।

দীর্ঘকাল কোর্টসিপের পর যুবক যুবতীর বিবাহ না ঘটিলে উহা নিন্দনীয় নহে। প্রথম 'সাথীদের' ছাড়াছাড়ি হইলে তাহারা দ্বিতীয় সাথী গ্রহণ করে। কোন কোন যুতীর বিবাহের পূর্ব্বে ১০।১২ জন যুবকের সহিত কখন কখন কোর্টসিপ হইয়া থাকে। কাহারও একজন যুবকের সহিত কোর্টসিপ হইয়া বিবাহ হয়। বিবাহের পূর্ব্বে কোর্টসিপ অবস্থায় যদি কোন যুবতীর গর্ভসঞ্চার হয় তবে সেই যুববকে যুবতীর পাণি গ্রহণ করিতে হইবে। যুবক পাণি গ্রহণে অনিচ্ছুক হইলে নবজাত শিশুর খরচ পাঁচ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বহন করিবে। পাঁচ বৎসর পর শিশুকে যুবক পাইবে। কোর্টসিপ পিতামাতার অগোচরে সম্পন্ন হয়, দীর্ঘকাল কোর্টসিপ হইলে পিতামাতা জানিতে পারে। কোর্টসিপের পর বিবাহের ইচ্ছা হইলে যুবক আপন পিতামাতাকে জানাইবে। সর্ব্বপ্রথম যুবকের পিতা যুবতীর পিতাকে ৪।৫ টা মাছ পাঠাইবে। ইহাই বিবাহের মঙ্গলাচরণ। মাছ দেওয়ার পর যুবক অন্য যুবতীর সহিত এবং যুবতী অন্য যুবকের সহিত প্রণয় প্রকাশ করিতে পারিবে না। নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তাহাকে জরিমানা দেওয়ার পরও বিবাহ হইতে পারে। মাছ দেওয়ার অব্যবহিত পরেই যুবকের পিতা যুবতীর পিতাকে পাঁচ 'খাঙ' ধান ও একটি খুব ভাল দাও পাঠাইয়া দিবে। ঐ দিন খুব পরিষ্কার থাকিবে ও গ্রামে কাহারও মৃত্যু না ঘটে তাহা দেখিবে। উহাই তাহাদের শুভদিন। ধান দেওয়ার ৪।৫ দিন পরে যুবক তাহার পিতৃদত্ত অর্থে, গ্রামের একই জাতীয় লোকদের সাহায্য লইয়া আপনার গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। গৃহ প্রস্তুতের পর তিন দিন পর্যন্ত গৃহের আসবাব ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিবে। চতুর্থ দিনে যুবতীর মা ও তাহার স্ব-জাতীয় ১০।১২ জন মেয়ে সমভিব্যাহারে যুবতীকে লইয়া যুবকের নূতন গৃহে আসিবে। যুবকের সহিত তাহার মা, তাহার স্বজাতীয় স্ত্রী পুরুষ

সকলেই আসিবে। যুবক যুবতীর পিতার আসিবার নিয়ম নাই। উভয় পক্ষীয় সমাগত লোকদিগকে ভাত, মাংস ও মধু খাইতে দিবে। আহারাদির পর বরপক্ষীয় কোন বৃদ্ধ পুরুষ একটি মুরগী লইয়া বরের মুখের নিকট ধরিয়া মন্ত্র পড়িবে এবং তারপর ঐ মুরগী লইয়া কন্যার মুখের নিকট ধরিয়া মন্ত্র পড়িবে। মন্ত্রের বিষয় এই— "তোমরা দীর্ঘজীবি হও, সুখে থাক, তোমাদের গৃহে যেন কোন গোলমাল না ঘটে। তোমরা পুত্র কন্যার মুখ দর্শন কর।" মন্ত্রোচ্চারণের পর গৃহের বাহিরে মুরগীকে হত্যা করা হইয়া থাকে। বর কন্যা ব্যতীত সকলেই উহার মাংস খায়। ঐ দিন বর কন্যা গৃহের বাহির হইতে পারিবে না। সমাগত লোকদের অনেকেই বরের গৃহে রজনী যাপন করে। বিবাহের পর ৭দিন বরকন্যা একত্র শয়ন করিবে না। বিবাহের পর বর কন্যা একত্রে কাঠ কাটিতে বাহির হয়। এক সঙ্গে একাধিক বিবাহের রীতি নাই। Divorce (ডাইভোর্স) প্রচলিত আছে এবং সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। ডাইভোর্সের পর দ্বিতীয় স্ত্রী কিম্বা দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করা যায়। সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর উশৃঙ্খলতার দরুণ, স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বে ও কলহ প্রিয়তার দরুণ ডাইভোর্স ঘটিয়া থাকে। যে দোষী সে ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী থাকিবে। স্ত্রী দুশ্চরিত্রা কিম্বা কলহপ্রিয়া হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিবে এবং স্বামীর কোন জিনিষ সে প্রাপ্ত হইবে না। সন্তান থাকিলে স্বামী রাখিয়া দিবে, দুগ্ধপোষ্য শিশু থাকিলে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রী প্রতিপালন করিবে কিন্তু স্বামী খোরাকির জন্য দায়ী থাকিবে না। স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিলে স্বামীর শূকর, মুরগী, ধান ও গৃহের সমস্ত আসবাবের অর্দ্ধেক স্ত্রী পাইবে। স্বামী দুশ্চরিত্র বলিয়া স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিলে স্বামীর শূকর, মুরগী, ধান ও গৃহের সমস্ত আসবাব স্ত্রী পাইবে। স্বামীর গৃহ এবং জমিতে স্ত্রীর অধিকার নাই।

সকল শাখার মধ্যে বিবাহের একই রীতি প্রচলিত। এক শাখার যুবক যুবতীদের বিবাহের নিয়ম নাই। যদি এক জাতীয় যুবক যুবতীর প্রণয় প্রকাশিত হয় তাহা হইলে জরিমানা করিয়া উহাদিগকে গ্রাম হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে শুধু জরিমানা করিয়া অব্যাহতি দেয়, কিন্তু সকলেই উহাদিগকে উপহাস করে এবং অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।

ধর্ম্মবিশ্বাস ও গেনা :— আউনাগারা ঈশ্বর মানে এবং তাহারা একেশ্বরবাদী। 'পরম কারুনিক মঙ্গলময় জগদীশ্বরকে তাহারা "লিচাবা আলিইয়াংরবা সংরম" কহে। 'লিচাবা'=ঈশ্বর, 'আলিইয়াংরবা=যিনি মাটি তৈয়ার করিয়াছেন (মাটি অর্থে তাহারা মানুষ ও ক্ষেত্র বুঝে) সংরম=দেও। যে দেও মাটি তৈয়ার করিয়াছেন তিনিই ঈশ্বর। তাহাদের কোন উপাসনা বা মন্ত্র নাই। ঈশ্বরকেই তাহারা দেও জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। বৃহৎ পাথরকে তাহারা 'দেও' জ্ঞানে পূজা করে! শীতকালে জানুয়ারী মাসে তাহারা পাথর সমীপে পূজা করে। উক্ত পূজার উদ্দেশ্য যেন গ্রামে কোন মড়ক উপস্থিত না হয়, ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য হয়, জলাধিক্য হইয়া শস্য নষ্ট না হয় এবং গৃহ দাহ না ঘটে। তাহাদের বিশ্বাস এই পূজা না করিলে পূর্ব্বোক্ত অমঙ্গল নিশ্চয়ই ঘটিবে। উক্ত পূজাকে তাহারা Lunglung ba Khalam "লুঙ্‌লাঙ্‌ বা খালাম" কহে। লুঙ্‌লাঙ্‌বা=পাথর, খালাম্‌=পূজা করা। উক্ত পূজাতে একটি বৃহৎ শূকর ও ২টি মোরগ লইয়া যাইবে। শূকর ও একটি মোরগ সেই স্থানে কাটিবে। এক স্থানে ১০০ একশত টুকরা ও একস্থানে ৫০ টুকরা শূকরের মাংস ও ১০০ একশত পাত্রে মধু রাখিবে। একটি মোরগ ছাড়িয়া দিবে। উক্ত মাংস, মধু এবং মোরগ কেহ খায় না। তাহাদের বিশ্বাস-উৎসর্গীকৃত জিনিষ যে খাইবে সে পাগল হইবে।

ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য হওয়ার নিমিত্ত নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাহারা পূজা করিয়া থাকে। ক্ষেত্রে পূজার সময় একটি শূকর ও একটি মোরগ কাটিয়া থাকে। এক এক স্থানে ছয় টুকরা করিয়া তিন স্থানে শূকরের মাংস রাখিবে এবং তিন পাতে মধু রাখিবে। এই পূজাকে 'আলুপেনসা' গেনা কহে।

কোন নাগা ক্ষেত্রে কিম্বা জঙ্গলে কাজ করিবার সময় হাত পা বেশী কাটিয়া ফেলিলে, কিম্বা ভাঙ্গিয়া গেলে, কিম্বা অন্য কোন শক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিলে উক্ত স্থানে তাহাকে 'দেও' পাইয়াছে এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পূজা করিয়া থাকে; যেন সত্বর ব্যাধি মুক্ত হয়। উক্ত 'গেনাকে' তাহারা 'Rentinre' (রেনটিনর) বা 'Arakis' (আরকিস) কহে। উক্ত গেনাতে প্রথমে রোগীব গৃহ সম্মুখে একটি শূকর ও একটি মোরগ কাটিবে, একটি মোরগ ছাড়িয়া দিবে ও একটি মুরগীর ডিম্ব ভাঙ্গিবে। তৎপর 'দেও' প্রাপ্ত স্থানে গেনা করিবে। তথায় একটি শূকর ও দুইটি মোরগ কাটিবে, একটি মোরগ ছাড়িয়া দিবে ও দুইটি মুরগীর ডিম্ব ভাঙ্গিবে। ক্ষেত্রের গেনার ন্যায় একস্থানে ৬ টুকরা করিয়া তিন স্থানে শূকরের মাংস ও তিন পাতে মধু রাখিবে। স্ত্রীলোক হইলে ৫ টা এবং পুরুষ হইলে ৬ টা বাঁশ গেনা স্থানে পুতিয়া রাখিবে এবং ৩ টা 'খাঙ' ঝুলাইয়া রাখিবে।

নিম্নলিখিত গেনাগুলি আউদের ব্যক্তিগত। সঙ্গতিপন্ন লোকেরাই সম্পাদন করে। এই গেনা ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করিতে হয়। নিয়মের অন্যথা করিলে চলিবে না।

(১) সর্ব্বপ্রথমে টংসিচ্ঙ খালাম (Tongsitsng khalam) গেণা করিতে হয়। এই গেণা নিজ গৃহে সম্পন্ন হয় এবং সকল সময় করিতে পারা যায়। এই গেণাতে গৃহে একটি শূকর কাটিবে এবং 'আরাসিনরে'কে (Arasinre) একটি শূকর ও এক 'খাঙ' ধান

দান করে। গেণা সম্পাদনকারী ৬ দিন পর্য্যন্ত গ্রামান্তরে যাইতে পারিবে না এবং গ্রামে]অপরের গৃহে কোন জিনিষ খাইবে না।

প্রত্যেক গ্রামে "আরসিনরে" আছে। তাহারা মঙ্গল প্রার্থনা করিবে এবং রোগীদিগকে দেখিবে, ঔষধ প্রদান করিবে। তাহারা ধর্ম্মযাজক ও বৈদ্য। তাহাদের সন্ততিগণ পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। অপর লোক "আরাসিনরে" হইতে পারে না। তাহারা গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে বৎসরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান প্রাপ্ত হয়।

(২) 'Kitsong Khalam' "খিচঙ্ খালম" :— 'টংসিচঙ্ খালাম' গেণা করিয়া Kitsong Khalam গেণা করিবে। কেহ কেহ সর্ব্বত্র এই নিয়ম প্রতিপালন করে না। 'খিচঙ্ খালাম' প্রথমে করিয়া 'টংসিচঙ্ খালাম' পরে করিয়া থাকে। 'খিচঙ্ খালাম' গেণাতে একটি শূকর ও একটি মোরগ নিজ গৃহে কাটিয়া গেণা করিবে। অপর লোককে গৃহে আসিতে দিবে না। স্বামী স্ত্রী এবং পুত্র কন্যা থাকিলে তাহারা মাংসাদি খাইবে। অপরকে অংশ দেওয়া নিষিদ্ধ। এই গেণাতেও ৬দিন পর্য্যন্ত গ্রামান্তরে যাওয়া এবং গ্রামে অপরের জিনিষ গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ।

(৩) মংলা মংফোপেতা (Mongla mangfopat) :—

পূর্ব্বোক্ত দুই গেণা সম্পাদন করিয়া মংলামংফোপেতা, গেণা করিবে। উক্ত গেণাতে ৭০।৮০ খাঙ্ ধান, ২টি বৃহৎ শূকর ও ৩০।৪০টি মুরগী আবশ্যক হয়। মুরগী ও শূকর গৃহ প্রাঙ্গনে কাটিবে। ৪০।৫০ -খাঙ্ ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া মধু তৈয়ার করিবে এবং ২০।৩০ খাঙ্ ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করিবে। প্রত্যেক আউ খাঙে ৩০ সের ধান ধরে। ইহা ব্যতীত শুকনা মাছ ও মাংস প্রচুর লাগে। গ্রামের আত্মীয় স্বজন ও এক শাখার লোকদিগকে প্রীতিভোজন করান হইয়া থাকে। এই গেণা

৫ দিন ব্যাপী হয়। প্রথম ২ দিন মধু প্রস্তুত করিবে, তৃতীয় দিনে শূকর কাটিবে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে মুরগী কাটিবে। ৫দিন পর্য্যন্ত সকলকে খাওয়াইবে। একমাস পর্য্যন্ত গ্রামান্তরে যাইবে না এবং অপরের জিনিষ খাইবে না।

(৪) আনিপ্‌তংফোপেত (Aniptanfopat):— মংলামংফোপেত গেণার পর আনিপ্‌তংফোপেত গেণা করিবে। উক্ত দুই গেণা একই প্রকার কেবল আনিপ্‌তংফোপেত গেণাতে একটি খুব বৃহৎ শূকর কাটিতে হয়।

(৫) 'নাপুৎসে' (Nafotsa):—আনিপ্‌তংফোপেত গেণার পর 'নাপুৎসে' গেণা সম্পাদন করিবে। এই গেণাতে ৭০।৮০ খাঙ্‌ ধান, একটি গরু, একটি শূকর ও একটি মোরগ লাগিবে। এই গেণাও ৫ দিন ব্যাপী। ৪ দিন পর্য্যন্ত খড় (কাঠ) কাটিবে এবং মধু প্রস্তুত করিবে। ৫দিনে শূকর, গরু এবং মোরগ কাটিবে। গরু কাটাস্থানে কাষ্ঠের হাড়গড়া থাকিবে, মোরগ কাটিয়া সেই হাড়গড়াতে বাঁধিয়া রাখিবে। উক্ত মোরগ কেহ খাইবে না। যেসম গোলমারা গরু কাটিতে আসিবে। তাহাদিগকে 'রুই' (উৎকৃষ্ট আউ মদ্য) খাইতে দিবে। একমাস পর্য্যন্ত অপরের জিনিষ উহারা খাইবে না এবং এক বৎসর পর্য্যন্ত কবর এবং মৃতদেহ রক্ষিত স্থানে যাইতে পারিবে না।

(৬) ফুয়ার (Foar):— নাপুৎসে গেণার পর 'ফুয়ার' গেণা সম্পাদন করিবে। এই গেণাতে প্রায় ১০০ খাঙ্‌ ধান, ১০টা শূকর এবং ৩।৪টা মুরগীর প্রয়োজন হয়। ৪ দিন গেণা হয়। ১ম ও ২য় দিনে খড় কাটিবে ও মধু প্রস্তুত করিবে, ৩য় ও ৪র্থ দিনে শূকর ও মুরগী কাটিবে। গ্রামের সকল লোককে প্রীতিভোজ দিবে, কাহারও কাহারও নিমিত্ত পৃথক ভাবে মাংস তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিবে। একমাস পর্য্যন্ত গ্রামান্তরে যাইতে পারিবে না।

(৭) আক্কিখা (Akkikha) ঃ— ফুয়ার গেণার পর 'আক্কিখা' সম্পাদিত হয়। এই গেণার জিনিষের প্রায় হিসাব নাই। ধান ৫।৬শত মন, শূকর ৩০টা, গরু ২টা এবং মোরগ ১০টা প্রয়োজন হয় এই গেণা একমাস কাল ব্যাপী। গ্রামের সকলকে সুদীর্ঘ উৎসব ব্যাপী প্রীতিভোজন করাইবে। এই গেণা সম্পাদন-কারী এক বৎসর পর্য্যন্ত গ্রামান্তরে যাইতে পারিবে না এবং এক মাস পর্য্যন্ত অপরের জিনিষ খাইবে না।

(৮) আজিচ্যা (Agicha) ঃ— "আক্কিখা" গেণার পর "আজিচ্যা" গেণা সম্পাদিত হয়। এই গেণাতে ২০।২৫ মন ধান, ২টা শূকর এবং ৩।৪টা মোরগ আবশ্যক হয়। ইহাই মিথুন কাটিবার পূর্ব্বে গেণা। এই গেণা তিন দিন ব্যপী। নিজ খেলের "মরম গোলাম" দিগকে এবং "রাঙ্গুলদিগকে গৃহে আহ্বান করিয়া প্রীতিভোজন করাইবে। তাহারা গৃহে নৃত্যগীতাদি এবং কৌতুকাদি করিবে। এই গেণা সম্পাদনকারী ৬দিন পর্য্যন্ত গ্রামান্তরে যাইবে না এবং অপরের প্রদত্ত জিনিষ গ্রহণ করিবে না।

(৯) ছিচ্যাটাং (Sichatang) ঃ— 'আজিচ্যা' গেণার পর "ছিচ্যাটাং" গেণা সম্পাদিত হয়। ইহাই আউদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ গেণা। অবস্থানুযায়ী এই গেণা সম্পাদনকারী এই গেণা যতবার ইচ্ছা করিতে পারে। এই গেণাতে একটা গরু, একটা শূকর, ৩।৪টা মুরগী, ১টা কুকুর ও মিথুন লাগিবে। মিথুনের হিসাব নাই। অবস্থানুযায়ী কেহ ১টা, কেহ ৩।৪টা, কেহ ১০।১২টা মিথুন একসঙ্গে কাটিয়া থাকে। ধান ১শত মনের উপর লাগে। এই গেণা ১০ দিন ব্যপী। ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত জ্বালানী কাষ্ঠ কাটিবে ও মধু প্রস্তুত করিবে। তৎপর মিথুন বাধিবার 'কাঠগড়া' জঙ্গল হইতে কাটিয়া আনিবে। ৯ম দিনে মিথুন কাটিবে। মিথুন কাটিবার পর দিন নিজ গৃহের সম্মুখ ভাগের চাল প্রস্তুত করিবে। যাহারা

মিথুন কাটে তাহাদের গৃহের সম্মুখের চাল ত্রিকোণাকার। গৃহের সম্মুখে মিথুন কাটিবার 'কাঠগড়া' প্রোথিত থাকে। এই সকল দেখিয়া গৃহকর্ত্তা 'ছিচ্যাটাং' গেণা করিয়াছে লোক বুঝিতে পারে। 'ছিচ্যাটাং' গেণা সম্পাদনকারীর গৃহের সম্মুখস্থ মৃত্তিকাতে দরজার ৬টি করিয়া ১২টি এক প্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত চিত্র বিশেষ পুতিয়া রাখিবে। উক্ত খোদাই চিত্রকে মোলং (Molong) কহে। কাষ্ঠ নির্ম্মিত নানাপ্রকার পাখী গৃহের সম্মুখস্থ দেওয়ালে বাঁধিয়া রাখে। কাষ্ঠে বাঘ ও ছাগলের চিত্র খোদাই করিয়া গৃহের সম্মুখে খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখে। চালের উপরে (টুই) বাঁশ ও খড় নির্ম্মিত ফুল ক্রশভাবে প্রোথিত থাকে এবং ফুলের মধ্যে মধ্যে নানা মৃত্তিকা নির্ম্মিত বাটি, বাটির উপরে খড় এবং খড়ের দুইদিকে দুইটি বেতপাতা বাটির সহিত সংবদ্ধ থাকে। বাঁশ ও খড় নির্ম্মিত ক্রশ ফুলকে ওয়াজা (waza) কহে। বাটি ও খড় ও বেত টবের ন্যায় দেখায়, উহাকে পোসাম (Posam) কহে। পোসামের মাঝে মাঝে শুধু ত্রিকোণাকার খড় এবং তাহার উপর বেতপাতা থাকে উহাকে "সেনসীরি', (Senshiri) কহে।

"নাপুৎসে" গেনা সম্পাদনকারীর গৃহের সম্মুখে বারান্দার মধ্যেস্থানে একটি কাষ্ঠের সোজা খুঁটি (Perpendicular) এবং দুইপার্শ্বে দুইটি কাষ্ঠের বাঁকা (Inclined) খুঁটি পুতিবে। তাহার গৃহের চালের উপর সর্ব্বাগ্রে একটি পোসাম (Posam) এবং দুইটি খড় নির্ম্মিত ওয়াজা (waze) থাকে। 'আক্কিথা' এবং 'আজিচ্যা' গেনা সম্পাদনকারীর 'নাপুৎসে' গেনা সম্যাদনকারী গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় সোজা কাষ্ঠ নির্ম্মিত খুটির সহিত একটি বাঁশ প্রোথিত থাকে এবং পার্শ্বে উভয় দিকে দুইটি করিয়া কাঠের খুঁটি ক্রশভাবে থাকে। চালের উপরে 'পোসাম' (Posam)

দুইটী খড় নির্ম্মিত ওয়াজা (waza) ছয়টি এবং বাঁশ নির্ম্মিত ওয়াজা (waze) অনেক থাকে।

উল্লিখিত ব্যক্তিগত গেনা বৎসরে একটির বেশী সম্পন্ন করা যায় না। এক একটি সম্পন্ন করিয়া পরের গেনা অবস্থানুযায়ী এক দুই তিন বা ততোধিক বৎসর অন্তে সম্পন্ন করা যায়। এই সকল গেনা সম্পাদনের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। সম্পাদনকারীর সময় এবং সুবিধামত সম্পাদিত হয়। 'ছিচ্যাটাং' ভিন্ন অন্য গেনা একাধিক বার করিবার নিয়ম নাই। সম্পন্ন ব্যক্তি 'ছিচ্যাটাং' গেনা জীবিত কাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর সম্পন্ন করিতে পারে। আউদের আরও বিভিন্ন প্রকার গেনা আছে। নিম্নে তাহা উল্লেখ করা গেল। এই সকল সামাজিক সরকারী গেনা।

(১) টাক্‌ঙখালম্‌ (Takangkhalam)—মার্চ্চ মাসে প্রতি খেলের বৃদ্ধ পুরুষেরা ও বালকেরা আপনাদের ক্ষেত্রের রাস্তার ধারে গেনা সম্পাদন করে। একটি শূকর, একটি মোরগ ও ছয়টি ডিম্ব আবশ্যক হয়। ডিম্ব ক্ষেত্রের রাস্তায় ভাঙ্গিয়া ফেলে। মোরগ ও শূকর কাটিয়া গেনা স্থানে বৃদ্ধেরা ও বালকেরা আহার করে। অতিরিক্ত মাংস গৃহে লইয়া যায়। ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য হওয়াই এই গেনার উদ্দেশ্য।

(২) ওঙকুমেৎ (Ongkomat) :—উহাকে নাগার 'রুটি' পূজা বলে। Ongko = রুটি। এই পূজা হোলির দিন সম্পাদিত হয়। মরং গোলামের কতিপয় যুবক ৪ স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া বসিবে। গ্রাম হইতে এক যুবক রুটি লইয়া তথায় যাইবে। রুটি রাখিয়া বহির্গমনের সময় তাহাকে প্রজ্জলিত কাষ্ঠ তুলিয়া মারিবে। সে পালাইয়া যাইবে এবং পুনরায় রুটি লইয়া গমন করিবে। পুনরায় তাহাকে মারিবে এবং পালাইয়া যাইবে। এইরূপ তিনবার রুটি লইয়া গমন করিবে। যদি যুবক গুরুতর

আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে অপর যুবক তাহার পালা সম্পাদন করিবে। ওকুমেৎ গেনাতে কোন একটি আউ যুবকের একটি চক্ষু পুড়িয়া গিয়াছিল, সে অনেকদিন আমার চিকিৎসাধীনে ছিল। এই গেনা কৌতুকপ্রদমাত্র।

(৩) লিচাবা খালম্ (Lichaba Khalam) :—ইহা আউদের ঈশ্বর পূজা। গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা তিনটি বৃদ্ধ পুরুষ গ্রামের নীচে এই পূজা করে। একটি শূকর, একটি মোরগ ও একটি ডিম্ব আবশ্যক হয়। শূকর এবং মোরগ কাটিবে, ডিম্ব পূজা-স্থানে রাখিয়া দেয়, মাংস ৫ টুকরা হিসাবে ৫০ পাতে দেয় এবং ৬০ পাতে মধু দেয়। বৃদ্ধেরা তথায় ভোজন করে এবং অবশিষ্ট গৃহে লইয়া আসে। উক্ত মাংস তিন বৃদ্ধ ব্যতীত গ্রামের আর কেহ খাইতে পারিবে না। পূজার পর দিবস সমস্ত গ্রামের গেনা থাকিবে। উক্ত পূজা এপ্রিল মাসে সম্পাদিত হয়।

(৪) চিতান (Chitan) :—এই গেনা মে মাসে হইয়া থাকে। এই গেনা লিচাবা পূজার ন্যায় তিনজন বৃদ্ধ-লোক দ্বারা লিচাবা পূজাস্থানে সম্পাদিত হয় এবং একটী শূকর, একটা মোরগ ও একটা ডিম্ব আবশ্যক হয়। এই পূজার বিশেষত্ব এই যে গ্রামের যে সকল বালক এখনও মরুং গৃহে প্রবেশ করে নাই, তাহারা পূজাস্থানে গমন করিয়া বৃদ্ধাদের সহিত কাড়াকাড়ি করিয়া মাংস খাইবে। চিতান্ আউ কথার অর্থ কাড়াকাড়ি। গেনা উপলক্ষে ৬ দিন পর্যন্ত গ্রামের কেহ অন্য গ্রামবাসীদের সহিত কোন কারবার করিতে পারিবে না। কেহ গ্রামে আসিলে আহার করিতে পারিবে, কিন্তু কোন দ্রব্য সঙ্গে লইতে পারিবে না।

(৫) টাজিংলম্বি (Tazinglombi) :—চিতানের ৪।৫ দিন পরে টাজিংলম্বি গেনা মে মাসেই সম্পাদিত হয়। গ্রামের নীচে ক্ষেত্রে যাওয়ার পথে এই গেনা গ্রামবাসী পুরুষেরা সম্পাদিত

করে। একটি শূকর ও একটি মোরগ আবশ্যক হয়। অসংখ্য 'লাউ' ভরিয়া মধু লইয়া যায়। পূজা অন্তে যুবকেরা মধু এবং মাংস খাইয়া পথিপার্শ্বে বৃহৎ মাচাঙ নির্ম্মাণ করে, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে এবং গান গাহিতে থাকে। বৃদ্ধেরা গৃহে ফিরিয়া যায়।

মাচাঙ নির্ম্মাণের পর যুবকেরা 'একরা' লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়। একবার সাহায্যে মরং গৃহে বৃহৎ অগ্নি জ্বালায় এবং আনন্দে অধীর হইয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করে এবং গলা ছাড়িয়া গীত আরম্ভ করে। তৎপর আবাল বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া মোয়াছি (Moachi) গেনার দিন ধার্য্য করে। গ্রামে আনন্দ উৎসবের ভীষণ রোল পড়িয়া যায়। এই পূজা উপলক্ষে গ্রামে কোন গেনা হয় না।

(৬) মোয়াছি (Moachi):—এই গেনা জুন মাসে সম্পন্ন হয়। পূজার পূর্বে মরম্ গোলামেরা জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কাটিয়া 'দা' রাখিবার কাষ্ঠফলক প্রস্তুত করে এবং গ্রামের প্রত্যেক মরংবাসী বিভিন্ন জাতীয় যুবকেরা আপনাদের শাখা হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এক একটা বৃহৎ শূকর ক্রয় করে। এই গেনা ৭ দিন ব্যাপী হয়। প্রথম দিনে শূকর কাটিবে ও সকলে মিলিয়া মধু মাংস ইত্যাদি খাইবে। তিন দিন স্থানে স্থানে যুবকেরা পোষাক পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া নৃত্য গীত করিয়া বেড়ায় এবং প্রত্যেক স্থানে অপর্যাপ্ত মদ্য মাংস খায়। ৫ম দিনে যুবকেরা গ্রামের রাস্তা কাটে, ৬ষ্ঠ দিনে জল আনিবার রাস্তা এবং ৭ম দিনে মাছ ধরিবার জন্য রাস্তা কাটে। এই গেনা যুবকদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। গ্রামে আমোদ প্রমোদের ফোয়ারা ছুটে।

(৭) চংরাংমঙ্গ (Tsengram mong):—এই গেনা জুলাই মাসের শেষ ভাগে হইয়া থাকে। এই গেনা উপলক্ষে যুবক যুবতী সকলেই আমোদে মত্ত হয়। গ্রামে আনন্দের রোল

পড়িয়া যায়। গৃহে যুবতী ও পৌড়েরা ধান ছাড়িয়া মধু তৈয়ারে ব্যস্ত হয়। যুবকেরা নির্দ্দিষ্ট দিনে জঙ্গল হইতে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ হইতে. বৃহৎ বৃহৎ বঙ্কল কাটিয়া আনে।

তাহা দ্বারা সুদীর্ঘ মোটা এবং সুদৃঢ় রশি (দড়ি) প্রস্তুত করে। রশি কাটার পর তিন দিন ব্যাপী রশি টানার পূর্ণ উৎসব। সমস্ত দিন রাত্রি যুবক যুবতীদের নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—গৃহে গৃহে গমন করিবে, মদ্য মাংস খাইবে এবং নৃত্য গীতাদি করিয়া বেড়াইবে। অপরাহ্নে নরম গৃহের সম্মুখে দীর্ঘ রাস্তায় যুবক যুবতীরা উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রশি টানে। যুবকেরা রশির নিম্ন দিক ধরিবে এবং যুবতীরা রশির উর্দ্ধদিক ধরিয়া টানে। রশি টানিবার সময় যুবক যুবতীরা গান গাহিতে থাকে। যুবতীদের গানে প্রকাশিত হয় যে তাহারা যুবকদিগকে জিততে দিবে না এবং যুবকেরাও গানে যুবতীদিগকে জিততে দিবে না এই কথা বলে।

(৮) ইমখালাম (Imkhalam) :— এই গেনা আগষ্ট মাসের শেষভাগে 'চংরাংমঙ্গ' গেনার পর সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই গেনা গ্রামের মধ্যস্থলে সম্পাদিত হয়। একটি গরু, একটা শূকর, একটা কুকুর ও একটি মোরগ লাগে। এই গেনা একদিন ব্যাপী। মাংসের ভাগ গ্রামবাসী সকলেই পাইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে 'লিচাবা খালম' সম্পাদনকারী তিন বৃদ্ধ ভাগ পাইবে। তৎপর বাহাতুরেরা অর্থাৎ যাহারা নর মস্তক কাটিয়াছে তাহারা ভাগ পাইবে। তাহাদের কৃতকার্যতার সংখ্যা অনুযায়ী ভাগের তারতম্য হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে গ্রামের অন্যান্যেরা সামান্য মাত্র ভাগ পাইয়া থাকে। ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে কোন গ্রামকে পরাজিত করিয়া যে সকল সামগ্রী পাইত তাহাদের সর্ব্বপ্রথম ভাগ ও 'লিচাবা খালম সম্পাদনকারী তিন বৃদ্ধ পাইত, তৎপর বাহাতুরেরা

এবং সর্ব্বশেষে অবশিষ্ট লোকেরা পাইত। উক্ত তিন বৃদ্ধকে 'পুটির' (Putir) কহে। গ্রামের 'মিলেনরীদিগের' সৎকার উহারাই করে। ইমখালামে গ্রামের ৭ দিন গেনা। গ্রামান্তরের লোকদের সহিত কোন কারবার করিবে না এবং কোন দ্রব্য গ্রাম হইতে লইয়া যাইতে দিবে না।

পূর্বোক্ত বর্ণিত গেনা সকলের ব্যয় গ্রামের সকলে বহন করিয়া থাকে, যেহেতু ঐ সকল গ্রাম্য সরকারী গেনা। প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে গ্রামে সকলের নিকট হইতে ধান সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত ধান দ্বারা বৎসরের সকল গেনার খরচ অর্থাৎ শূকর, মোরগ, ইত্যাদির দাম বিক্রেতাদিগকে প্রদান করা হয়। ইহাও তাদের এক উৎসব। উহাকে তাহারা 'সাবিসারু' (Sabisaru) কহে। সাবিসারু অর্থ সংগ্রহ। এই উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহকারী যুবকেরা যথেষ্ট মধু ও মাংস আহার করে।

সাসংটাঙ্গ (Sasangtang) :— 'সাবিসারু' গেনার পর জানুয়ারী মাসের মধ্যে সাসংটাঙ্গ গেনা সম্পাদিত হয়। ইহাও গ্রাম্য সরকারী গেনা। এই গেনাতে সমস্ত গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া গ্রামের চতুর্দ্দিকের পরিখা পুনরায় খনন করিবে, পরিখার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিবে, গ্রামের সম্মুখস্থ সিংহদ্বার মেরামত করিবে। বর্ত্তমান এই গেনার ক্রিয়া সামান্যই আছে যেহেতু পরিখা এবং প্রাচীরের কোন প্রয়োজন নাই। অধুনা সামান্য ভূমি খনন করে, গ্রামের সম্মুখে যে গৃহ আছে (প্রবেশ দ্বার) তাহা মেরামত করে। 'সাবিসারু' এবং 'সাসংটাঙ্গ' গেনার পর নাগাদের নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। এবং ইহার আরও বিশেষত্ব আছে। কোন নাগা ধান কিংবা টাকা কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়াছে ; সে তাহা পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। 'সাসংটাঙ্গ' গেনার পূর্বে মহাজনকে বলিবে সে টাকা দিতে অক্ষম, তাহার পুত্র

কন্যাকে এক, দুই কিংবা তিন বৎসর পর্য্যন্ত মহাজন গৃহে কাজ করিতে দিবে। 'সাসংটাঙ্গ গেনার পরদিন হইতে দ্বিতীয় সাসংটাঙ্গ গেনার শেষ দিন পর্য্যন্ত বৎসর গণনা করা হইবে। এবং সেই গণনা অনুযায়ী পুত্র কন্যারা মহাজন গৃহে কাজ করিবে।

নাগা গ্রাম ও গৃহ

প্রত্যেক নাগা গ্রাম একটি সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। অত্যুচ্চ পর্বত শৃঙ্গোপরি নিরেট পাথরের উপর তাহাদের গ্রাম অবস্থিত। তাহারা রুক্ষ পাষাণের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং গ্রামে একটি তৃণও জন্মে না। প্রত্যেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও গভীর পরিখা। বর্ত্তমানে অনেক পরিখা ভরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার চিহ্ন সর্বত্রই বিরাজিত। বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে গ্রাম রক্ষার্থ তাহারা এক পরিখা খনন করিত। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নাগা হিলে আসিবার পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে মারামারি, কাটাকাটি সর্বদা ঘটিত। পরিখার চতুর্দ্দিকে বাঁশ ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত বৃহৎ প্রাচীর ছিল—এক প্রান্তে বৃহৎ সিংহদ্বার, তথায় কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দরজা। সিংহ দ্বারের উপর একটি ঘর আছে, উহাই গ্রামে প্রবেশ লাভ করিবার রাস্তা। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে এবং সিংহদ্বারে সর্বদা পাহারা থাকিত। পরিখাতে অসংখ্য বংশ নির্ম্মিত লাঠি পুঁতিয়া রাখিত যেন শত্রুসেনা সহজে আক্রমণ করিতে না পারে।

আউদের গ্রাম খুব বড় হাটের বৃহৎ বৃহৎ গলির ন্যায়। গৃহগুলি পরস্পর সংলগ্ন, গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অপ্রশস্ত রাস্তা দুই পার্শ্বে গৃহের সহিত গৃহ মিশিয়া অসংখ্য গৃহশ্রেণী চলিয়াছে। গ্রামের লোকাধিক্য অনুসারে কোথাও দুই, তিন বা ততোধিক গলি অবস্থিত। প্রত্যেকের একখানা গৃহ।

গ্রামে উঠিবার সংকীর্ণ অত্যুচ্চ নাগা পথ, বর্ত্তমানে কোন কোন গ্রাম সরকারী রাস্তার উপরে অবস্থিত। নাগারা সরকারী সোজা রাস্তায় চলিলে পা ব্যথা করে বলিয়া থাকে। তাহারা উচ্চ নিম্ন রাস্তায় চলিতেই অভ্যস্থ।

বিভিন্ন জাতীয় নাগারা বিভিন্ন প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করে। কিন্তু সকল গৃহই খড় নির্ম্মিত ও দুই চাল বিশিষ্ট। আউদের গৃহ দেখিতে একটি ষ্টীমারের ন্যায়। গৃহের প্রস্থ দিক রাস্তার উপর অবস্থিত এবং উহাই আউ গৃহের সম্মুখ ভাগ। গৃহের সম্মুখে একটি দরজা এবং সাধারণ গৃহের মত। গৃহে প্রবেশ করিয়াই ৮।১০ হাত দীর্ঘ ভিত্তি হীন খোলা জায়গা। ইহা গৃহের প্রথম প্রকোষ্ঠ এবং চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা হইতে গৃহের চাল পর্য্যন্ত বাঁশের বেড়া। তৎপর সমস্ত গৃহ ব্যাপী ৩।৪ হস্ত উচ্চ বাঁশের মাচাঙ্গ এবং উক্ত মাচাঙ্গ গৃহের পশ্চাতে খোলা জায়গায় ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চাৎ দিকের মাচাঙ্গ ভূমি হইতে ১০।১২ হাত উচ্চ এবং বাঁশের খুঁটির উপর স্থাপিত। গৃহের দৃশ্য সম্মুখে এবং পশ্চাতে দ্বিবিধ; দূরে পশ্চাৎ দিক হইতে গৃহ দেখিতে ষ্টীমারের ন্যায়। মাচাঙ্গের চতুর্দ্দিকে বাঁশের বেড়া, সম্মুখে মাচাঙ্গে উঠিবার সিঁড়ি ও দরজা এবং পশ্চাৎ ভাগে উন্মুক্ত স্থানে বহির্গমনের ক্ষুদ্র দরজা আছে। গৃহখানিতে দুইটি প্রকোষ্ঠ ও একটি উন্মুক্ত বারান্দায় বিভক্ত। মাচাঙ্গের মধ্যস্থলে ৪ হাত চতুষ্কোণ জায়গা ফাঁক—নিম্নে মৃত্তিকার বেদী মাচাঙ্গ পর্য্যন্ত উন্নত। উক্ত মৃত্তিকার উপর দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টা অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। তাহাতে প্রস্তর খণ্ডোপরি আহার্য্য পরিপক্ক হয়। ভিতরে প্রবেশ করিলে ইঞ্জিন ঘরের মত বোধ হয়। স্ত্রীলোকেরা কখনও উহার পার্শ্বে বসিয়া সূতা কাটে, বস্ত্র বয়ন করে, কখনও বা পশ্চাতে উন্মুক্ত বারান্দায় (মাচাঙ্গ') বসিয়া কাজ করে। অগ্নির চতুর্দ্দিকে

মাচাঙ্গের উপর এক এক খণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠের উপর তাহারা নিদ্রা যায়। তাহাদের শীত বস্ত্র নাই বলিলেই হয়। অগ্নির নিকট থাকার দরুণ শীত কম বোধ হয়। অগ্নি ভিন্ন নাগারা থাকে না, রাত্রে নাগা পথিকেরা রাস্তায় অগ্নি জ্বালাইয়া শুইয়া থাকে। গৃহে অগ্নির চতুষ্পার্শে দ্বিতল বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মাচাঙ্গ, উক্ত মাচাঙ্গে কাঁচা মাছ, মাংস শুকাইয়া থাকে। এত দুর্গন্ধ বাহির হয় যে ভিতরে থাকা অসম্ভব। গৃহের বারান্দায় ধান, কলাই, তামাক পাতা ইত্যাদি রোদ্রে শুকায়। গৃহের নিম্নে মাচাঙ্গের নীচে গরু, মিথুন প্রভৃতি থাকে। মিথুন সচরাচর জঙ্গলে থাকে, কখন কখন গৃহে থাকে। গৃহের প্রথম প্রকোষ্ঠে মোরগ, শূকর এবং কুকুর প্রভৃতি থাকে এবং উক্ত প্রকোষ্ঠে স্ত্রীলোকেরা ধান ঝাড়িয়া থাকে। বৃহৎ কাষ্ঠে কতকগুলি গভীর ছিদ্র করিয়া লয়, উহাই তাহাদের উদুখল। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। যাবতীয় আসবাব উক্ত প্রকোষ্ঠেই রক্ষিত হয় এবং শয়ন, ভোজন উহাতেই সম্পাদিত হয়। তাহাদের ধান=গৃহ পৃথক। গ্রামের নীচে বা এক প্রান্তে পৃথক পৃথক ছোট ছোট মাচাঙ্গ বাঁধিয়া বাঁশের বৃহৎ ঝুড়িতে ধান রাখে। আবশ্যক মত বাহির করিয়া লয়। কেহ কখনও অন্যের ধানে হস্তক্ষেপ করে না।

বিবাহ করিলেই পৃথক গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং পিতা মাতার সহিত পৃথক হইয়া যায়। পিতা মাতা না থাকিলে বিবাহকাল পর্য্যন্ত ভাই বোন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একত্র থাকে। বিবাহের সময় পিতা প্রত্যেক পুত্রকে কতক জমি পৃথক করিয়া দেয়। পুত্র সস্ত্রীক কৃষি কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত করে। পুত্র কন্যা অবিবাহিত কাল পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে কাজ কর্ম্ম করে এবং আহারাদি করে কিন্তু তাহারা প্রাপ্ত বয়স্ক

হইলে ভিন্ন স্থানে রাত্রি যাপন করে। অবিবাহিত যুবকেরা যে স্থানে রাত্রি যাপন করে উহাকে 'মরম্' কহে। প্রত্যেক নাগা-গ্রাম বিভিন্ন 'কেলে'তে অর্থাৎ পাড়ায় বিভক্ত। প্রত্যক কেলের যুবকদের জন্য পৃথক "মরম্" আছে। বালকেরা ১০।১২ বৎসর বয়সের সময় 'মরমে্' রাত্রি যাপন আরম্ভ করে। "মরমে্" যাহারা থাকে, নাগারা আসামী কথায় উহাদিগকে 'মরম' গোলাম বলে।

'মরম্' প্রত্যেক কেলের এক এক পার্শ্বে অবস্থিত এবং অন্যান্য গৃহ হইতে পৃথক। 'মরম্' সাধারণ নাগা গৃহ হইতে আকারে অনেক বৃহৎ এবং নানাবিধ কারুকার্য বিশিষ্ট। প্রত্যেক 'কেলের' অধিবাসীবৃন্দ 'মরম্' কে গৌরবের চক্ষে অবলোকন করিয়া থাকে এবং আপনাদের সাধ্যানুসারে উহা বিভূষিত করে। মরমের সম্মুখ ভাগ খোলা ভূমিতে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্টাসন, সম্মুখে মিথুন, গরু, হরিণ প্রভৃতির মস্তক চতুর্দ্দিকে ঝুলাইয়া রাখে। বাঘ, ভল্লুক, মিথুন, সাপ ও নানাবিধ প্রাণির চিত্র কাষ্ঠ ফলকে চিত্রিত করিয়া গৃহের সম্মুখের বেড়ার সহিত বাঁধিয়া রাখে। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে বৃহৎ মাচাঙের চতুস্পার্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ মাচাঙ তাহাতেই মরম্ গোলামেরা রাত্রি যাপন করে। তৃতীয় প্রকোষ্ঠ গৃহের সর্ব্ব পশ্চাতে অবস্থিত; উহাতে মল মূত্র ত্যাগ করে। এত দুর্গন্ধ যে দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা অসম্ভব। 'মরমে্' সাধারণ নাগা গৃহের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে উন্মুক্ত বারান্দা নাই। 'মরমে্' অবিবাহিতা বালিকারা যাইতে পারিবে না। প্রত্যেকের কেলের বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের গৃহে বয়স্থা বালিকারা বিবাহের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে। সেই সকল গৃহকে 'রাঙ্গুনী চাঙ' (অবিবাহিতা বালিকাদের থাকিবার ঘর) কহে। সে স্থানে যুবকেরা রাত্রি যাপন করিতে পারে না। যুবক যুবতীর অবাধ মিলন প্রথা আছে। আউ

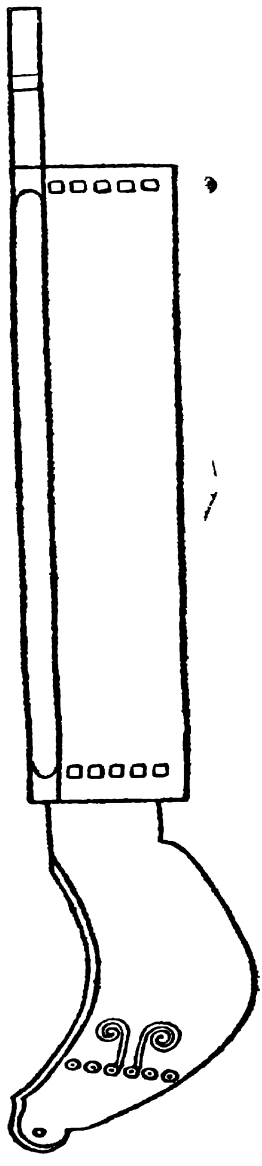
পিতা মাতা মেয়েদের চরিত্রের উপর কোন দৃষ্টি রাখে না। বালিকারা ইচ্ছামত কোর্টসিপ করিয়া স্বামী নির্ব্বাচন করে এবং তাহারা সতীত্বের মর্য্যাদা করে না। নাগারা গৃহের যেখানে সেখানে মল মূত্র পরিত্যাগ করে—জল শৌচ কখনও করে না। প্রত্যেক কেলেতে স্ত্রীলোক ও পুরুষের মল ত্যাগের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে।

আউদের ৫২ খানা গ্রাম আছে। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রাম অন্যূন ২।৩ মাইল দূর। ওংমা, লুঙ্‌চা ও নানকাম (লুঙ্কুম) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গ্রাম। নানকাম সর্ব্বোচ্চ গিরি শিখরে অবস্থিত। এখান হইতে ডিমাপুর, গোলাঘাট, চরালী প্রভৃতি স্থান দেখা যায়। এই বৃহৎ গ্রামে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের সংখ্যা অধিক। এই গ্রামে ৮০০ গৃহ আছে। বৃটিশ রাজত্বের পূর্ব্বে নানকামবাসী নাগারা সমস্ত আউ জাতীর উপর প্রভুত্ব করিত ও কর আদায় করিত।

আউদের 'মরং' গৃহ নির্ম্মাণ অতিশয় কৌতুকপূর্ণ ও হাস্যকর। 'মরং' নির্ম্মাণের 'কেলের' সকলে মিলিয়া গৃহের উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করে। উপকরণ সংগৃহীত হইলে "কেলের" কতিপয় লোক জঙ্গলে কাঠ কাটিয়া একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র মূর্ত্তি কাঠে খোদাই করে। "মরং গোলামেরা' তখন যায় না। মূর্ত্তি প্রস্তুত হইলে স্বায়ংকালে উহা গ্রামে লইয়া আসে। সেইদিন 'মরম্ গোলামেরা' লিচাবা পূজার তিন বৃদ্ধকে লইয়া ১০টা বৃহৎ শূকর কাটে। ব্যাঘ্র মূর্ত্তি আনীত হইলে পর কেলের সমস্ত লোককে মাংস বণ্টন করিয়া দেয়। মাংস বণ্টনের পর 'মরম্ গোলামেরা' আপনাদের প্রাপ্ত মাংসের ভাগ, চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী লইয়া রাত্রিতে জঙ্গলে পালাইয়া যায়। 'মরম্ গোলামেরা' 'মরং' গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। 'কেলের' অন্য লোকেরা 'মরং' প্রস্তুত করিবে। যতদিন 'মরং' নির্ম্মিত না হইবে ততদিন "মরম্ গোলামেরা" গ্রামে আসিতে পারিবে না। মরং নির্ম্মাণকারী কোন ব্যক্তির যদি কখনও

জঙ্গলে মরং গোলামদের' সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে তাহাদিগের সহিত নানারূপ কৌতুক করে। তাহাদিগকে বনের বন্য ইন্দুর, শিয়াল, বন্য শূকর ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করে; 'মরম্ গোলামেরা' তাহাদের সম্বোধন সাদরে গ্রহণ করে; এবং সকলের মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া যায়। যদি কোন মরম্ গোলাম নিয়ম অন্যথা করিয়া গ্রামে যায় এবং 'মরং' গৃহ নির্ম্মাণকারী কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে ঐ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভূমিতে মৃতবৎ পড়িয়া যাইবে এবং উচ্চৈঃস্বরে গ্রামের লোকদিগকে ডাকিয়া একত্র করিয়া বলিবে যে উক্ত 'মরম্ গোলাম' তাহাকে মারিয়াছে। তখন সকলে মিলিয়া উহাকে ভূমি হইতে উঠাইবে এবং মরম্ গোলাম সমভিব্যাহারে তাহার গৃহে যাইবে। জরিমানা স্বরূপ তাহার গৃহের মাছ, মাংস প্রভৃতি সকল লইয়া আসিবে এবং পরম তৃপ্তিতে সকলে আহার করিবে। 'মরম্' গোলাম পুনরায় জঙ্গলে পালাইয়া যাইবে। 'মরং' প্রস্তুত হইলে 'মরম্ গোলাম' দিগকে আহ্বান করিয়া আনিবে।

উহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহাদি সর্ব্বদা বর্ত্তমান ছিল। মাথাকাটা তাহাদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যে অপরের মাথা কাটিতে পারিবে সেই গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য এবং নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিবে। তাহাকে নাগারা আসামী কথায় বাহাদুর কহে। গ্রামে যে বৃক্ষে তাহারা কাটা মস্তক ঝুলাইয়া রাখিত, তাহাকে 'আফ্' কহে। সবডিবিসনাল অফিসার উইলিয়মসান সাহেবের আদেশে সমস্ত নর মস্তক নাগারা জ্বালাইয়া দিয়াছে। তখন তাহাদের মনে শান্তি ছিল না, স্বাধীন ভাবে স্থানান্তরে গমনাগমন করিতে পারিত না, কৃষিকার্য্য নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারিত না, বিশেষতঃ দুর্ব্বলেরা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। আজ ব্রিটিশ পতাকার সুশীতল ছায়ায় তাহারা সুখে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতেছে; প্রফুল্ল চিত্তে কৃষিকার্য্য করিতেছে।



আও নাগাদের রণজয় দাও

'সংকুঙ' (Scoungkong) আউদের রণজয় বাদ্য বিশেষ। বৃহৎ পরিধি বিশিষ্ট বৃক্ষকে কাটিয়া তাহার ভিতর খোলা করিয়া 'সংকুঙ' প্রস্তুত করে। 'সংকুঙ' দেখিতে মকর মাছের ন্যায়, উহাকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করা যায়—মস্তক, গ্রীবাদেশ, শরীর এবং পুচ্ছ। 'সংকুঙ' 'মরম্' গৃহের নিকটবর্ত্তী কোন গৃহের ভিতর থাকে। কোন কোন গ্রামে একাধিক 'সংকুঙ' দৃষ্ট হয়। সকল গ্রামের সংকুঙ সমান নহে, কোথাও আকারে বৃহৎ, কোথাও বা ক্ষুদ্র। নানকাম গ্রামের 'সংকুঙ' সর্ব্বাপেক্ষা আকারে বৃহৎ। তাহার পরিধি ১৪ ফুট, লম্বা ৫৯ ফুট (তন্মধ্যে মস্তক ১১ ফুট, গ্রীবাদেশ ৩ ফুট এবং পুচ্ছ ৫ ফুট)। 'সংকুঙ' গৃহের ভিতর প্রস্তরের উপর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। তাহার উভয় দিকে ৭৷৮ হাত লম্বা, ৩৷৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ৩৷৪টি ক্ষুদ্র বৃক্ষ 'সংকুঙের' গায় সংলগ্ন থাকে। ঐ সকল ক্ষুদ্র বৃক্ষ দ্বারা নাগারা 'সংকুঙে' আঘাত করে উহাই বাদ্য। ব্রিটিশ রাজত্বের পূর্বে কোন গ্রামের সহিত যুদ্ধে জিতিয়া নর মস্তক লইয়া যখন গৃহে ফিরিত তখন এই বিচিত্র বাদ্য বাজাইত। বর্ত্তমানে মিরি, মিসমি, আরব প্রভৃতি সীমান্ত সংগ্রামে যে সকল নাগা সিপাহীদের সহিত গমন করিয়া নর মস্তক কিংবা নরদেহের কোন অংশ লইয়া গৃহে ফিরে, তখন বিজেতার অভ্যর্থনার্থ এই মহাবাদ্য বাজায়। কোন নাগা সীমান্ত সংগ্রামে নরমস্তক না আনিতে পারিলে গোপনে শবের আঙ্গুলি, নাসিকাগ্র কিংবা কানের অংশ কাটিয়া আনে। গ্রামে ফিরিয়া গেনা করে। গ্রামের 'গেনা' উপলক্ষে 'সংকুঙ' বাজায়।

অমাবস্যার রাত্রে 'সংকুঙ' বাজায়। আউদের বিশ্বাস 'চন্দ্র' ও সূর্য্য পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। অমাবস্যার রাত্রে বাঘ চন্দ্রকে গিলিয়া ফেলে। শোক প্রকাশার্থ তাহারা 'সংকুঙ' বাজায়। তাহাদের বিশ্বাস 'সংকুঙ' বাজাইলে বাঘ চন্দ্রকে ছাড়িয়া দিবে এবং তাহাদের গ্রামে কোন অমঙ্গল ঘটিবে না।

চন্দ্র এবং সূর্য্য গ্রহণের সময় পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা 'সংকুঙ' বাজায়। গ্রহণের সময় গ্রামের লোক 'মরুং' গৃহে একত্রিত হইয়া ক্রন্দন করে। তাহাদের ক্রন্দনের এরূপ প্রথা আছে।

'সংকুঙ' পুরাতন এবং জীর্ণশীর্ণ হইলে নূতন 'সংকুঙ' নির্ম্মাণ করে। জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে 'সংকুঙ' নির্ম্মিত হয়। গ্রামের সমস্ত লোক 'সংকুঙ' নির্ম্মাণে সাহায্য করে এবং গ্রামের বাহিরে জঙ্গলে প্রস্তুত হয় কিন্তু যতদিন সংকুঙ নির্ম্মিত না হইবে এবং যে পর্য্যন্ত উহা গ্রামের গৃহে স্থাপিত না হইবে ততদিন কেলবাসী সেই লোকদের খাওয়ার খরচ বহন করিবে। জঙ্গলে মধু, মাংস, ভাত প্রত্যহ নির্ম্মাতাদের জন্য লইয়া যাইবে। 'সংকুঙ' নির্ম্মিত হইলে, তাহার ঘর নির্ম্মিত হইবে। বৃহৎ বৃহৎ মোটা রজ্জু বাঁধিয়া সংকুঙ জঙ্গল হইতে গৃহে টানিয়া আনিবে। যাহার জায়গায় 'সংকুঙ' থাকিবে সে সংকুঙের সম্মুখে 'মোরাঙ্গি' গেনার সমস্ত পোষাক পড়িয়া বসিবে এবং ২৫ জন বাহাদুর অর্থাৎ যাহারা নরমস্তক কাটিয়াছে দুই লাইনে সংকুঙের উপর বসিবে। অন্যান্যেরা রজ্জু ধরিয়া 'সংকুঙ' টানিবে। স্ত্রীলোকেরা মাঝে এবং পুরুষেরা কিনারে রজ্জু ধরিয়া টানিবে। 'সংকুঙ' গৃহে স্থাপিত করিয়া 'কেল' বাসী সমস্ত লোকদিগকে বৃহৎ প্রীতিভোজ দিবে এরূপ প্রথা বিদ্যমান।

খাদ্য-দ্রব্য :— উহারা খুব মাংসপ্রিয়। পুরুষেরা সাপ ও বাঘ ব্যতীত হাতী, ভল্লুক, বানর, কুকুর, মিথুন, শূকর (বন্য ও গৃহপালিত) গরু, মোরগ, হরিণ এবং নানাবিধ পাখী ও মাছ খাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা মোরগ, গৃহপালিত শূকর ও মাছ খাইয়া থাকে। মাছ, মাংস জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া কিংবা আগুনে পোড়াইয়া লবণ ও লঙ্কার সহিত খায়। বনের নানাবিধ

পাতা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া খায়। ভাত উহাদের প্রধান খাদ্য। মাছ এবং মাংস অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া গৃহে রাখিয়া দেয়। লবণ ও ঝাল খুব বেশী খায়। নাগামধু তাহাদের সর্ব্বপ্রধান পানীয়। নাগামধু নাগাদের প্রস্তুত মদ্য বিশেষ। মধু নানাপ্রকার, তন্মধ্যে 'রুহি' সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়। ভাত ও কোন বন্য বৃক্ষের পাতার রসের সংমিশ্রণে মধু প্রস্তুত করে। 'লাউ' এবং বাঁশের 'চোঙা' মধুর পাত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। গৃহে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে প্রথমে তাহাকে মধু দ্বারা সংবর্দ্ধনা করে। উহারা যেখানে যাইবে, সঙ্গে ভাত, মাংস ও মধু লইয়া যাইবে। ক্ষুধা পাইলেই খাইবে। অধুনা সকলেই সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে। অল্প মূল্যের সিগারেট নাগা হিলের সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই সিগারেট খায়। তামাক পাতা (সাদা) আউদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক চলিত আছে এবং উহা তাহাদের প্রিয় সামগ্রী। তামাক পাতা গুঁড়া করিয়া নিজেদের প্রস্তুত কাষ্ঠ কিংবা বাঁশ নির্ম্মিত পাইপে অগ্নি সংযোগে টানিয়া থাকে। কখন বা শুধু মুখের ভিতর পুরিয়া রাখে, কখন বা পানের সহিত ব্যবহার করে। আউয়েরা পানের সহিত কোন বৃক্ষ বিশেষের ছাল তাম্বুলের ন্যায় ব্যবহার করে। এক টুকরা তামাক পাতা কিংবা একটি সিগারেট দিলে স্ত্রী, পুরুষ সকলেই অত্যন্ত খুসী হয়। রাস্তায় চলিতে চলিতে প্রায়ই তাহারা পথিকের নিকট তামাক পাতা বা সিগারেট চাহিয়া থাকে। কখনও দুগ্ধ পান করে না। যাহারা নদীর ধারে বাস করে, তাহারা মৎস্য ধরিতে অভ্যস্ত। তাহারা বিষ প্রয়োগে মাছ মারে। এক প্রকার বৃক্ষের পাতা এবং বীচির রস স্রোত জলে মিশায়, তাহাতে মাছ মরিয়া ভাসিয়া ওঠে। উক্ত রস, রস মিশ্রিত পানীয় জল এবং উক্ত রসে মৃত মাছ মানুষের পক্ষে বিষাক্ত নহে।

নাগারা গ্রামের নিম্নে ঝরণা হইতে বাঁশের বৃহৎ বৃহৎ চোঙ্গা ভরিয়া জল বহন করিয়া আনে। তাহাদের জলের চোঙ্গা ৩। ৩½ হাত লম্বা বাঁশের ভিতরের গিরাগুলি ছিদ্র করিয়া লয়। জল পূর্ণ চোঙ্গাগুলি 'খাঙের' ভিতর পুড়িয়া বহন করিয়া আনে।

আউদের সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারী :—অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ টাকা, হাতীর দাঁত, শূকরের দাঁত, গলার মণি, মিথুন, গরু, শূকর, ধান, স্ত্রীলোকদের 'নাতুল,' নানাবিধ কাপড়, জাঠি, দাও ইত্যাদি। স্থাবর সম্পত্তি—কৃষিক্ষেত্র, বাঁশ এবং বাড়ী।

পিতার অভাবে অস্থাবর সম্পত্তি ভ্রাতৃগণ বণ্টন করিয়া লয়। জ্যেষ্ঠ ভাই অপেক্ষাকৃত বেশী পায় এবং অপরেরা সমান ভাগে পাইয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃগৃহের অধিকারী হয়।

পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন করিবার নিয়ম নাই। ভ্রাতারা একসঙ্গে কৃষিকার্য্য করে এবং উৎপন্ন ধান, কলাই ভাগ করিয়া লয়। কখনও বা একই ক্ষেত্র চিহ্নিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রাতারা কৃষিকার্য্য করে কিন্তু জমি বণ্টন করে না। ভ্রাতৃগণের পুত্রেরাও তাহাদের ত্যাজ্য পৈত্রিক সম্পত্তি সমভাবে অধিকার করে অর্থাৎ এক পিতার ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তুল্যাংশে স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়। কিন্তু কোন ভ্রাতার নিজ পুত্র বিদ্যমানে স্বকৃত উপার্জ্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্রগণ হইতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী হইতে পারে না। পত্যন্তর গ্রহণ না করিলে স্ত্রী জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্বামীর পরিত্যক্ত গৃহে বাস করিতে পরিবে এবং ভরণপোষণ উপযোগী ধান পাইবে। সঙ্গতিপন্ন পিতা স্বেচ্ছায় কন্যাগণকে অস্থাবর সম্পত্তি, ধান, কলাই, মিথুন, গরু, শূকর ইত্যাদি দান করিয়া থাকে।

কৃষিকার্য্য ও উৎপন্ন শস্য :—নাগারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই তুল্য পরিশ্রমী। উভয়েই সমভাবে ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া থাকে। তাহাদের কৃষিক্ষেত্র গ্রাম হইতে সচরাচর ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। পাহাড়ের যে সকল স্থানে মৃত্তিকা আছে সেখানেই তাহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে—অতলস্পর্শী গিরিগহ্বর, বন্ধুর গিরিগাত্রে কিংবা দুরারোহ গিরিশৃঙ্গ সর্ব্বত্র তাহাদের কৃষিকার্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উহারা কৃষিকার্য্য করে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ক্ষেত্রে গমন করে এবং সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগমন করে। একমাত্র ক্ষুদ্র কোদালীর সাহায্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। রৌদ্র বৃষ্টি তাহারা গ্রাহ্য করে না। যখন পুরুষেরা কার্য্যান্তরে থাকে স্ত্রীলোকেরা কৃষিকার্য্য একাকী সম্পন্ন করে। আউদের 'পানিখেত' নাই। তাহারা নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দুই বৎসর তাহাতে শস্য বপন করে এবং আট বৎসর উহা পতিত রাখে—শস্যক্ষেত্র বিজন অরণ্যে পরিণত হয়। তজ্জন্য উহাদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। ক্ষেত দীর্ঘকাল পতিত না রাখিলে তাহাতে শস্য জন্মে না। 'আরা' কাটার হিসাব ধরিয়া তাহারা বয়সের হিসাব রাখে। স্ত্রীলোকেরা স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। একদা এক বৃহৎ ক্ষেত্র খনন দেখিয়াছি। কুড়ি জন যুবতী ও প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক শুধু মেখলা পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোদালীর সাহায্যে ক্ষেত্র খনন করিতেছিল ও গান গাহিতেছিল। আমরা অর্দ্ধঘণ্টা দাঁড়াইয়া তাহাদের কার্য দেখিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য কর্ম্মত্যাগ করে নাই। পার্শ্বে ২।৩টি ক্ষুদ্র শিশু শায়িত রহিয়াছে, কাঁদিলেই মাতারা স্তন্যপান করাইয়া আসে। তাহাদের সঙ্গীত লহরী গিরিগাত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

ধান, কলাই, তামাক, লঙ্কা, মরিচ, কচু, কুমড়া এবং কার্পাস ইত্যাদি সর্ব্বপ্রধান উৎপন্ন শস্য।

স্ত্রীলোকেরা কার্পাস হইতে সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন করে। প্রত্যেকের গৃহে সূতা কাটিবার ও পিজিবার যন্ত্র এবং বয়নোপযোগী তাঁত আছে।

শিক্ষা :—আমেরিকান খৃষ্টীয় মিশন নাগাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ যথেষ্ট অর্থব্যয় ও যত্ন করিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যোগে বর্ত্তমানে আঙ্গামী ও আউ নাগারা লেখাপড়া শিখিবার চেষ্টা করিতেছে। নাগা হিলে কহিমা ও ইমপুরে মিশন অবস্থিত। ইমপুরের মিশন বর্ত্তমানে আউ ও লোটাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। মককচাঙে গভর্ণমেণ্ট প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন—যে সকল গ্রামে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী আছে সেখানেই গির্জ্জা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নাগাদের কোন লিখিত ভাষা নাই। মিশনারীরা ইংরেজী বর্ণমালার সাহায্যে 'আউ' ভাষা শিক্ষা দিতেছেন। ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও ড্রইং উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মিশনারী বিদ্যালয় সমূহ সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত। নাগাদিগকে টেক্‌নিকাল ট্রেনিংও দেওয়া হইতেছে। তাহারা মিস্ত্রির কাজ কর্ম্ম বেশ জানে। নাগা খৃষ্টানেরা বাইবেলের সঙ্গীতগুলি আউ ভাষায় সুকণ্ঠে গাহিতে শিখিয়াছে। বর্ত্তমানে কোন কোন আউ বালক বালিকা শিলং, গৌহাটি, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে।

বাণিজ্য :—এলাচ, কার্পাস, রবার, আগার, টিমবার, বেত প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য নিম্নে সমতল ভূমিতে নিয়া বিক্রী করিয়া থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে নানা প্রকার মণি, কাংশ, দস্তা ও পিত্তল নির্ম্মিত বলয়, শূকরের দাঁত, হাতীর দাঁত, কাচ নির্ম্মিত পুতুল আনিয়া বিক্রী করিতেছে। আঙ্গামীরাই ব্যবসায় ও বাণিজ্যার্থ নানা স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। মণিপুর ও সেমা পাহাড় দিয়া ব্রহ্মদেশে যাওয়ার রাজপথ আছে। নাগারা এই রাস্তায়ই চলাচল করে।

রাজস্ব ও শাসন প্রণালী :—ব্রিটিশরাজ আউ অঞ্চলে প্রতি গৃহের উপর বার্ষিক দুই টাকা হিসাবে কর ধার্য্য করিয়াছেন। কৃষিক্ষেত্রের জমির উপর কোন কর ধার্য্য হয় নাই। বৃদ্ধ, অসহায় পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের খাজনা দিতে হয় না। সরকারী দুভাষী এবং ডাকওয়ালা এবং গাঁওবুড়াদের খাজনা দিতে হয় না। গাঁওবুড়ারা গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী। তাহারা গ্রামের সর্ব্ব বিষয় মীমাংসা করিয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত লোককে গাঁওবুড়া নিযুক্ত করেন। তাহাদের মীমাংসা সরকারে গৃহীত হয় এবং যাহা তাহারা করিতে পারে না তাহাই সরকার মীমাংসা করেন। 'গাঁওবুড়ারা' মফঃস্বলে সরকারী কর্মচারীদের সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। গ্রামের রাজস্ব 'গাঁওবুড়ারা' আদায় করিয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখে সরকারে জমা দেয়। তজ্জন্য তাহারা সরকার হইতে পুরস্কার স্বরূপ শতকরা ১২৷৷০ হারে কমিশন পায়। গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক 'গাঁওবুড়া' ও দুভাষীকে প্রতি তিন বৎসরে একখানি অতি উৎকৃষ্ট লাল বনাত পারিতোষিক দেন। সরকারের দান তাহারা পরম সাদরে গ্রহণ করে এবং উহা অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখে। অধিকাংশ দুভাষী এবং 'গাঁওবুড়া' আসামী এবং কেহ কেহ হিন্দুস্থানী ভাষা জানে। দুভাষী দ্বারা আফিসের কাজকর্ম্ম সম্পাদিত হয়।

পঞ্চায়েতী প্রথা :—প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েতী প্রথা প্রচলিত আছে। গ্রামে কেহ অন্যায় কাজ করিলে গাঁওবুড়া ও অন্যান্যেরা গ্রাম্য বৈঠকে তাহার বিচার করে। দোষী সাব্যস্ত করিলে জরিমানা করে এবং জরিমানা বাবদ নগদ টাকা, মিথুন, গরু, শূকর কিংবা ধান আদায় করিয়া থাকে। সংগৃহীত জরিমানা দ্বারা গ্রামের দুভাষী, 'গাঁওবুড়া' এবং গ্রামের গণ্যমান্য বৃদ্ধলোকেরা প্রীতি ভোজন করিয়া থাকে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত ত্রিশ বৎসর কাজ

করিয়া উপযুক্ত ছেলে, ভ্রাতুষ্পুত্র কিংবা জ্ঞাতির ছেলেকে আপন কাজ অর্পণ করিয়া থাকে।

বর্ত্তমানে মোককচাং এর 'ইমনা মিরিন' আউদের রাজা। মিরিন প্রকাণ্ড টিনের বাংলা নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার ১৫০ শত মিথুন আছে। প্রতি মিথুনের মূল্য গড়ে একশত টাকা। নগদ টাকাও যথেষ্ট আছে। আউদের মধ্যে একমাত্র মিরিনের 'পানিক্ষেত' আছে। মিরিন মককচাং অফিসের প্রধান দুভাষী।

ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ :—ধান এবং নগদ টাকা ঋণস্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে। ঋণ পরিশোধ না করিলে এক বৎসর অন্তে দ্বিগুণ হয় এবং তৎপর চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসেবে প্রতি বৎসর দ্বিগুণ হইয়া থাকে। কোন দলিল নাই। কেহ ঋণ গ্রহণ করিয়া কদাপি অস্বীকার করিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত আউদের মধ্যে এরূপ শুনা যায় নাই। পিতার ঋণ পুত্র, প্রপৌত্র এবং অভাবে অন্য ওয়ারিশান আদায় করিয়া থাকে।

মৃগয়া :— নাগা মাত্রই দৃঢ়কায় এবং নির্ভীক চিত্ত। গহন কাননে একাকী একটি জাঠি ও দাও হস্তে বিচরণ করে। শিকার ও কাষ্ঠ অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। শিকার পাইলে তাহারা উৎফুল্ল হইয়া ওঠে। যখন ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি কোন হিংস্র জন্তুর সন্ধান পায়, নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া জাঠি ও দাও হস্তে বহির্গত হয়। কাহারও সঙ্গে লাইসেন্স প্রাপ্ত বন্দুকও থাকে। অগ্রে অগ্রে তাহাদের গৃহপালিত সারমেয় হাউ হাউ রবে পর্ব্বত বন বিদীর্ণ করিয়া চলিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নাগারা তাহাদের কণ্ঠস্বরে পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলে। কতকগুলি লোক তাহাদের খাদ্য সামগ্রী বহন করিয়া নেয়। কখনও বা জঙ্গলের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া হিংস্র জন্তুকে দ্বিগুণ বিপন্ন করে। তাহাদের কার্য্য মাত্রই পুরুষত্বের পরিচায়ক।

যদিও তাহারা আধুনিক সভ্যতার কোন ধার ধারে না, কিন্তু তাহারা সরল, মিষ্টভাষী, আতিথেয়, ও সত্যপ্রিয়। তাহাদের যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট। নিজেদের প্রস্তুত কাপড়, নিজেদের পরিশ্রমলব্ধ খাদ্যসামগ্রীতে তাহারা পরিতৃপ্ত, কোন প্রকার অভাব অভিযোগ নাই। সভ্যতার আলোক ও বিলাসিতার স্রোত এখনও তাহাদেব মধ্যে প্রবেশ করে নাই। বিধাতা তাঁহার উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য সাগরে অনাবিল স্বচ্ছ প্রাণী সমুহ ছাড়িয়া দিয়াছেন— সৃষ্টি কৌশলের এক অদ্ভুত রহস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একদা স্বায়ংকালে মককচাঙের অনতিদূরে 'জুজু' গ্রামের 'চিলুইমাংবা' নামক জনৈক নাগা ক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পথিপার্শ্বে দুইটি ভল্লুক শাবক দেখিতে পাইয়া একটিকে তাহার হস্তস্থিত একমাত্র ক্ষুদ্র 'দা'র সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিল, দ্বিতীয় ভয়ে পলায়ন করিল। শাবকের চীৎকার শ্রবণ করিয়া ভল্লুকী নাগাকে আক্রমণ করিল। নির্ভীক নাগা ক্ষুদ্র দা ভল্লুকীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিল, দুর্ভাগ্যক্রমে দা খানি দ্বিখণ্ড হইয়া মৃত্তিকাতে আশ্রয় লইল। তথাপি নাগা পশ্চাৎপদ হয় নাই। দুইজনে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিল। নাগা কখনও ভল্লুকীকে কানে ধরিয়া কখনও বা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ভল্লুকী ক্রোধে নাগাকে নখাঘাতে বিদীর্ণ করিতে লাগিল। রুধিরে নাগার দেহ আপ্লুত হইতেছিল। কিয়ৎকাল পরে ভল্লুকী রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। রাত্রি দশটার সময় তাহাকে হাসপাতালে আনা হয়। আহত স্থান কোথাও কোথাও সিলাই করিয়া দিয়াছিলাম। বিজয়ী নাগা অল্প দিনের মধ্যেই সারিয়া উঠিল। রোগীর সাহস এবং উৎসাহ দেখিয়া আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মৃতদেহের ব্যবস্থাঃ— ধনীর মৃতদেহ গৃহ প্রাঙ্গনে এবং দরিদ্রের মৃতদেহ গৃহের সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে উচ্চ মাচাঙ বাঁধিয়া তদুপরি

স্থাপিত রাখে। স্ত্রীলোক হইলে ৫ দিন, পুরুষ হইলে ৬ দিন রাখিতে হয়। ছেলে মেয়ে সম্বন্ধেও একই নিয়ম। নির্দ্দিষ্ট দিন পরে শ্মশানে নীত হয়। আউদের শ্মশান গ্রামের নীচে রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুচাল বিশিষ্ট খড়ের ঘর, ভিতরে উচ্চ মাচাঙ, চতুর্দ্দিকে সাধারণ বেড়া। প্রত্যেক মৃতদেহ রাখিবার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র গৃহ। প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়। তৎপর নির্দিষ্ট দিনে শ্মশানে নীত মৃতদেহ মাচাঙ উপরি শায়িত অবস্থায় স্থাপন করে। আউয়েরা প্রকৃতপক্ষে মৃতদেহ শুকায়। অবস্থানুযায়ী কেহ কেহ শবরক্ষিত গৃহের মাচাঙ্গের চতুদিকে নানাবিধ কারুকার্য বিশিষ্ট নাগা জাঠি, দাও কিংবা বাঁশ ও কাষ্ঠফলকে নানা প্রকার জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কিত করিয়া ঝুলাইয়া রাখে এবং অবস্থানুযায়ী নানাবিধ পোষাক শবদেহে পরাইয়া দেয়। "মিনেনরী" (minenri) কে আসামী কথায় আপথিয়া কহে। আপথিয়া অপঘাত হইতে উৎপন্ন। যাহারা গাছ হইতে পড়িয়া মরিয়া যায়, যাহারা জলে ডুবিয়া মরে, যাহাদিগকে বাঘে মারে, যে সকল স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবকালে মরে তাহাদিগকে আউনাগারা 'মিনেনরী' কহে। তাহাদের সৎকারের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। 'মিননরীদের মৃতদেহ একদিনও গৃহে রক্ষিত হয় না। মৃত্যুর দিনই তাহাদের মৃতদেহ শবরক্ষিত স্থানে নীত হয় এবং গ্রামের বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষেরাই উহাদের মৃতদেহ বহন করে। 'মিনেনরীদের গৃহের লোক ৪।৫ দিন গৃহের বাহির হয় না; এবং শবের অনুগমনও করে না। কেবল জল আনয়নার্থে দিনে একবার বাহিরে যায় এবং ৫ দিন গৃহে থাকিয়া গৃহ রক্ষিত মিথুন, গরু, শূকর, মোরগ ইত্যাদি খায়। ৬ষ্ঠ দিবসে কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহার দরজার সম্মুখীন হইয়া ভিতরে একখণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ; করে তৎক্ষণাৎ গৃহবাসীরা গৃহ হইতে নিক্রান্ত

হয়। এইরূপ নির্গমনকে নাগারা গৃহ হইতে পলায়ন করা বলে। পলাতক লোকেরা গ্রাম প্রান্তে ক্ষুদ্র কুটীর প্রস্তুত করিয়া একমাস অবস্থান করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও একমাসোপযোগী চাউল, লবণ, লঙ্কা ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দেয়। একমাস পর্য্যন্ত উহারা কোন কাজে বাহির হয় না এবং গ্রামের লোকেরা উহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে পারে না। গ্রামের লোক যে স্থান হইতে পানীয় জল আনয়ন করে, উহারা তথায় যাইতে পারে না, ভিন্ন স্থানের জল পান করে। একমাস অন্তে উহারা কাজে গমন করিবে এবং নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিবে। উহাদের পরিত্যক্ত গৃহ, আসবার, টাকা কড়ি, বস্ত্রালঙ্কারাদি যাবতীয় জিনিষ কেহ লইবে না এবং স্পর্শও করিবে না। আউ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোকেরা লইতে পারে। সাধারণতঃ পরিত্যক্ত সম্পত্তি সেমারা লইয়া থাকে। ‘মিনেনরীদের’ মৃত্যু উপলক্ষ্যে গ্রামে তিন দিন গেনা নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত তিন দিন কেহ কাজে বাহির হইবে না, কেবল জল আনিবার জন্য একবার বাহির হইবে এবং তৃতীয় দিবসে কাষ্ঠ সংগ্রহার্থে বহির্গত হইতে পারে। ‘মিনেনরী’ ব্যতীত অন্য লোকের মৃত্যু হইলে গ্রামে দুই দিন ‘গেনা’ নির্দ্দিষ্ট আছে। যে দিন মরিবে এবং যে দিন মৃতদেহ রক্ষিত স্থানে নীত হইবে, উক্ত দুইদিন কেহ কোন কাজ করিতে পারিবে না এবং গ্রামের বাহিরে যাইবে না। আউদের বিশ্বাস গেনার দিনে কাজ করিলে গ্রামের লোকদের অকল্যাণ ঘটিবে।

সেমা নাগা

(Sema Naga)

সেমাদের বাসস্থানঃ—সেমারা নিজেদের এসিমি বলে। আঙ্গামীদের সহিত সেমাদের ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। সেমারা দয়াং, তিজু এবং টিটু উপত্যকায় বাস করে।

সেমাদের উৎপত্তিঃ—সেমাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কিংবদন্তি আছে। সেমারা বলে তাহারা জাপু পাহাড় হইতে আসিয়াছে। কোন কোন সেমাদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে সর্ব্ব প্রথমে মাতৃগর্ভ হইতে মানুষ, দেও এবং বাঘ ভূমিষ্ঠ হয়। মানুষ এবং দেও তাহাদের বৃদ্ধা মাতাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করিত এবং বাঘ সর্ব্বদা স্বীয় জননীকে উদরসাৎ করিবার প্রয়াস পাইত। মানুষ এবং দেও এর ভয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সাহস পাইত না। যখন মানুষ ও দেও কৃষি ক্ষেত্রে গমন করিত তখন শ্রীমান বাঘের উপর জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিত, কিন্তু বাঘ মাতাকে একাকিনী পাইয়া ভক্ষণের মানসে তাহাকে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করিত। বাঘ কৃষি করিতে জানিত না—তাই মাতাব প্রহরী থাকিত, ব্যাঘ্র ভয়ে ক্লিষ্টা জননী ক্রমে আরও জীর্ণাশীর্ণা হইতে লাগিল। মানুষ ও দেও যখন মাতার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী এবং ব্যাঘ্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, তখন ব্যাঘ্রকে ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া আপনারা মাতার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিল। জননীর মৃত্যু হইলে তাহারা মৃতদেহ ব্যাঘ্রের ভয়ে উনুনের নিম্নে পুতিয়া রাখিল। ব্যাঘ্র গৃহে ফিরিয়া মাতাকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল এবং মাতার কথা জিজ্ঞাসা করিল। মানুষ ও দেও

উত্তর দিল যে মাতা দূরে জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছেন। ব্যাঘ্র বাবাজী মাতার অনুসন্ধানে জঙ্গলে চলিয়া গেল। মানুষ ও দেও একত্রে কৃষিকার্য্যে মন দিল। দেও এর চষা ক্ষেতে নানাবিধ শস্য প্রচুর জন্মিতে লাগিল এবং দেও সে সময়ে যতটুকু জমি কর্ষণ করিতে পারে, মানুষ তাহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ সময়েও ততটুকু জমি কর্ষণ করিতে পারে না। দেও নানা প্রকার গেনা ও তুকতাক্ জানে, মানুষ তাহা বিদিত নহে। ক্ষেত্রে গমনকালে মানুষ যে পথে গমন করে, দেও তাহার বিপরীত পথে যায়। মানুষ একদা দেওকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোন পথে যাইবে? দেও উত্তর দিল, আমি উপরের পথে যাইব। মানুষ দেওএর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নীচের পথে গেল এবং হঠাৎ দেখিল মুরগীর ন্যায় একটা লাল পদার্থ কোথা হইতে তীরবেগে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মানুষ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। দেও মন্ত্র পড়িয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল এবং বলিল, তোমার মৃত্যু ঘটিবে বলিয়া আমি তোমাকে যে রাস্তা বলি, সেই পথে গমন করি না—বিভিন্ন পথে গমন করি। ইহার পর মানুষের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া দেও কোন জলাশয়ের ধারে চলিয়া গেল। যাওয়ার কালে মানুষকে উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্যের এবং গেনা করিবার পরামর্শ দিয়া গেল। তাই নাগারা দেও পূজা করিয়া থাকে।

সর্ব্বপ্রথম মানুষের দুইটি পুত্র সন্তান হয়। তাহাদের নাম 'উপ' (সেমা কথায় 'উপ'=পালাইয়া যাওয়া—তখন একটি মুরগী পালাইয়া যাইতেছিল তাই 'উপ') এবং 'হুয়েপো' (হুয়েপো= মধু খাওয়ার লাউ—মধু খাওয়ার লাউ একটি নিকটে ছিল তাই 'হুয়েপো) রাখে।

কোন কোন সেমাদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে আঙ্গামী আউ, লোটা এবং সেমা চারি সহোদর ভ্রাতার সন্ততি। জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা ধার্ম্মিক ছিল, পিতামাতা তাহাকে পরম আদর ও যত্নে লালন পালন করিত, বস্ত্রাদি তাহাকে যথোচিত দিয়াছিল; তাহার সন্ততি আঙ্গামী জাতি। দ্বিতীয় সন্তান অত্যন্ত কলহ-প্রিয় ছিল, তাই পিতামাতা তাহাকে সামান্য মাত্র বস্ত্র প্রদান করিয়াছিল। দ্বিতীয় সন্ততি 'আউ'। তৃতীয় ও দ্বিতীয়ের ন্যায় সর্ব্বদা ঝগড়া বিবাদ করিত এবং তাহাকে পিতামাতা দ্বিতীয়ের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিল; তৃতীয়ের সন্ততি লোটা। চতুর্থ অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত ও স্বেচ্ছাচারী ছিল, কদাপি পিতামাতার বশীভূত ছিল না, পিতামাতা বিরক্ত হইয়া তাহার কটিতে এক টুকরা বস্ত্র বাঁধিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। চতুর্থের সন্ততি সেমা। উপরোক্ত চারি জাতির পরিধেয় বস্ত্র পূর্ব্বোক্ত কারণে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে।

কোন কোন সেমারা বলে যে তাহারা 'কেজোকেনোমা' গ্রামের এক বৃহৎ প্রস্তরের ভিতর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নাগা জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আঙ্গামীদের মধ্যেও নানারূপ জনশ্রুতি আছে। কেহ কেহ বলে যে আঙ্গামী, সেমা এবং লোটা 'কেজোকেনোমা' গ্রামের বৃহৎ প্রস্তরের ভিতর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রস্তরের ভিতর হইতে নাগাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ অন্যান্য নাগা জাতির মধ্যে শুনা যায়। 'আউ' নাগারা বলে তাহারা "লুঙ্ থ ক" পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সমস্ত নাগারাই এজন্য পাহাড়কে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে।

'কেজোকেনোমা' গ্রাম হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে আঙ্গামীদের এরূপ প্রবাদ আছে যে কোন সময়ে এক বৃদ্ধ দম্পতি বাস করিত। তাহাদের তিন পুত্র ছিল। পুত্রেরা প্রত্যহ পালাক্রমে এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপর ধান রৌদ্রতাপে শুকাইত। সায়ংকালে এক বোঝা ধান শুকাইলে দুই বোঝা হইত। পাথরের

এই গুণ দেখিয়া পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। পুত্রগণের মধ্যে মারামারি হওয়ার আশঙ্কায় পিতা পাথরখণ্ডের উপর খড় চাপা দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, বজ্রের ন্যায় গভীর নিনাদে প্রস্তরখণ্ড দেখিতে দেখিতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। প্রস্তরের অভ্যন্তরস্থ দৈত্য স্বর্গে চলিয়া গেল। প্রস্তরখণ্ডের লুক্কায়িত মহিমা বিলুপ্ত হইল। ভ্রাতৃবিরোধ অচিরেই আরম্ভ হইল, ভ্রাতারা পৃথক হইয়া বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গেল। তাহাদের সন্ততি—আঙ্গামী, সেমা ও লোটা। আঙ্গামী, সেমাও লোটাদের একবংশে উৎপত্তির প্রবাদ সম্বন্ধে আমরা বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও এই তিন জাতির কার্য্যকলাপের সাদৃশ্য দেখিলে কোন এক সময়ে তাহারা একত্র অবস্থান করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে পারি। আউ ও মিরিদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং তাহাদের একবংশে উৎপত্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। আঙ্গামী, সেমাও লোটারা মৃতদেহ মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখে, আউ ও মিরিরা মৃতদেহ শুকায়। আঙ্গামী, সেমা ও লোটা স্ত্রীলোকেরা উল্কী পরে না। আউ ও মিরি স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাঙ্গে উল্কী পরে। আঙ্গামী এবং সেমা ও লোটাদের পৃথক মরং বা অবিবাহিতদের বাসগৃহ নাই; আউ ও মিরিদের মরং গৃহ আছে। আঙ্গামী, সেমা ও লোটাদের রণভয়বাদ্য (শঙ্কুম) নাই; আউ ও মিরিদের শঙ্কুম আছে। গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইহাদের সাদৃশ্য আছে। আঙ্গামী, সেমা ও লোটাদের গৃহে কাষ্ঠনির্ম্মিত কিকা আছে, কিন্তু মাচাঙ্ নাই। আউ ও মিরিদের গৃহব্যাপি বাঁশের মাচাঙ্ এবং গৃহের বহির্ভাগে বাঁশের নির্ম্মিত উন্মুক্ত বারান্দা আছে—কিন্তু গৃহের সম্মুখে 'কিকা' নাই, অন্যান্য তারতম্য ও লক্ষিত হয়।

সেমা স্ত্রী-পুরুষ এবং পোষাক পরিচ্ছদ :—সেমা পুরুষ দেখিতে সুন্দর, অধিকাংশের বর্ণ শ্যাম। তাহারা বলবান, সাহসী এবং

নির্ভীক। তাহারা শিকারী এবং যুদ্ধপ্রিয়, সম্ভবতঃ সমস্ত নাগা-জাতির মধ্যে সেমারাই সর্বাপেক্ষা যুদ্ধ কৌশলী।

পুরুষেরা ৮ অঙ্গুলী লম্বা ও ৩ অঙ্গুলী প্রস্থ সবুজ রঙের বস্ত্র কটিদেশে একটি রজ্জুর সহিত সংবদ্ধ করিয়া সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখে। ইহাই সেমার পরিধেয় বস্ত্র; ইহাকে সেমারা নেংটী বলে; লজ্জা নিবারণ তাহাতে আদৌ হয় না। উহাদিগকে উলঙ্গ জীব বলা যায়। সেমারা বলে মাতৃগর্ভ হইতে তাহারা উলঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; সুতরাং তাহাদিগকে চির জীবন উলঙ্গ থাকিতে হইবে; অন্যথাচরণ করিলে তাহারা পাপী হইবে। নাগাদের মধ্যে সেমারা চুরি করিতে এবং মিথ্যা বলিতে সংকোচ বোধ করে না (অবশ্য সকলে নহে)। বংশ মর্য্যাদা সেমাদের মধ্যে বিলক্ষণ আছে। সেমারা আঙ্গামীদের মত লম্বা ও বলিষ্ঠ, তাহাদের পেশী দৃঢ় এবং মুখশ্রী বীরত্ব ব্যঞ্জক। সঙ্গতিপন্ন লোক গলায় সাদা শঙ্খের মালা, বাহুতে হস্তীদন্তের অনন্ত এবং মণিবন্ধে কড়ি গাঁথা অলঙ্কার পরিধান করে। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে যাহারা মানুষের মাথা কাটিয়াছে কিংবা বর্ত্তমানে মিরি, মিস্‌মি, আবর, আঁকা কিংবা ডাফ্‌লা অভিযানে সীপাহীদের সহিত কুলী হইয়া গমন করিয়া কাহার ও মাথা কাটিতে পারিয়াছে; কিংবা কোন মৃতের শরীরে জাঠি বিদ্ধ করিয়াছ, তাহার শূকরের দাঁত পরিতে পারিবে।

সমস্ত নাগাজাতির মধ্যে সেমাদের নৃত্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। কোন উৎসব উপলক্ষে সেমারা নৃত্য করিয়া থাকে। নৃত্য কালে সেমারা ১৫ ইঞ্চি চওড়া কড়ি নির্ম্মিত চাকৃতি নাভীর নীচে নেংটীর উপরে ঝুলাইয়া রাখে। বক্ষঃস্থলে ছাগলের চুল নির্ম্মিত লাল রঙের চিহ্ন পরিধান করে। এক হস্তে জাঠি, অন্য হস্তে ভল্লুকের কিম্বা মিথুনের চর্ম নির্ম্মিত ঢাল এবং দেহের পশ্চাদ্ভাগে সচ্ছিদ্র

কাষ্ঠফলকে দাও ঝুলাইয়া রাখে। সেমাদের দা দুই দিকে ধার বিশিষ্ট এবং জাঠির ফলা অপেক্ষাকৃত ছোট। পশ্চাৎভাগের কাষ্ঠ ফলকে মানুষের মাথার লম্বা চুল ঝুলাইয়া রাখে। মস্তকে ভল্লুকের চর্ম্ম কিংবা মানুষের চুল নির্ম্মিত টুপী পরিধান করে। যাহারা মানুষের মাথা কাটিয়াছে তাহারা টুপীর উপর পালক নির্ম্মিত সিং লাগায়। আউ ও লোটাদের মত সেমারা চুল কাটে। ছোট ছোট ছেলেরা গলায় পিওলের হার এবং হাতে পিওলের বলয় ধারণ করে। এক হাতে একটির বেশী বলয় ধারণ করে না। প্রত্যেক কর্ণে তিনটি করিয়া ছিদ্র থাকে—উহাতে কার্পাস পরিধান করে।

সেমা স্ত্রীলোক দেখিতে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি। তাহাদের শরীরের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, দেখিতে অধিকাংশই কুৎসিত, চুল অধিকাংশের পিঙ্গল বর্ণ ও খাট। সেমা স্ত্রীলোকেরা বিবাহের পর শরীরের যত্ন প্রায় করে না।

সেমাদের বিবাহের পণের হার অত্যন্ত অধিক, এ জন্য বিবাহ ব্যয়সাধ্য। সুতরাং, আউদের ন্যায় নিত্য নূতন বিবাহ সেমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। বিবাহের পর স্ত্রীলোকেরা বিবাহ বিচ্ছেদের আশঙ্কা করে না, সে জন্য শরীরের বিষয়ে উদাসীন থাকে। সমস্ত নাগাজাতির মধ্যে সেমা স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব গৌরবে গৌরবান্বিতা এবং তাহারা চিরজীবন সতীত্বের মর্য্যাদা রাখে।

সেমা স্ত্রীলোকেরা বাহুতে দস্তা নির্ম্মিত অনন্ত এবং হস্তে পিওল নির্ম্মিত বলয় পরে। কাহারও কাহারও প্রত্যেক হস্তে ৮।১০টি পর্য্যন্ত বলয় থাকে। প্রত্যেক কর্ণে ২টি ছিদ্র, উপরের কর্ণ রন্ধ্রে কার্পাস এবং নীচের ছিদ্রে ছাগলের চুল নির্ম্মিত ফুল পরিধান করে। গলায় লালমণির মালা ও শঙ্খের মালা পরে।

সেমা স্ত্রী লোকের মেখলা ব্যয়-সাধ্য। তাহাদের মেখলা কোমর হইতে জানুর উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অবস্থানুযায়ী মেখলার উপর লাল, হলুদ প্রভৃতি নানাবিধ রঙের মণির মালার লহর সমান্তরাল ভাবে গ্রথিত থাকে। এক লহর হইতে অন্য লহর ½ ইঞ্চি ব্যবধান। কাহারও কাহার মণির লহর অর্দ্ধ হস্তের উপর চওড়া থাকে। সঙ্গতিপন্ন লোকের স্ত্রী, কন্যার এক একটি মেখলার মূল্য ৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত হয়। যাহাদের স্বামী কোন কোন সামাজিক গেনা করিয়াছে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা মেখলার উপরিভাগে সমান্তরাল ভাবে কড়ি পরিধান করে। তাহাদের বক্ষঃস্থল অনাবৃত থাকে।

সেমাদের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোক প্রায়ই নাই। তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা আজও আরম্ভ হয় নাই। উহারা এবং মিরিরা সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য।

সেমা-গ্রাম এবং গৃহ:—আঙ্গামীদের গৃহের ন্যায় সেমাদের গৃহ পৃথক পৃথক। গ্রামের চতুস্পার্শ্বে পরিখা আছে এবং পরিখার চতুর্দ্দিকে বাঁশের বেড়া আছে। পরিখার ভিতরে বাঁশের পাজি (জাঠির ন্যায়) পুঁতিয়া রাখে। বহিঃ শত্রু হইতে গ্রাম রক্ষার্থ—এই সকল উপায় অবলম্বন করে। সেমাদের অধিকাংশ গৃহই বাঁশের নির্ম্মিত, খড়ে ছাওয়া ও দুচালা। সেমাগৃহে তিনটি দরজা—সম্মুখে একটি, পশ্চাতে একটি এবং পার্শ্বে একটি। সেমা ব্যতীত অন্য কোন নাগাদের গৃহের পার্শ্বে দরজা থাকে না। পার্শ্বের দরজার সম্মুখে গৃহের ভিতরে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। গৃহ সাধারণতঃ তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠে মিথুন, গরু, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু থাকে এবং মাঝের প্রকোষ্ঠে ধান রাখিয়া থাকে। সেমাদের পৃথক মরং গৃহ নাই। ধনী ব্যক্তির গৃহের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রকোষ্ঠে কাষ্ঠ নির্ম্মিত মাচাঙে অবিবাহিত যুবকেরা রাত্রি

যাপন করে। তাহাকে সেমারা মবং কহে। গৃহের মধ্যের প্রকোষ্ঠ ক্ষুদ্র ; সেখানে অবিবাহিত বালিকারা রাত্রি যাপন করে। গৃহের পার্শ্বের দ্বার তৃতীয় প্রকোষ্ঠের সহিত সংলগ্ন। সেই কামরাতে গৃহস্থালীর যাবতীয় জিনিষ পত্র থাকে, আহার্য্য রন্ধন হয়। এবং গৃহস্বামী অগ্নির চতুর্দ্দিকে এক এক খণ্ড কাষ্ঠাসনের উপর স্ত্রী এবং ছোট ছোট পুত্র কন্যার সহিত রজনী যাপন করে। সেমাদের গ্রামে কোন খেল কিম্বা পাড়া নাই।

বিবাহ-পদ্ধতি ঃ—পিতামাতা পুত্র কন্যাগণের বিবাহ সাব্যস্ত করিয়া পুত্র কন্যাগণের মতামত জিজ্ঞাসা করে। মাতারাই পুত্র কণ্যাদের মতামত জানিয়া স্বামীকে জ্ঞাত করে। বিবাহে বর কন্যা উভয়ের সম্মতি আবশ্যক। কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়ার রীতি নাই। সেমাদের কোর্টসিপের রীতি নাই। সেমা বালিকারা সতীত্বের মর্য্যাদা জানে। পিতা-মাতা অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। বিবাহের পূর্ব্বে কোন যুবক কোন যুবতীর গাত্রস্পর্শ করিলে তাহাকে জরিমানা দিতে হয়। গ্রামের লোকেরা উক্ত যুবককে উপহাস করে এবং ঘৃণার চক্ষে দেখে! সেমাদের কঠোর সামাজিক শাসনে উহাদের যুবক যুবতী আউ কিম্বা অন্যান্য নাগা যুবক যুবতীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল নহে। বিবাহের আলাপ স্থির হইলে, বর বন্ধুবর্গের সহিত কন্যার গৃহে বেড়াইতে যায়, কন্যা মাতার অভিপ্রায় মতে বর এবং তাহার বন্ধুবর্গকে মধু এবং ভাত খাইতে দেয়। বিবাহের পূর্ব্বে বর নিজের নূতন গৃহ প্রস্তুত করে। সেমাদের বিবাহে যৌতুকের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। বিবাহে বর কন্যার সম্মতি জানিলে পর, তাহাদের পিতামাতা যৌতুকের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে। বরের পিতা কন্যার পিতাকে যৌতুক প্রদান করে। সেমা সর্দ্দার [রাজা] এবং ধনীর কন্যাদের বিবাহে

যৌতুক অত্যন্ত বেশী। কখন কখন ৩০০।৪০০ টাকা হইতে ৬।৭ শত টাকা পর্য্যন্ত কন্যার পিতাকে বিবাহ পণ (যৌতুক) দিতে হয়। উক্ত পণ আংশিক নগদ টাকা এবং আংশিক ধান, মিথুন, গরু, শূকর, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বাবদে গৃহীত হইয়া থাকে। কোন গরীব লোকও ৫০।৬০ টাকার কমে কোন সেমা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না। বিবাহ পণের এরূপ আধিক্য বশতঃ সেমাদের ডাইভোর্স বা বিবাহ ভঙ্গ কম। বিবাহের সময়ে কন্যার পিতা আপনার সঙ্গতি মত গৃহীত পণ হইতে কন্যাকে ২০।২৫ টাকা হইতে ১০০।১২৫ টাকার সামগ্রী বিবাহে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে। বিবাহের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বরের পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের সহিত একটি বৃহৎ শূকর সঙ্গে লইয়া কন্যাকে আনিতে তাহার পিতৃগৃহে গমন করে। কন্যার পিতাকে শূকর উপহার দিতে হয়। কন্যার পিতা উক্ত শূকর কাটিয়া সমাগত লোকদিগকে ভোজন করায়; ভোজনান্তে সকলে কন্যাকে লইয়া বরের নূতন গৃহে গমন করে। সে রাত্রি সকলে বরের গৃহে অতিবাহিত করে। বিবাহের রাত্রে এবং পরদিন প্রাতে সকলে বরের গৃহেই ভোজন করে। সেমা বালিকা পিতৃ গৃহে অবস্থান কালে পিতা মাতার অগোচরে ধন সামগ্রী সঞ্চয় করে। সঞ্চিত ধন এবং ধান, শূকর প্রভৃতি সামগ্রী অন্যস্থানে রাখে। বিবাহের পর এরূপ সংগৃহীত ধন, সামগ্রী স্বামীর গৃহে লইয়া যায়। সেমা বালিকা বিবাহের সময়ে পিতার নিকট হইতে শূকর, মুরগী, ধান, চাউল, গলার ও মেখলার মণি, অনন্ত, পিতলের বালা, মেখলা প্রভৃতি যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অবস্থানুযায়ী যৌতুকের তারতম্য হয়, ইহাদের ভিতর বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। একজন সর্দ্দার ৫।৭টি রমণী একসঙ্গে বিবাহ করিতে পারে। একাধিক স্ত্রী একই গৃহে মনের সুখে বাস করে।

স্বামীর মৃত্যু হইলে স্বামীর ভ্রাতৃবৃন্দ ইচ্ছা করিলে বয়সের তারতম্য অনুসারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াদের পানি গ্রহণ করিতে পারে। স্বামীর ভ্রাতৃবৃন্দ বিবাহে রাজী থাকিলে ভ্রাতৃজায়ারা অপরকে বিবাহ করিতে পারিবে না—অন্যথা অন্যত্র বিবাহে আপত্তি নাই। পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে বিবাহ করা যায়। বিবাহ ভঙ্গের নিয়ম আছে। কিন্তু অন্যান্য নাগা জাতির বিশেষতঃ আউদের মত সেমাদের বিবাহ ভঙ্গ অহরহ সংঘটিত হয় না। স্বামী স্ত্রীর মনঃপুত না হইলে এবং বিবাহের তিন বৎসরের মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিলে স্বামী বিবাহের সমস্ত পণ কন্যার পিতার নিকট হইতে ফেরত পাইবে। তিন বৎসরের মধ্যে ছেলে মেয়ে জন্মিলেও বিবাহ ভঙ্গের রীতি আছে। তিন বৎসরের পর বিবাহ ভঙ্গ ঘটিলে স্বামী যৌতুক ফেরত পায় না। স্ত্রী স্বামীর মনঃপুত না হইলে স্বামী স্ত্রীকে জরিমানা প্রদান করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারে।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম যাজক :—সেমারা একেশ্বরবাদী। তাহারা ঈশ্বরকে 'কুঙ্গনিউ' কহে। যিনি পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর 'কুঙ্গনিউ'। 'কুঙ্গনিউ' আকাশে থাকেন—এবং তিনি মানুষের কার্য্যকলাপ সকলই দেখিতেছেন। তাহারা শয়তান ও ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে। শয়তানকে "তাগামী" কহে। "তাগামী" বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের ভিতর, নদীর জলে, জঙ্গলে এবং কেহ কেহ বলে মানুষের ঘরেও থাকে। সেমাদের বিশ্বাস পুণ্যকাজ করিলে মৃত্যুর পর আকাশে এবং পাপ কাজ করিলে মৃত্তিকা-গর্ভে মানুষের আত্মা গমন করে। আকাশে যাহারা গমন করে তাহাদের আত্মা 'দেও' হয়। মৃত্তিকা-গর্ভে যে সকল আত্মা প্রবেশ করে, তাহারা মৃত্তিকা-গর্ভেই একবারে মনুষ্য জন্মলাভ করে, তারপর মাছি জন্ম পরিগ্রহ করে।

"আউঔ" সেমাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে এক এক জন আউঔ আছে। উহা বংশগত উপাধি ও ব্যবসায়—পিতার মৃত্যুর পর পুত্র 'আউঔ' এর কাজ প্রাপ্ত হয় গ্রামে রাজা বা সর্দ্দারের নীচেই 'আউঔ' এর সম্মান্। 'আউঔ' গেনার দিন ধার্য্য করিবে এবং সকলকে জানাইবে। 'আউঔ' গেনার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা। 'আউঔ' গ্রামের সকলের নিকট হইতে ধান পায়। প্রত্যেক গেনাতে সে মাংস পায়। কোন নূতন গ্রাম প্রস্তুত করিলে সর্ব্বপ্রথমে 'আউঔ' এর গৃহ নির্ম্মিত হয়। তৎপর সর্দ্দারের এবং পরে অন্যান্যের গৃহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সেমা গ্রামে এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা গ্রামবাসীর মৃতদেহ মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখে। তাহাদিগকে 'লাপু' বা 'আমুসো' বলে। মৃতদেহ কবর দেওযার কালে যে কোদাল দিয়া মৃত্তিকা খনন করে, আমুসো তাহা প্রাপ্ত হয়। কোন নূতন গ্রাম প্রস্তুত কালে লাপু সর্ব্বপ্রথমে জল চলাচলের পরিখা খনন করিবে। আফিফসা গেনাতে 'আমুসো' সর্ব্বপ্রথমে মধু পান করে। উক্ত গেনাতে আমুসো একটি গরুর পদ ও এক সের লবণ প্রাপ্ত হয়। আমুসো মৃতদেহ পুঁতিবার জন্য দুই টুকরি ধান পায়।

গেনা :—লোটাদের ন্যায় সেমাদের গেনার সংখ্যা কম এবং প্রণালী সরল। অন্যান্য নাগাজাতির ন্যায় সেমাদের ও ব্যক্তিগত এবং জাতীয় গেনা আছে। ব্যক্তিগত গেনা ধনীলোক ভিন্ন অন্যে সম্পাদন করিতে অসমর্থ; যেহেতু তাহাতে বহু অর্থের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত গেনার কোন বাধাবাধি নিয়ম নাই; উহা ঐশ্বর্য্য এবং পদমর্য্যাদা-জ্ঞাপক। জাতীয় গেনা গ্রামবাসী সকলেই করিবে এবং সকলেই ঐ সকল গেনায় অর্থ সাহার্য্য করে। বিবাহের পরে, ক্ষেত্রে ধান্য বপনের পরে, ধান্য কাটিবার সময় ও পরে,

জঙ্গল কাটিয়া নূতন ক্ষেত্র করিবার সময় সেমারা নানাবিধ গেনা করে এবং বিধি অনুসারে শূকর, গো এবং মিথুন হত্যা করিয়া মধু, ভাত ও মাংসের ভোজ দেয়। এই সব উৎসরের সময় নৃত্য গীতও হয়। বিভিন্ন গেনার সময় তিন দিন হইতে ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সব গেনার উদ্দেশ্য ধন, ধান্য বৃদ্ধি এবং বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতি ও কল্যাণ। দেও পূজার সময় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকিতে পারে না। সেমাদের পশুবধের যুপকাঠ Y অক্ষরের মতন বা হাড় কাঠের মতনই কতকটা। সেমারা বলে তাহাদের গৃহে শয়তান বাস করে, তজ্জন্য কেহ কেহ বৎসরে একবার, কেহ বা তিন বৎসরে একবার গেনা করে, যেন শয়তান গৃহবাসীর কোন অহিত সাধন করিতে না পারে। এই গেনাকে 'আকচিনে' বলে। এই গেনাতে একটি ছোট শূকর কাটিয়া থাকে। গেনার দিন অতি প্রত্যুষে স্ত্রী, পুরুষ শর্য্যা ত্যাগ করিয়া একটি শূকর কাটিবে এবং তাহা পুড়াইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৬০টি টুক্‌রা মাংস এবং ৬০টি চাউল ৬০টি পাতায় রাখিবে। গেনা সম্পাদনকারী স্ত্রী, পুরুষ উক্ত দিবসে কেবল মধু ও মাংস খাইবে, গৃহের বাহিরে যাইবে না।

গ্রামে কোনরূপ মরক কিংবা অগ্নির উপদ্রব না ঘটে তজ্জন্য গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া প্রতিবৎসর, "আকুয়ে" গেনা সম্পাদন করে। আকু=গ্রাম। "আউঔ" এই গেনা সম্পাদন করে, উক্ত গেনাতে একটি বৃহৎ শূকর ও ২।৩টি মুরগী বলি দেয়। সমস্ত পুরুষেরা এই গেনাতে যোগদান করে—স্ত্রীলোকেরা যোগদান করে না। এইরূপ নানাবিধ গেনা আছে।

সেমা সর্দ্দার ও উপনিবেশ প্রথা :—প্রত্যেক সেমা গ্রামে এক এক জন সর্দ্দার বা রাজা আছে। সে-ই গ্রামের সর্ব্বময় কর্ত্তা। সর্দ্দারী বংশগত ও জ্যেষ্ঠাধিকারী, কখনও বা পিতা বৃদ্ধ

হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বেই স্বেচ্ছাক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আপন ক্ষমতা অর্পণ করে। সর্দ্দারই সেই গ্রামের জমীর মালীক, অন্যেরা তাহার নিকট হইতে জমির বন্দোবস্ত লয়। গ্রামের সমস্ত লোক সর্দ্দারের জমি চাষ করিয়া দেয়। গ্রামের লোকেরা কেহ কেহ মাছ ধরিলে কিংবা কোন পশু মারিলে সর্ব্বপ্রথমে সর্দ্দারের গৃহে যাইবে এবং রাজার প্রাপ্য অংশ সর্ব্বাগ্রে দিবে।

কোন গ্রামে জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে এবং জমির উৎপন্ন শস্যে অকুলান হইলে নিজগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কতিপয় লোক অন্যস্থানে গমন করে এবং নূতন গ্রাম নির্ম্মাণ করতঃ নূতন শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অন্য নাগাদের মধ্যে উপনিবেশ প্রথা নাই। স্থানান্তরে গমন কালে সর্দ্দার আপন পুত্রদের মধ্যে একজনকে নূতম স্থানে যাইতে অনুমতি দেয়। সর্দ্দারের পুত্রই নূতন উপনিবেশ স্থানে সর্দ্দার হয়। একজন আউঔ এবং একজন লাপু ও গমন করে। লাপু নূতন গ্রাম নির্ম্মাণের পূর্ব্বে গ্রামের জল প্রণালীর খনন করে। সর্ব্বপ্রথমে "আউঔ" এর গৃহ তারপর সর্দ্দারের গৃহ, তারপর অন্যান্য সকলের গৃহ নির্ম্মিত হয়।

নামকরণঃ—সর্দ্দার বা রাজা সংগ্রাম কুশলী, বীরপুরুষ, সমাজে যশস্বী এবং খ্যাতনামা ইত্যাদি অর্থসূচক নাম আপনার পুত্রদের রাখিয়া থাকে; গরীবেরা এ সকল নাম রাখিতে পারে না। যদি কেহ অন্যথাচরণ করে, তবে সমাজে উপহাসাস্পদ হয়। সর্দ্দারের নাম অনুযায়ী কোন কোন গ্রামের নাম হইয়া থাকে।

সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারীঃ—পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পত্তির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভাগ প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃগৃহের মালিক হয়। অন্যান্য পুত্রেরা বাকী সম্পত্তি তুল্যাংশে প্রাপ্ত হয়।

ধনী লোকের মেয়েরা ধান, কাপড়, মিথুন, গরু ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকেরা কখনও স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় না।

মানুষের বাঘ হওয়ার যাদুবিদ্যা :—(Lycanthropy) নাগা জাতির মধ্যে একমাত্র আঙ্গামী ও সেমাদের ভিতরে কোন কোন ব্যক্তি বাঘ হইতে পারে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস কিন্তু সেমারাই এই বিদ্যায় বিলক্ষণ পটু। যাহারা এই বিদ্যায় পারদর্শী, তাহাদের অর্দ্ধ আত্মা বাঘ হইয়া জঙ্গলে চলিয়া যায় এবং মনুষ্য দেহ অর্দ্ধ আত্মা পূর্ব্বের ন্যায় গৃহে থাকিয়া কাজ কর্ম করে। কেহ মানবাত্মাধারী বাঘকে তাড়না করিলে, যাহার আত্মা সেই লোক উন্মত্ত হইয়া উঠে। তখন লোকে বুঝিতে পারে ঐ ব্যক্তির আত্মা বাঘ হইয়াছে। কেহ কেহ শক্রর উপর আক্রোশ বশতঃ বাঘ হইয়া তাহার পশ্বাদি হতাহত করে। না জানিয়া লোকে মানুষ বাঘকে নিহত করিলে ঐ ব্যক্তি ও প্রাণ হারায়। মানুষের আত্মা ব্যাঘ্র দেহ হইতে ফিরিয়া আসে না। যদি কোন ক্রমে ব্যাঘ্রের আহারাবশিষ্ট কোন পশুর মাংস ঐ ব্যক্তি খাইতে পারে তবে ব্যাঘ্রের দেহগত আত্মা পুনরায় উহার শরীরে ফিরিয়া আসে। ঐ ব্যক্তি মরিলে ব্যাঘ্র মরে কিনা তাহা বলিতে পারে না, কিন্তু ব্যাঘ্র মরিলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু অবশ্যাম্ভাবী। মানুষ বাঘ প্রকৃত ব্যাঘ্রের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। মানুষের বাহুতে হাতীর দাঁত থাকিলে, ব্যাঘ্রের বাহুতে শাদা চওড়া দাগ থাকে। কটিতে কড়ি নির্ম্মিত অলঙ্কার থাকিলে ব্যাঘ্রের মণিবন্ধে শাদা চওড়া দাগ থাকে; মানুষের গলার মালার অনুযায়ী বাঘের গলাতেও শাদা ও লাল রঙ্গের মালার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ঐ মানুষ অরণ্যে নিজের আত্মীয় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ পাইলে ব্যাঘ্র ব্যগ্র হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। সরোমী গ্রামের কোন নাগা একবারে বাঘ

হইয়া জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে এরূপ প্রবাদ শুনা যায়। যে সকল লোক না জানিয়া ঐ ব্যাঘ্রকে হত্যা করিয়াছে তাহাদের সকলেই নদীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। আমার নাগা ভৃত্য হোভেকু বলিয়াছে তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর লুজাতুফে (খুকিয়া গ্রামের) এবং হায়বি গ্রামের সাকোতোফেকে বাঘ হইতে সে দেখিয়াছে। এই প্রকার বাঘকে যখন নাগারা তাড়ণা করে তখন বাঘের আত্মীয় মানুষ জানিতে পারে এবং স্বীয় গ্রামের লোকদিগকে জ্ঞাপন করে। গ্রামের লোকেরা জানিলে অপরকে বাধা দেয়। সাকোতোর বাঘকে খুকিয়া গ্রামের লোকেরা যখন তাড়ণা করিতেছিল তখন হোভেকু ও উপস্থিত ছিল। ইতিমধ্যে হায়বি গ্রামের লোকেরা দৌড়িয়া আসিয়া জানাইল উহা সাকোতোর ব্যাঘ্র মুর্ত্তি। তখন সকলে গৃহে ফিরিয়া গেল। সাকোতো সকলকে বলিল যে অল্পের জন্য মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যাহারা এই সকল যাদুবিদ্যা জানে তাহারা অপরের আত্মাকে ও ব্যাঘ্রে পরিণত করিতে পারে, কিন্তু উহা সময় সাপেক্ষ।

কৃষিকার্য ও উৎপন্ন শস্য:—নাগামাত্রই কৃষিজীবী। সেমারা অনেকেই গরীব, সকলের কৃষিক্ষেত্র নাই। কেহ কেহ রাজা এবং ধনীর গৃহে দাসের ন্যায় অবস্থান করে। জীবিকা নির্ব্বাহার্থ তাহার প্রভু তাহাকে জমি দেয়, সে প্রভুর কাজ করিয়া দেয় এবং জমির উৎপন্ন শস্য হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষি হইতে উৎপন্ন শস্যের মধ্যে কার্পাস, ধান, কনিধান, ভূট্টা, কুমড়া ও কচু প্রভৃতি হয়। সেমাদের পাণিক্ষেত নাই, সমস্তই শুকনা ক্ষেত, আজকাল জলের ধারে কাহারও কাহারও সামান্য পাণি ক্ষেত হইতেছে। আঙ্গামীদের অধিকাংশই পাণি ক্ষেত। পাণি ক্ষেত করিতে পারিলে প্রতি বৎসর জমিতে ফসল বপন করা যায়।

শুকনা জায়গাতে স্থান খুব উর্ব্বর হইলে সেমারা পরপর দুই বৎসর শস্য বপন করে। বেশী উর্ব্বর না হইলে এক বৎসর মাত্র শস্য বপন করে, তারপর ৮।৯ বৎসর উক্ত স্থান পতিত রাখে। এই নিমিত্ত নাগারা কৃষিকার্য্যে খুব কষ্ট পায় এবং তাহাদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়।

সেমাদের মধ্যে অনেকেই ভাল বস্ত্র বয়ন করিতে জানে না। তাহারা বলে "গেনা" (নিষেধ) আছে বলিয়া বস্ত্র বয়ন করে না। ইহা তাহাদের মিথ্যা ওজর, জানে না বলিয়াই বস্ত্র বয়ন করে না। লৌহজাত জিনিষাদি সম্বন্ধেও তাহাদের এই ওজর। লৌহজাত জিনিষ সেমারা মিরি, রেঙ্‌মা ও লোটাদের নিকট হইতে ক্রয় করে। বর্ত্তমানে কোন কোন ব্যক্তি লৌহজাত নিত্য আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে।

খাদ্য দ্রব্য :— মিথুন, গরু, শূকর, মুরগী, কুকুর প্রভৃতি যাবতীয় গৃহপালিত পশু তাহারা খায়। কোন কোন জাতি বানর খাইতে খুব ভালবাসে। হরিণ, ভল্লুক, প্রভৃতি বন্য জন্তু সকলেই খায়। সাপ ও বাঘ সেমাবা খায় না। কোন কোন পাখীর মাংস তাহারা খায় না। মধু নাগা মাত্রেরই উপাদেয় পানীয়। মধু নাগা-মদ্য বিশেষ। সমস্ত নাগা জাতির মধ্যে সেমাদের খাদ্য অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আউদের আহার্য্য সামগ্রী সর্বাপেক্ষা অপরিষ্কার এবং আঙ্গামীরা সর্বভুক। জিয়ন্ত সপক্ষ উঁই পোকা কাঁচা খাইতে সেমা, লোটা সকলকেই দেখিয়াছি। গোধূলিতে যখন উঁইপোকা গর্ত্ত হইতে নির্গত হইতে থাকে তখন এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। নির্গমন স্থানে বালক-বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা অসংখ্য নাগা নরনারী সমবেত হইয়া পোকাগুলিকে ধরিয়া ধরিয়া টপাটপ্‌ উদরসাৎ করিতে থাকে। আমাদিগকে দেখিলে স্কুলের ছেলে এবং দু-ভাষীরা

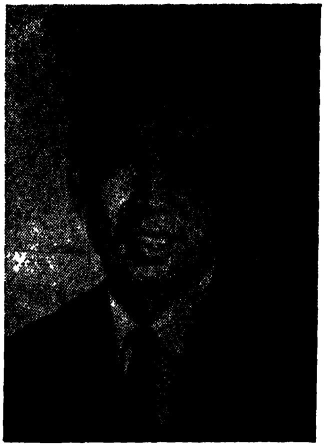
একটু লজ্জা অনুভব করে,—কিন্তু মুহুর্ত্তেই তাহাদের লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহারা নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। আমাদের প্রতি চাহিয়া বলে—খুব মিঠা লাগে। কেহ কেহ খাইতে থাকে এবং বাঁশের চোঙায় গৃহে খাওয়ার জন্য ভরিতে থাকে। কেহ কেহ এত বেশী খায় যে দেখিলে গা শিহরিয়া উঠে। রাত্রির আহারের ব্যবস্থা অনেকে সেখানেই সারিয়া লয়। সেমারা হাতী খায় না, যেহেতু তাহাদের উচ্চ পাহাড়ে হাতী থাকে না। নাগারা জন্তুর কোন অংশ পরিত্যাগ করে না। সেমা, লোটা এবং আউ নাগারা লোম খায় না—জন্তুর লোম কিম্বা পক্ষীর পালক আগুনে পোড়াইয়া ফেলে; কিন্তু আঙ্গামীরা লোম এবং পালক সমেত আহার করে।

মৃতদেহের ব্যবস্থা :—আঙ্গামী ও লোটাদের ন্যায় সেমারা গৃহ প্রাঙ্গনে মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখে। ৬।৭ দিনের শিশুর মৃতদেহ গৃহের ভিতর পুঁতিয়া রাখে। সেমারা মৃত্যুর দিনই মৃতদেহ পোতে। ধনী লোক মরিলে তাহার আত্মীয় স্বজন মৃতব্যক্তির গৃহে সমবেত হইয়া ক্রন্দন করে এবং গরু, মিথুন প্রভৃতি কাটিয়া গেনা করে। তৎপর মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখে। সেমাদের মধ্যে আমুসো বা লাপুই মৃতদেহ পুতিয়া থাকে। প্রতি মৃতদেহের নিমিত্ত ২ খাঙ্ ধান প্রাপ্ত হয়—গেনার উৎসর্গীকৃত মিথুন, গরু প্রভৃতির অংশ প্রাপ্ত হয়। মৃতব্যক্তির মৃত্যুর তৃতীয় দিনে আত্মীয় স্বজনের ভোজনার্থে একটি বৃহৎ শূকর কাটিয়া "গেনা" করে। পুরুষের জন্য ৬ দিন এবং স্ত্রীলোকের জন্য ৫ দিন মৃতব্যক্তির আত্মীয় স্বজনেরা গেনা করে। উক্ত দিন সকালে তাহারা কোন কাজকর্ম করিবে না। সর্দ্দার এবং ধনী লোক মরিলে গ্রামের সকলে একদিন গেনা করে, ঐদিন কেহ কাজ করিতে পারিবে না।

সঙ্গতিপন্ন লোকদিগের কবরস্থানে ক্ষুদ্র গৃহ প্রস্তুত করে। গৃহের অভ্যন্তরে বাঁশের মাচাঙ নির্মাণ করে। মাচাঙের উপর জাঠি, দা, ঢাল, নানা প্রকারের বস্ত্রাদি এবং মণির মালা সাজাইয়া রাখে। যে যত সংখ্যক হিংস্র জন্তু ও পশু হত্যা করিয়াছে তত সংখ্যক কাষ্ঠ নির্মিত পশুর মস্তক প্রস্তুত করিয়া মাচাঙের চতুর্দ্দিকে ঝুলাইয়া রাখে। এবং যে যত নর মস্তক কাটিয়াছে তত সংখ্যক কাষ্ঠ নির্মিত নর মস্তক ও ঝুলাইয়া রাখে। "আউ চাকালামি" (Ao chakalami) গ্রামে এক বৃদ্ধ গাওবুড়া আমাকে একটি জাঠি এবং ভল্লুকের মস্তক দেখাইল এবং সেমা ভাষায় কি বলিল, আমি বুঝিলাম না। তাহার সুন্দরী যুবতী বালিকা কোখেলি (Kokhele) নিকটে ছিল, আসামী কথায় আমাকে বুঝাইয়া দিল, তাহার বাবা এই জাঠির দ্বারা একা এই বৃহৎ ভল্লুক হত্যা করিয়াছে। কোন আগন্তুক আসিলেই বৃদ্ধ উহা দেখাইয়া থাকে। বৃদ্ধ আপনার বীরত্বের পরিচয় সূচক এই জাঠি এবং ভল্লুকের মস্তকটি সযত্নে রক্ষা করিতেছে। আগন্তুকদিগকে দেখাইয়া অমানুষিক তৃপ্তি এবং গৌরব অনুভব করে। বৃদ্ধ আমাকে একখণ্ড কাষ্ঠাসনে বসিতে বলিল। আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম। নানা কথা বলিতে লাগিল, আমি অবাক হইয়া তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম এবং তাহার কথা একটুকুও না বুঝিয়া অনর্গল শুনিয়া যাইতেছিলাম। আমার দু-ভাষী অন্য গৃহে মধু পান করিতেছিল। "কোখেলি" লজ্জায় কিছু বলিল না। দুভাষী আসিলে বুঝিলাম বৃদ্ধ নাগা হিলের প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছিল। সদাশয় গভর্ণমেণ্ট আসিবার পর হইতে তাহারা সুখে ও নিশ্চিন্তে বাস করিতেছে; পূর্বে তাহাদের শান্তি ছিল না। তৎপর বৃদ্ধ "কোখেলির" প্রস্তুত নানাপ্রকার বস্ত্রাদি দেখাইল। আমি একখানা বস্ত্র কিনিলাম। বৃদ্ধ ও কোখেলি খুব সুখী হইল।

শুনিলাম সেমাদের মধ্যে "কোখেলির" তুল্য উত্তম বস্ত্রাদি কেহ প্রস্তুত করিতে পারে না। আসিবার সময় বৃদ্ধ দুভাষীর হস্তে আমাকে দুই সের নাগা ডাল উপহার দিল। আমি সাদরে গ্রহণ করিলাম এবং দুভাষী দ্বারা আমার কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। ইহার পর ৮।৯ মাসের মধ্যে বৃদ্ধকে ৩।৪ বার মককচাং হাটে দেখিয়াছি। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পিতা এবং তাহার দুহিতা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবশ্যকীয় ঔষধাদি লইয়া যাইত।

পরিশিষ্ট

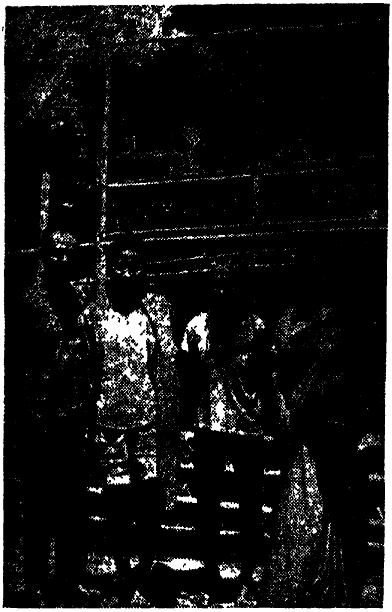


Shri Hokishi Sema
Chief Minister

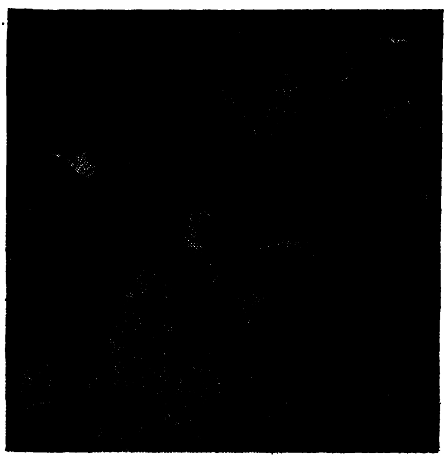
শ্রীহোকিসি সেমা
মুখ্যমন্ত্রী



আধুনিক নাগা স্ত্রীলোক

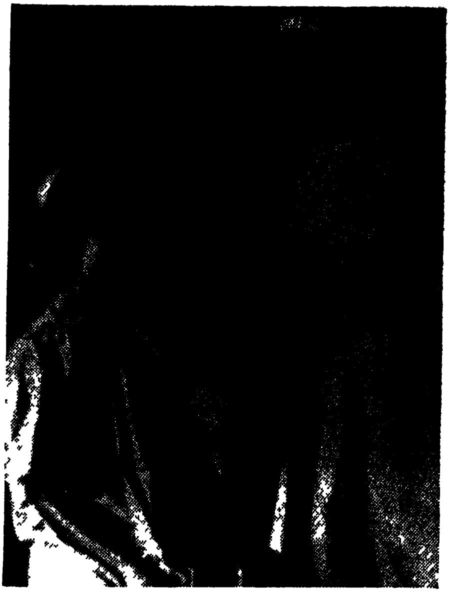


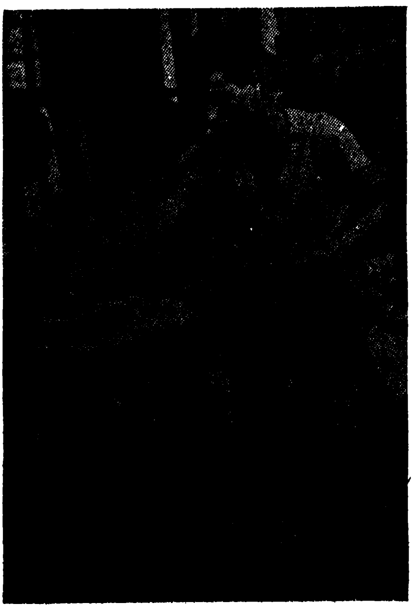
আধুনিক নাগা
পুরুষ ও স্ত্রীলোক



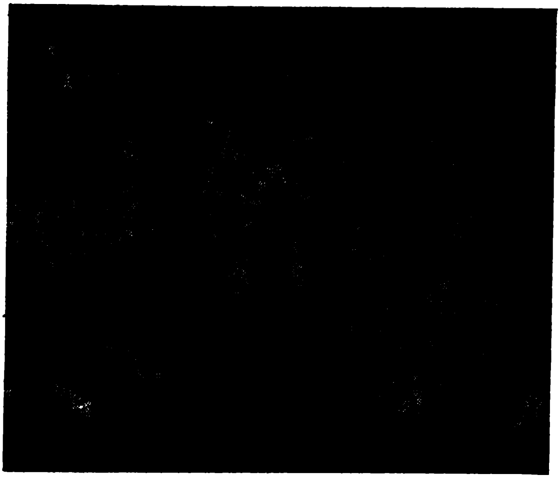
যুবক যুবতীদের সমাজ কল্যাণ
কার্যে অংশ গ্রহণ

হাসপাতালে
রোগীর সেবায়





শিল্পোন্নয়নের কাজ
দ্রুত উন্নতির পথে



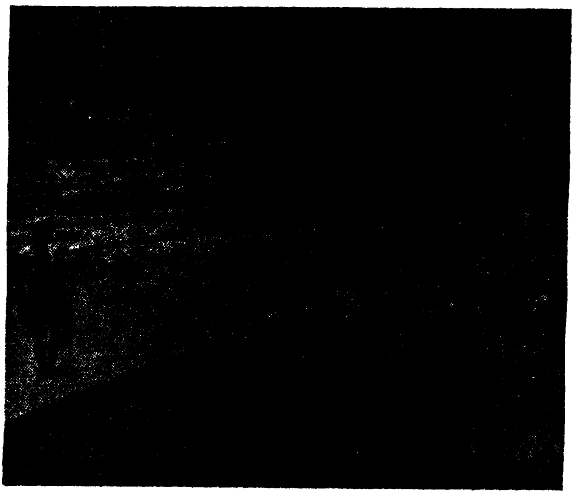
পশুপক্ষী পালন কেন্দ্রের দৃশ্য



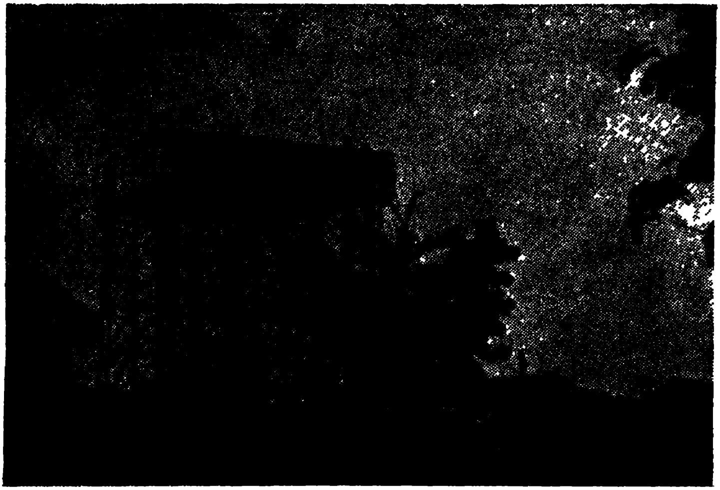
নাগাভূমিতে দ্রুত শিক্ষা প্রসার



আধুনিক নাগা স্ত্রীলোক নবনির্মিত
নলকূপ হইতে জল তুলিতেছে



কৃষিক্ষেত্রে
কার্যরত

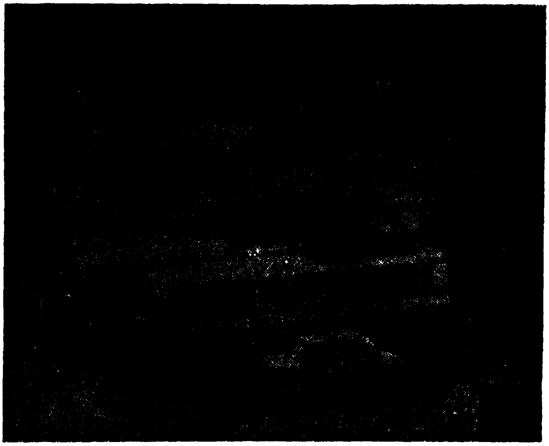


গ্রাম ও শহরে জল সরবরাহের ব্যবস্থা



নাগাভূমির সর্বত্র রাস্তাঘাট ও চলাচলের অগ্রগতি

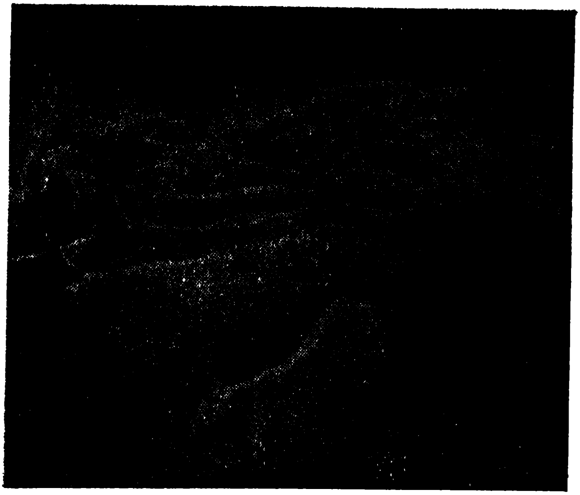
পরিশিষ্ট



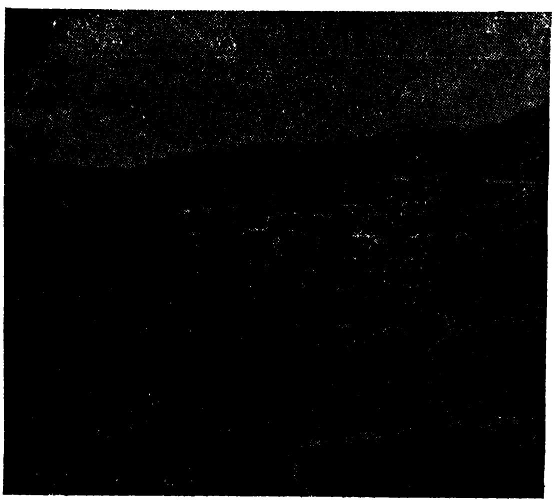
যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা



নাগাভূমির রক্ষীদল (পুলিশ)



পশু-পালন কেন্দ্র



আধুনিক নগরীর দৃশ্য



আধুনিক নাগা
গ্রাম



জিলিয়াং স্ত্রীলোক বস্ত্র বয়নের জন্য
তুলা পিশিতেছে

পরিশিষ্ট



রেঙ্গমা গৃহ

জিলিয়াং
নাগা গৃহ



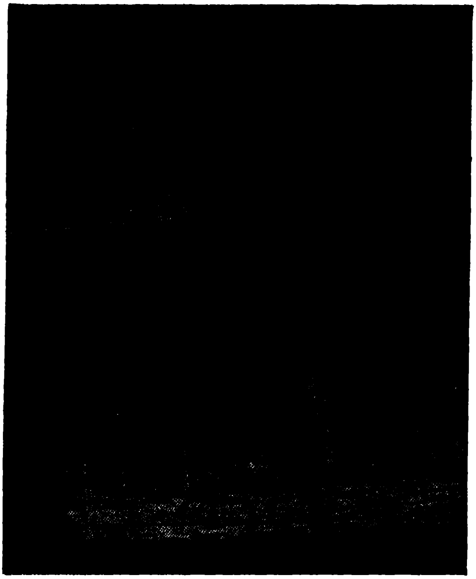
পরিশিষ্ট



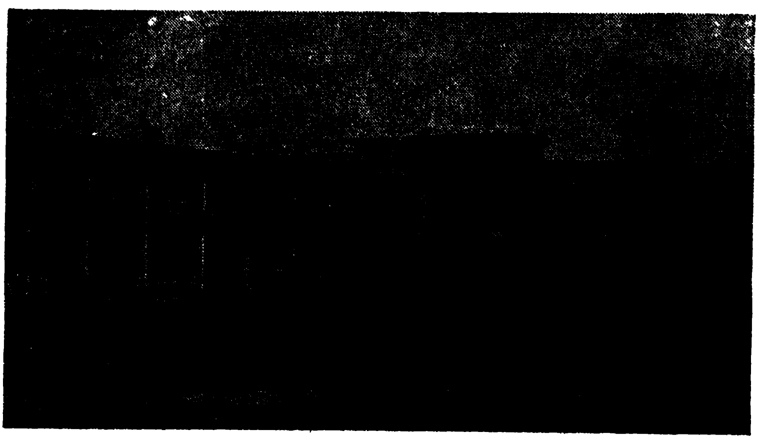
কনিয়াক মিরিদের মরং
গৃহের সম্মুখভাগ



সুদূর শহর ও পল্লীতে
দ্রুত বিদ্যুত
সম্প্রসারণ



টিয়েৎসাং জেলায় মরং গৃহের সম্মুখ ভাগের দৃশ্য



ডিমাপুরে ভ্রমণকারীদের আবাসের দৃশ্য

পরিশিষ্ট

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি ১৯১৩ সনের মার্চ হইতে ১৯১৫ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী কার্য্যোপলক্ষ্যে আমি কোহিমা এবং মোককচঙ্গ অবস্থান করিয়াছি। এবং আমাকে নানাস্থান পরিদর্শন করিতে হইয়াছে। নাগা পাহাড়ের চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্য এবং বিভিন্ন নাগা জাতীর মনোমুগ্ধকর পরিবেশ পরিদর্শন করিয়া আমার সুপ্ত হৃদয়ে একটি আকুল আহ্বানের সাড়া পাই ; আমি নিজেকে সেই স্রোতে মিশাইয়া দেই। আমি নানা জাতীয় নাগাদের অনেক গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছি। তাহাদের অনেকের সহিত বন্ধু ভাবে মিশিয়াছি। তাহাদের সংগৃহীত নানাবিধ তথ্য এবং আমার স্বচক্ষে পরিদৃষ্ট নানাবিধ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই "নাগা জাতি" প্রবন্ধগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

নাগা প্রদেশের সীমানা—

উত্তরে— NEFA

পূর্বে—ব্রহ্মদেশ

দক্ষিণে—মণিপুর

পশ্চিমে—আসাম প্রদেশ

১৯১৩ সনের ১লা ডিসেম্বর নাগা পাহাড় আসাম প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র ভারতীয় ষোড়শ প্রদেশে পরিণত হয়। তখন হইতে নাগা প্রদেশ এবং নাগা জাতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রাচীন এবং নবীনের সর্বদিকে আশ্চর্য্যজনক পরিবর্তন অনুভব করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। মাধ্যাকর্ষণে যেরূপ পতনশীলের গতি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হওয়ার ন্যায় সুদূর উত্তর

পূর্ব দিকে অবস্থিত এই অনাবৃত, উপেক্ষিত মুষ্টিমেয় জাতীর নানাদিকে উন্নতি যেন খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। এমন কি উহা চিন্তার অনধিগম্য। তাহারা এখন এই ৮।৯ বৎসরের মধ্যে সভ্যতার সোপানের ধাপে ধাপে অতিক্রম করিয়া উচ্চস্তরে উঠিতেছে। যাহারা ৫০ বৎসর পূর্বে তাহাদিগকে দেখিয়াছেন, তাহারা আজ তাহাদের অগ্রগতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন।

নাগাপাহাড় জেলা নাগা পাহাড় প্রদেশে পরিণত হইবার পর হইতেই এই সামান্য ৮।৯ বৎসরের সর্বাদিকে দেশের ও লোকের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। আহারের সংস্থান, অনেক বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষকের সংখ্যা, দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তৎসংলগ্ন নানাবিধ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চলাচলের রাস্তা, গৃহনির্ম্মাণ পদ্ধতি, পশুপালন, উন্নতিশীল কৃষিকার্য্য, বনস্পতির রক্ষণাবেক্ষণ, সামাজিক আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির আমূল পরিবর্ত্তন ক্রমশঃ পরিদৃষ্ট হইয়া এই উপেক্ষিত দেশের ও জাতীর উন্নতি দেখিয়া প্রাণে আনন্দ উপলব্ধি করি। আমি যখন নাগা পাহাড়ে ছিলাম তখন কহিমাতে একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল এবং মোককচঙ্গে একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ছাত্রসংখ্যাও নগণ্য ছিল। একমাত্র ডাঃ হারালু এল, এম, এফ ডিব্রুগড় হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া সরকারী কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কোহিমা হইতে পাশ করিয়া ছাত্রেরা সরকারী বৃত্তিতে গৌহাটী, শিলং এবং ডিব্রুগাড় উচ্চ শিক্ষার জন্য যাইতেন। উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিল না বলিলেই চলে। নাগা জাতি শক্তিশালী, সুদৃঢ় পেশী বিশিষ্ট, কষ্ট সহিষ্ণু, উৎসাহী, দৃঢ় চিত্ত এবং অধ্যবসায় সম্পন্ন। এইরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আসামের সহিত যখন সংশ্লিষ্ট ছিল তখন নাগা পাহাড় জেলায় মাত্র কহিমা সদর এবং মোককচঙ্গে একটি মহকুমা ছিল। বর্তমানে নাগা পাহাড় প্রদেশ

তিনটি জেলায় বিভক্ত :—কহিমা, মোককচঙ্গ এবং তিয়ানসঙ্গ (Tuansang)।

বর্তমানে নাগাপাহাড় প্রদেশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১। আয়তন (area)— ১৬৫১৭ sq. km.

২। মোট লোকসংখ্যা— ৫,১৬,৪৪৯

কহিমা— ১,৭৫,২০৪

মোককচঙ্গ— ১,৬৮,১৪২

তিয়ানসঙ্গ (Tuensang)—১,৭৩,০০৩

জনসংখ্যা প্রতি sq. km.—৩১ জন

৩। গ্রাম সংখ্যা— ৮২৮

৪। রাজধানী— কহিমা

৫। জেলা — ১। কহিমা

২। মোককচঙ্গ এবং

৩। তিয়ানসঙ্গ

৬। প্রধান নদী :—

ধানশিড়ি, ডিপু (Diphu), দয়াং, Jhanzi, ডিকু এবং তেজাং (Tejang),

বিভিন্ন জাতি :—

আংগামী, সেমা, লোটা, আউ, রেঙ্গমা, মেমি (চাক্সঙ্গ), সেনটম, কনিয়াক্, চাঙ্গ, ফোম, ইয়ানচঙ্গ, চাকেসাং (Chakhesang), খেমনানগন (Khemnungan), জেলিয়াং, কুকী।

সংরক্ষিত বন— ২০০ বর্গমাইল

শিক্ষা :—

নিম্নপ্রাথমিক স্কুল— ৯৪৭

মধ্য ইংরাজি স্কুল— ১৪৬ (তন্মধ্যে ১২৯টি গর্ভনমেণ্টের অধীনে)

উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়—	৩৬
কলেজ	২
Polytechnique	১
Teachers' Training Centres—	৩
Adult Literary Centres	১২১
Cultural Research & State Museum at Kohima—	১
প্রাইভেট কলেজ	২
,, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়	১৩
,, মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়	৩৪
শিক্ষক সংখ্যা	৩৭৫৬ (পুরুষ ৩০৮১ মহিলা ৩৭৫)

ছাত্র সংখ্যা :—

নিম্ন প্রাথমিক স্কুল—	৭০৭০৫
মধ্য ইংরাজি ,,	১৯৩৬৭
উচ্চ ইংরাজি ,,	৯০০৩
কলেজ	১৪১৫
শিক্ষিতের শতকরা হার—	২৭·৪০%
পুরুষ	৩৫·০২%
মহিলা	১৮·৬৫%

জনসংখ্যা প্রতি ১ হাজার পুরুষে, স্ত্রীলোক—৮৭১ জন

হাসপাতাল সংখ্যা—	২৭
T. B. Hospital—	২
Beds	১০২৮
Dispensaries—	৮৯
Veternary Dispensary—	১৫

মেধাবী ছাত্রদের জন্য যোগ্যতা অনুসারে নানা স্তরে শিক্ষার নানা দিকে বৃত্তিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

নাগা পাহাড়ে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য এবং নাগা জাতির শারীরিক গঠন, শিষ্টাচার, চাকচিক্যময় পরিচ্ছদ, নৃত্যাভিনয়, কাষ্ঠনির্মিত তাহাদের জাতীয় অস্ত্র, বেত নির্মিত পানীয় পাত্র কৌতুহল উদ্দিপক এবং বর্তমানে সযত্নে সংরক্ষিত। উহা দর্শনে ভ্রমণকারীদিগকে মুগ্ধ করিবে এবং তাহাদের প্রাণে বিচিত্রভাবের উন্মেষ হইবে। বর্তমানে ভ্রমণকারীদের বসবাসের জন্য কোহিমা জেলার ডিমাপুর মহকুমাতে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা হইয়াছে। উহাতে পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় লোক কতিপয় দিবস বসবাস করিতে পারেন। সকল জাতীয় সর্ববিধ খাদ্যাদি এবং মর্য্যাদা অনুসারে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। কহিমা, মোককচঙ্গ এবং তিয়ানসঙ্গ শহরেও পর্য্যটকদিগের জন্য সুরম্য বাসস্থান নির্মিত হইয়াছে। ডিমাপুর আসামের ও নাগা পাহাড়ের সীমান্তে সমতল প্রদেশ অবস্থিত এবং সেখানে রেলওয়ে স্টেশনও আছে। পৌরাণিক চিহ্নাদিও বিদ্যমান রহিয়াছে। নাগা প্রদেশে দুইটি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে। একটি সরিমতী (১২,৬০০ ফুট) এবং অপরটি জাপু পাহাড় (১০,০০০ ফুট)। ভ্রমণকারীরা ইচ্ছা করিলে এই উভয় শৃঙ্গেই আরোহণ করিয়া পর্বত আরোহণের আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ শিকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাহাড়ের বিশাল অরণ্যানিতে হাতী, বাঘ, শূকর বন্য মহিষ, মিথুন, বন্য কুকুর এবং হরিণ প্রভৃতি প্রচুর আছে। নানা জাতীয় বিচিত্র পাখী দেখা যায়। ধনেশ পাখী প্রচুর আছে। উক্ত পাখীর তেল ঔষধ হিসাবে বিক্রয় হয়। মধুও প্রচুর পাওয়া যায়। বিশাল বনস্পতির মাঝে মাঝে নানা রংয়ের Orchids (বিচিত্র ফুল সম্ভার) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সব

মনোমুগ্ধকারী Orchids ভারতের বাহিরেও রপ্তানী হইতেছে। প্রচুর বাঁশ নাগা পাহাড়ে জন্মে। মোককচঙ্গের নিকটবর্তী Tuli গ্রামে শীঘ্রই একটি কাগজের কল স্থাপিত হইবে। Tuensang জেলাতে সবচেয়ে বেশী বাঁশ জন্মে। সেখানেও এইরূপ একটি কাগজের কল অদূর ভবিষ্যতে স্থাপিত করার প্রস্তাব চলিতেছে। বর্তমানে নাগা জাতি সর্ববিধ উন্নতি শিখরে আরোহন করিতেছে এবং করিবে। আম, কাঠাল, কমলালেবু এবং চা গাছও দেখা যায়। ওক এবং পাইন বৃক্ষও প্রচুর আছে। এক সময় আসামে এবং নাগা পাহাড়ে Black water fever এর বেশ প্রাদুর্ভাব হয়। তখন নাগারা "আহৈ" গাছ আবিস্কার করে। উক্ত পাতা সিদ্ধ জল রোগীকে পরিবেশন করে এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে। ক্রমে উহা আসাম এবং সর্বস্থানে বিস্তৃতি লাভ করে। বিলাতী চিকিৎসা পত্রিকাতে উহার সুফল প্রসারিত হয়। আমি আসামে এই "আহৈ" পাতার দ্বারা অনেক Black water জ্বরের রোগীকে চিকিৎসা করিয়াছি এবং তাহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। চিকিৎসার সুবিধার জন্য ফরেষ্ট অফিসে "আহৈ" পাতা সযত্নে রক্ষিত হইত। একদিন রাত্রি ১০ টার সময় সিভিল সার্জ্জন একটি telegram সহ আমাকে আদেশ করেন যে তেজপুর ও নর্থ লক্ষীমপুর সীমান্তে গহুর নামে একটি পুলিশ স্টেশনে একজন O. C. Black water জ্বরে গুরুতর কাতর। গহুর charitable Dispensaryর ডাক্তার "for better medical help" চাহিয়া tele করেন। সিভিল সার্জ্জনের আদেশ মতে পরদিন অতি প্রত্যুষে ৬টায় তেজপুর হইতে ৮৪ মাইল উত্তরে বিশ্বনাথ ঘাট ষ্টীমারে এবং সেখান হইতে বার মাইল জীপে যাইতে হয়। আমি এই রাতেই Orderlyকে পাঠাইয়া ফরেষ্ট অফিস হইতে "আহৈ" পাতা আনাইয়া নিলাম।

সেখানে গিয়া তিন, চারদিন থাকিয়া O. C. কে সম্পূর্ণ ভাল করিয়া তেজপুর ফিরিয়া আসি।

মোককচঙ্গ জেলায় তিনটি প্রধান নাগা জাতী বসতি করে। যথা :—আউ, সেমা ও লোটা।

Tuensang জেলাতে—Kenyaks (কনিয়াক) Timchu-mages, Chang (চঙ্গ), Phoms (ফোম),Rhimnungans, Santang, Aoset প্রভৃতি জাতি বাস করে। উহাদিগকে মিরি বলে।

কহিমা জেলাতে—আঙ্গামী, রেংমা, Zeliang, Kukies (জেলিয়াং, কুকী), মেমি, কাছারী ও কতিপয় নেপালী প্রভৃতি বাস করে।

বর্তমানে নাগা হিল প্রদেশে গৃহাদির আমূল পরিবর্তন হইতেছে। গৃহাদি টিনের ছাদ বিশিষ্ট এবং ইট ও সিমেণ্ট দ্বারাও প্রস্তুত হইতেছে। মাঝে মাঝে সুরম্য গৃহাদিও দেখা যায়। বর্তমানে চলাচলেরও সুগম্য রাস্তা সকল নির্মিত হইয়াছে। পূর্বে ইংরেজ-রাজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুযোগের জন্য মণিপুর ডিমাপুর পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পূর্বে শুধু মণিপুর ডিমাপুর cart road (D. M. C. road) ছিল। উহার উপর দিয়া শুধু গরুর গাড়ী চলাচল করিত; উহাই মানুষের যানবাহনের কাজ করিত এবং পণ্য দ্রব্য স্থানান্তরে নিয়া যাইত। বর্তমানে প্রদেশের মধ্যে দু'হাজার মাইল রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। মোটর, জীপ, বাস ইত্যাদি সর্বত্র চলাচল শুরু হইয়াছে। লোকের চলাচলের দুঃখ কষ্ট অনেক লাঘব হইয়াছে। এই দুই হাজার মাইল রাস্তা অধিকাংশ বড় বড় সহর ও গ্রামে সম্প্রসারিত হইয়াছে। সর্ব্বদিক হইতে এই অল্প কয়েক বৎসরে তাহাদের আমূল পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইতে হয়। মনে হয় মানুষ

ধৈর্য্যশীল হইয়া মনে প্রাণে চেষ্টা করিলে, অল্প সময়েই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। ১৯১৩ সনে দিল্লীতে আমি Hon'ble Union Minister Mr. S. C. Jamir এর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। সেখানে Ex-chief Minister Mr. Silo Aoর সঙ্গেও দেখা হয়। তাহার এবং তাহাদের পরিবারের আচার ব্যবহার ও অভ্যর্থনা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়ি।

Mr. Silo Ao আমাকে (embrace) কোলাকুলি করিয়া বলিতেছিলেন, "ডাঃ মজুমদার তোমার কথা আমরা সর্ব্বদাই বলাবলি করি।" আমার মত ক্ষুদ্র লোকের পক্ষে উহা অপ্রত্যাশিত সম্মান।

নাগাদের কোন Alphabet নাই। তাহারা ইংরাজী alphabet-ই ব্যবহার করে। ইংরাজী ভাষার ব্যবহার শহরে এবং কিছু কিছু গ্রামেও প্রবর্তিত আছে। হিন্দি এবং নাগা ভাষাও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। নাগা পাহাড়ের আবহাওয়া সর্ব্বত্রই প্রীতি এবং স্নিগ্ধকর। উহাতে গ্রীষ্মেরও উগ্রতা নাই এবং শীতেরও প্রচণ্ডতা নাই। ভ্রমণকারীদের পক্ষে মনোরম এবং আরামপ্রদ স্থান।

মককচঙ্গের অনতিদূরে Changki (চাংকি) গ্রামে ফল সংরক্ষিণী একটি factory স্থাপিত হইয়াছে।

কোহিমা হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী জুপজা পাহাড় হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়াছে। ৩৩টি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে। নানাবিধ শিল্প উন্নয়নেরও জল সরবরাহের অগ্রগতি চলিয়াছে।

Piped Water	...	140 villages
Tube well	...	4 places.
Hand Pump	...	10 places
Construction	...	450 tanks
Ring well	...	270 villages

গবেষণার কাজও অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। কোহিমাতে Research Naga Institute of Culture, এখানে Museum এবং লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়াছে। গবেষণাগার ১৯৬৪—৬৫ সনে স্থাপিত হইয়াছে। আসাম রেলওয়ে ডিমাপুর ষ্টেশন হইতে স্থলপথে কোহিমা হইয়া মণিপুর ; ফারকাটিং (Farkating) হইতে ওখা ; নকাছারী ও আমগুড়ি হইতে মোককচঙ্গ এবং সোনারী ষ্টেশন হইতে Tuensang যাতায়াত চলিয়াছে। এই স্থানের সহিত রাজপথের যোগাযোগ হইয়াছে। কোহিমা হইতে ওখা হইয়া মোককচঙ্গ এবং মোককচঙ্গ হইতে Tuensang পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ পাকা রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। এই সকল রাজপথ হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রামান্তরেও রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং হইতেছে এবং যাতায়াতের সুবিধা হইতেছে। ভ্রমণকারীরা নাগা প্রদেশে পর্য্যটনে আসিলে অধিবাসীদের সর্ব্বমুখীন উন্নতি, প্রদেশের চিত্তাকর্ষক এবং মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রভৃতি উপলব্ধি করিয়া ভ্রমণের সার্থকতা চরিতার্থ করিবেন। আমি সংক্ষেপে উহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

রাণী গুইডোলো



কুমারী গুইডোলো জিলিয়াং নাগা। জিলিয়াং নাগা জাতি আসাম, মণিপুর এবং নাগা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বাস করে।

মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে তিনি ১৯৩০-১৯৩২ সালে তাহার দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য মহাপ্রতাপশালী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলে তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় এবং তাহার Cousin, Judonang এর ফাঁসী হয়।

দীর্ঘ কারাবাসের পর কুমারী গুইডোলো পুনরায় দেশকে স্বাধীন ভারত হইতে পৃথকীকরণের জন্য আন্দোলন সুরু করেন। তাহার দেশবাসীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করায় প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন চালানো অসুবিধা বোধ করিলেন। তিনি ১৯৩২ সালে গোপন ঘাটিতে আশ্রয় নিলেন এবং গোপনে প্রায় এক সহস্র অস্ত্রধারী মুক্তি-ফৌজ সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

তদানীন্তর ডেপুটী কমিশনার, কহিমা, শ্রী এস, সি, দেবের মধ্যস্থতায় কুমারী গুইডোলো অস্ত্র সংবরণ করিলেন। প্রধানমন্ত্রী ৺ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু তাহাকে 'রাণী' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিলেন।

৬০ বৎসরের বৃদ্ধা রাণী গুইডোলো বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত দিল্লীতে সাক্ষাৎ করেন এবং জিলিয়াং নাগা জাতিকে নাগা দেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করেন।

নাগা জাতির ইতিহাসে রাণী গুইডোলো চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন।

॥ শেষ ॥